দেবাসুর

পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক

মন্মথ রায়, এম-এ

আর্ট থিয়েটার কর্তৃক ষ্টার-রঙ্গমঞ্চে অভিনীত
প্রথম অভিনয় রজনী—১৫ই বৈশাখ, ১৩৩৫

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

একটাকা

প্রকাশক
শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রিন্টার—শ্রীনরেন্দ্র নাথ কোঙার
ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০৩/১/১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় শ্রীচরণেষু

আপনি অখ্যাত অজ্ঞাত আমাকে বাহির হইতে
ডাকিয়া আনিয়া—হাতে নটনাথের নাট-মন্দিরের
নাটক লেখার লেখনী তুলিয়া দিয়াছেন

আমার "দেবাসুর"

সেই কথাটি স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞ চোখে
আপনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল

—মন্মথ রায়

লেখকের কথা

আমার "চাঁদ সদাগর" নাটকের ন্যায় "দেবাসুর"ও আর্ট থিয়েটার লিমিটেড. এর উৎসাহে এবং উদ্যোগে লিখিত হইয়া, গত শনিবার, ১৫ই বৈশাখ, মহা সমারোহে ষ্টার থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

ঋগ্বেদে দেবাসুর-সংগ্রামের যে সুপ্রচুর ইঙ্গিত রহিয়াছে, সেই ইঙ্গিতে এই নাটক পরিকল্পিত হইয়াছে। দুই এক স্থানে ঋগ্বেদের পরবর্ত্তী যুগের দেশী বিদেশী দুই একটি আখ্যানের রূপ-রেখা আমার পরিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। নাটকখানিকে বৈদিক নাটক বলিলে খুব ভুল করা হইবে কি না জানি না, কিন্তু পৌরাণিক নাটক বলিলে যে বিশেষ ভুল করা হইবে, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। অনেকস্থলে আমার পরিকল্পনা পুরাণের বিরোধীও বটে।

আমার বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী দধীচির আত্মদান-আখ্যানের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, মুগ্ধচিত্তে তাঁহার দেওয়া সেই ইঙ্গিত আজ স্মরণ করিতেছি। এতদভিন্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত সুধাংশুবিকাশ রায় চৌধুরী, স্কটিসচার্চ্চ কলেজে আমার সতীর্থ বন্ধু শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক বাগচি আমার এই নাটক প্রণয়নে যে সব উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

সৌভাগ্যক্রমে আমার গানের রিক্ততা ছিল বলিয়াই আমার নাটক, খ্যাতনামা কবি আমার সোদরোপম শ্রদ্ধেয় বান্ধব শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেবের গীত-

লেখার মধুপাত্র হাতে পাইয়াছে। প্রার্থনা করি আমার গানশূন্য জীবনে তিনি যেন চিরকাল এমনি করিয়াই স্নেহ-বর্ষণ করেন। আর্টের নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ও অসুরবালাদের একটি গান লিখিয়া দিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন।

আর্ট থিয়েটার লিমিটেড্ সেক্রেটারী অগ্রজ-প্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী এই নাটকের প্রযোজনা কার্য্যে যেরূপ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে শুধু এই কথাই মনে পড়ে যে তাঁহারা আমাকে আন্তরিক ভালোবাসেন, তাঁহাদের প্রতি মামুলি কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিলে সেই আন্তরিক প্রীতি স্নেহের অমর্য্যাদা হইতে পারে আশঙ্কায় তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

প্রত্নতত্ত্ব-আচার্য্য পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় হইতে আরম্ভ করিয়া সাহিত্যে নবযুগ প্রবর্ত্তক আমার পরম প্রিয় শ্রীযুক্ত শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র, শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ যেসব বন্ধু এবং বান্ধব আমাকে এই নাটক প্রণয়নে উৎসাহ উপদেশ প্রেরণা এবং সাহায্যদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে পরিপূর্ণ অন্তরে আজ শুধু এই কথা নিবেদন করি "ইহাই শেষ নহে, আরো চাই।"

"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট (দিনাজপুর),
১৯শে বৈশাখ, ১৩৩৫

মন্মথ রায়

সন্ধানীপত্র

[* ঋগ্বেদ উল্লিখিত দেবাসুর-সংগ্রাম ভারত ইতিহাসে আর্য্য-অনার্য্য যুদ্ধরূপে পরিচিত, তাহারই ছায়ায় এই দেবাসুর নাটক রূপ পাইয়াছে। *]

পাত্র পাত্রী

ইন্দ্রদেব ... ... দেবরাজ।
দধীচি ... ... ঋষিশ্রেষ্ঠ।
দস্র, নাসত্য } অশ্বিনীকুমারদ্বয় ... ঐ শিষ্য।
ত্বষ্টা (বিশ্বকর্ম্মা) ... ... দেবশিল্পী।
বৃত্রাসুর ... ... অসুর-সম্রাট।
বলাসুর ... ... বৃত্রাসুরের কৃতদাসতুল্য ভ্রাতা।
পিপ্রু, উরণ, কুযব } ... ... বৃত্রাসুরের অনুচরগণ।
সূর্য্যা ... ... সূর্য্যদেব-দুহিতা।
উষা ... ... উষাকালের দেবী।
শচী ... ... ভূতপূর্ব্ব অসুররাজ পুলোমনের কন্যা পৌলমী। বৃত্রাসুর কর্ত্তৃক পুলোমন নিহত হইলে পৌলমী দধীচি কর্ত্তৃক পালিতা হইয়া শচী আখ্যা প্রাপ্ত হন; পরে ইন্দ্রদেবের সহিত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হইয়া ইন্দ্রাণী রূপে পরিচিতা হন।

এতদ্ভিন্ন—বরুণদেব বায়ুদেব প্রভৃতি দেবগণ। ত্বষ্টার শিষ্য ঋভুগণ। অসুরগণ। দধীচির পালিতা কন্যা রৈভী। অসুরবালাগণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—অভিনয়কালে নাটকের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত বা
য়।

দেবাসুর

প্রথম অঙ্ক

দৃশ্য ঃ—

দূরে তুষারমণ্ডিত পর্ব্বত-শিখর দেখা যায়। অরণ্যানীর প্রান্তে দেবজয়ী অসুর-সম্রাট্ বৃত্রাসুরের পাষাণ-দুর্গ। দুর্গের একটি বিস্তীর্ণ লৌহ-বাতায়ন উন্মুক্ত।

•

শেষরাত্রি। সূর্য্যা দুর্গমধ্যে বন্দিনী। শৃঙ্খলিতা সূর্য্যা বাতায়নে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

বাতায়ন-নিম্নে সূর্য্যার প্রহরীরূপে বলাসুর। বলাসুর তন্দ্রায় ঢুলিয়া পড়িতেছিল।

উষার সঙ্গীত-লহরী ভাসিয়া আসিতে লাগিল। বলাসুর ক্রমে সচেতন হইল। সে সূর্য্যার দিকে চাহিয়া দেখে, সূর্য্যা ঐ বাতায়নেই ভর দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। বলাসুর সূর্য্যাকে সতৃষ্ণ নয়নে দেখিতে লাগিল; কিন্তু, সূর্য্যার ঘুম যাহাতে ভাঙ্গিয়া না যায়, তৎ-সম্বন্ধে নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে সে বামপার্শ্বের সোপান-পথে অন্যত্র চলিয়া গেল।

উষার সঙ্গীত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। উষার আলোও ফুটিয়া উঠিল। "ব্যাপনশীল বিচিত্র দীপ্যমান" উষাদেবী ধরার বুকে অবতীর্ণা হইয়া "নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় উধঃ (দুগ্ধাধার) প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। ঐ নিত্যযৌবনসম্পন্না, শুভ্র-বসনা আকাশদুহিতা, অন্ধকার দূর করতঃ দর্শনগোচর হইয়াছেন।" ৯২।১১৩ সূক্ত, ১ম মণ্ডল, ঋগ্বেদ।

উষার গান

আমি হেথায় গাইতে আসি তরুণ আলোর গান।
নিত্য নীরব নিশার শেষে, এইটুকু মোর দান ॥
নীল আকাশের জ্যোতির মেয়ে,
পূব-সাগরে এলেম নেয়ে
মুখের পানে চেয়ে আমার
মুগ্ধ ধরার প্রাণ ॥
শুভ্রপ্রাতে রঙীন বেশে,
আমি যখন দাঁড়াই এসে
দিগন্তের ঐ আঁধার দেশে
মুক্ত হাসির বাণ ॥

উষার নৃত্যগীতে সূর্য্যা জাগিয়া উঠিয়াছেন ; উষা নৃত্যগীত শেষে অন্তর্হিতা হইতে যাইবেন এমন সময় সূর্য্যা আর্ত্তস্বরে উষাকে ডাকিলেন।

সূর্য্যা! উষা! উষা!

উষাদেবী ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন, কোথা হইতে কে তাহাকে ডাকিতেছে।

সূর্য্যা ॥ উষা! উষা!

উষা ॥ [এইবার দেখিতে পাইয়া]···তুমি!···তুমি!···তুমি সূর্য্যা এখানে! তোমায় কত খুঁজেছি, বনে বনে, পথে পথে, নদীর পারে ঝর্ণার ধারে,···পাইনি, কোনখানেই তোমায় পাইনি।···এসো, নেমে এসো,······চলে এসো!

সূর্য্যা ॥ [শৃঙ্খলিত হাত দুখানি তুলিয়া দেখাইয়া কপালে করাঘাত করিতে করিতে]…আমি বন্দিনী !…ওগো উষা ! আমি বন্দিনী !

উষা ॥ বন্দিনী !…তু—মি বন্দিনী ! ‥কার এত সাহস ?…কি তার নাম ?

সূর্য্যা ॥ বন্দিনী ! আমি বন্দিনী ! ‥বিশ্বদেব সূর্য্যের মেয়ে আমি ‥ তবু…আমি বন্দিনী !

উষা ॥ কার এই দুঃসাহস ? কার এই দুর্গ ?

সূর্য্যা ॥…মেঘের মতো তার রূপ !…আগুনের মতো তার চোখ ! ঝড়ের মতো তার গতি ।‥ দস্যু সে ‥দৈত্য সে…রাক্ষস সে !

উষা ॥…কে সে ?…শম্বরাসুর সরস্বতী-পারে দেবতার সুখ-স্বর্গ চূরমার করেছে । ‥আমার নূপুরধ্বনি শুনে দেবতারা জেগে উঠে সামগান গাইত...শম্বরের অত্যাচারে সেখানে দেবতার আর ঠাঁই নেই,—আজ সেখানে দৈত্যের তাণ্ডব-নৃত্য দেখি ।…তবে এ কি সেই শম্বরের পুরী ?

সূর্য্যা ॥ শম্বর নয়, শম্বর নয় ।…এ তার চাইতেও ভীষণ । · তুমি একে দেখো নি…তুমি একে দেখো না…পালাও . পালাও —

উষা ॥ তবে কি নমুচি দৈত্য ?…দৃশদ্বতীর তীরে দেবতারা যখন যজ্ঞ করতেন, আকাশ-বাতাস যজ্ঞের ধূমে ছেয়ে যেত । তারি আড়ালে লুকিয়ে এসেছিল সে ।‥ যজ্ঞভূমি রক্তে ভেসে গেল । দৃশদ্বতীর জল রক্তরাঙা হয়ে দেবতাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল ।…এই তবে সেই নমুচির পুরী ?

সূর্য্যা ॥ নমুচি নয়, নমুচি নয় । · তুমি একে দেখো নি, তুমি একে দেখো না…পালাও…পালাও—

উষা ॥ পালাব না, আমি তাকে দেখব । অসুররা দেবভূমি জয়

করেছে।···দেবতারা তাও সহ্য করে পাহাড়ের গুহায়, বনের অন্তরালে লুকিয়ে দধীচি ঋষিকে পুরোহিত করে নতুন করে তপস্যা করছে।··· কিন্তু—তোমায় হারিয়ে তারা হতাশ হয়ে পড়েছে। আকাশে বাতাসে কান্নার রোল উঠেছে। সূর্য্যঠাকুর লজ্জায় মুখ ঢেকেছেন। ইন্দ্রদেব তোমার পথ চেয়ে আছেন। বরুণদেব কালোজলের অতল বুকে তোমায় খুঁজে মরছেন।·· দধীচি ঋষি তপস্যা ছেড়ে পথে বের হয়েছেন। অশ্বীরা দুই ভাই ক্ষেপে উঠেছে, চোখে ঘুম নেই, সারাটি রাত বনে বনে পাহাড়ে পাহাড়ে শুধু চীৎকার করে ডাকছে "সূর্য্যা! সূর্য্যা! কোথায় তুমি! কথা কও! দেখা দাও!"

সূর্য্যা॥···সর্ব্বনাশ! ওগো ঊষা···ফেরাও···তাদের ফেরাও!

ঊষা॥···কেমন করে ফেরাব?···কেন ফেরাব?

সূর্য্যা॥·· ফেরাও···ফেরাও!···এ শম্বর নয়, নমুচি নয়, শুষ্ণ নয়, এ তাদের রাজা। পুলোমনকে বধ করে সে আজ অস্থরের রাজাধিরাজ। শোননি তার নাম? শোননি তার কথা?

ঊষা॥—বৃত্রাস্থর?

সূর্য্যা॥—বৃত্রাস্থর।

ঊষা॥ সর্ব্বনাশ!···দধীচি ঋষির আশ্রম পুড়িয়ে দিয়েছে সে।···তার ভাই বলাস্থর—

সূর্য্যা॥···আছে, আছে, সেও আছে। উঃ···[ভয়ে চোখ বুজিয়া] রাক্ষস সে!

ঊষা॥ দধীচি ঋষির আশ্রমে অঙ্গিরা ঋষির গোধন ছিল।···লুট করে এনেছে সে।

সূর্য্যা ॥ আর শচী? শচী? ঋষির মেয়ে?

ঊষা ॥ বুকে করে রাখেন ঋষি তাকে।...কোন ভয় নেই তার।... কিন্তু আর কথা নয়।...আমি চললুম। দৈত্যরা এখনি জেগে উঠবে।... তার পূর্ব্বে আমি দেবতাদের খবর দিয়ে নিয়ে আসছি এখানে!... [প্রস্থানোদ্যতা]

সূর্য্যা ॥ না—না—না—।

ঊষা ॥ [ফিরিয়া] কেন?

সূর্য্যা ॥ ..পাষাণ! পাষাণ।...পাষাণ এই দুর্গ। ..তার চাইতেও পাষাণ সেই দস্যুরাজ!...আগুনের মতো তার চোখ! কালো মেঘের মতো তার রূপ।...আমার বুক ভয়ে কেঁপে উঠছে!...না—না—না।

ঊষা ॥...ভয় নেই। ..কোন ভয় নেই। তোমাকে উদ্ধার না করলেই নয়।...তোমাকে পেয়ে দেবতার দীপ্তি ছিল।...তোমাকে হারিয়ে দেবতার সেই দীপ্তি নেই।...সুরলোকের হাসি আজ এই অন্ধকার পাষাণ কারাগারে বন্দিনী। উদ্ধার চাই, তোমার উদ্ধার চাই।...আমি চললুম; ঐ...কে আসে! ..ওরে সূর্য্যা! সাবধান ..খুব সাবধান...

[অন্তর্ধান।]

* * * *

ধীরে ধীরে বলাসুরের প্রবেশ। তাহাকে দেখিবামাত্র
সূর্য্যা আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

বলাসুর ॥ [ভক্ত যেমন দেবতার সম্মুখে উপস্থিত হয়, বলাসুরও তেমনি সূর্য্যার বাতায়ন-নিম্নে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। সূর্য্যা তাহাকে

দেখিয়াই সভয়ে দুইহাতে মুখ ঢাকিলেন।] ওরে আমার আগুন! · ওরে আমার আলো!···দয়া কর! দয়া কর··আমার দিকে একটিবার ফিরে চা···!

সূর্য্যা॥ [তদ্রূপ অবস্থাতেই রহিলেন।]

বলাসুর॥ ওরে আমার আগুনের ফুল্‌কি! ওরে আমার আলোর চক্‌মকি! তোর মুখে কি কথা নেই?...কথা বল কথা বল। তোর জন্ত মহুয়া ফুলের মধু এনেছি, কেয়া ফুলের তোড়া এনেছি, একটিবার আমার দিকে তাকা—!

সূর্য্যা॥ তুমি যাও···তুমি যাও...নইলে আমি মরলুম!

বলাসুর॥ ··চলে আয়, তুই আমার সঙ্গে···ঐ বনে · যেখানে মহুয়া ফুটেছে হাজার হাজার, মৌমাছি জুটেছে লাখে লাখ .., মাতাল হয়েছে ওরা! মাতাল হয়েছে ওরা!···আয়! আয়! আয়! মহুয়ার তাজা মদ নিবি আয়! আমি তোকে বাটিভরা দুধ দেব খেতে! একপাল গরু এনেছি লুটে!

সূর্য্যা॥ দস্যু তুমি! অঙ্গিরার গোধন হরণ করেছ তুমি!···দধীচি ঋষির আশ্রম লুট করেছ তুমি!···মরবে, তুমি মরবে!

বলাসুর॥ মরতে আমি খুব পারি যদি তুই আমায় ভালোবাসিস। বাসবি? বাসবি?···

সূর্য্যা॥ ওরে রাক্ষস!...সূর্য্যের মেয়ে আমি···বাবা তোকে পুড়িয়ে মার্ব্বে! পুড়িয়ে মার্ব্বে।

বলাসুর॥ রাগ করিস কেন তুই আমার ওপর?···কি করেছি আমি তোর?··;শুধু তোর মুখের কথা শুনতে চাই! শুধু তোর চাহনিটুকু

চাই !…এটুকুও কি দিবিনে তুই আমায় ?…আমি যে তোকে সব…স—ব দিতে পারি !…কি চাস তুই ? কি চাস তুই ?

সূর্য্যা ॥ আমি চাই মুক্তি।…ছেড়ে দাও…ছেড়ে দাও আমায় ! ওগো দস্যু…দয়া করে ছেড়ে দাও আমায় !

বলাসুর ॥…দিতুম ! আমি দিতুম !…[ক্ষণেক থামিয়া] কিন্তু, তোকে তো আমি ধরে আনি নি ! এনেছে বৃত্ররাজা !…আমি তার সঙ্গে জোরে পারি নে…!…জোয়ান…পাহাড়ের মত…লোহার মত…! উঃ না…কেমন করে তোকে ছেড়ে দেব !…ও আমাকে হারিয়ে দিয়েছে !… যদি না হারতুম…আমি হতুম রাজা, তোকে করতুম রাণী…বুকে করে রাখতুম…না…না…ছেড়ে দিতুম…ছেড়ে দিয়ে তোর পায়ে পায়ে ঘুরে বেড়াতুম !

সূর্য্যা ॥ তোমায় দেখলে আমার গা শিউরে ওঠে ! তুমি দূর হও… দূর হও…

বলাসুর ॥ আমাকে দেখে তোর ঘেন্না হয় ? কি করব রে আমি !… আমি কালো…বড্ড কালো !…আর দুধের মতো তোর রং !…তোর ঐ রং আমায় পাগল করেছে ! কে দিয়েছে তোকে ঐ রং ? আমি পূজা করি তাকে !…[ক্ষণপর] কে দিয়েছে আমাকে এই কালো রং ?…জানিনে ! আমি জানিনে ! হাঁ, আমি কালো, বড়ই কালো, তাই…তাই…তাই তোর ঐ রং আমায় পাগল করেছে, তাই…তাই…তাই তোকে অত ভালোবেসেছি !

বৃত্রাসুরের প্রবেশ। বৃত্রাসুর আদিম অনার্য্য রাজার উপযুক্ত বেশে সুসজ্জিত।
বৃত্রাসুরকে দেখিয়াই সূর্য্যা আবার সভয়ে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন
"ও—হো—হো"! এবং তৎক্ষণাৎ দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

বৃত্রাসুর॥ চমৎকার!…[বলাসুরকে] ওরে মূর্খ! কাকে ভালোবেসেছিস? ও যে দেবতার মেয়ে! তুই যে অসুর!

বলাসুর॥ [লজ্জিত হইয়া অবস্থান।]

বৃত্রাসুর॥ ওরা আমাদের ঘৃণা করে।…ওদের চামড়া দেখছিসনে দুধের মতো সাদা।…ওরা আমাদের ঘৃণা করে।…ওরা বলে ওরা সভ্য, আমরা অসভ্য!…ওরা আর্য্য, আমরা অনার্য্য! ওরা দেবতা, আমরা দস্যু।…ওরা মিশবে না, ওরা আমাদের সঙ্গে মিশবে না।…ওরা বলে আমরা সৃষ্টির অভিশাপ! আমরা আমাদের এই কালো চেহারায় এই সুন্দর পৃথিবীকে অসুন্দর করেছি! তাই ওরা আমাদের ধ্বংস কর্ত্তে চায়, বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেয়, শিশুকে হত্যা করে,…এই ওদের যুদ্ধ, এই যুদ্ধের ভয় দেখিয়ে শেষে ওরা আমাদের বলে, যদি বাঁচতে চাও, আমাদের ক্রীতদাস হও, আমাদের সেবা কর,…যা বর্ব্বর, কর ওদের সেবা…দাসত্ব কর… ওরে কালো! ঐ আলোর আলেয়ার পেছনে পেছনে ছুটে যা…প্রেম কর,… যা—

বলাসুর॥…যাব না, আমি যাব না, কিন্তু,…[সূর্য্যাকে দেখাইয়া] দাও ওকে ছেড়ে দাও…ঐ দেখ…ও কাঁদছে! দাও…দাও…ছেড়ে দাও…ওকে ছেড়ে দাও—

প্রহরী-বেষ্টিত দধীচি ঋষির প্রবেশ

দধীচি ॥ ছেড়ে দাও···ওকে ছেড়ে দাও···যদি নিজের মঙ্গল চাও, যদি অসুরকুলের মঙ্গল চাও, সূর্য্যাকে মুক্ত কর—

সূর্য্যা ॥ ঋষিরাজ ! ঋষিরাজ ! আমায় মুক্ত কর···আমায় বাঁচাও !

বৃত্রাসুর ॥···[তীব্র দৃষ্টিতে ঋষির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া] দধীচি ঋষি ? চিনেছি।···তোমারই প্রতীক্ষায় আমি পথ চেয়েছিলুম। জানতুম যে তুমি আসবে।···তোমায় মধুবিদ্যার কুশল তো ?·· তোমার শিষ্য দুটি কোথায় ? আমি যে তাদেরও চাই।···মধুবিদ্যা প্রভাবে মরা মানুষ বাঁচানো যায়, কিন্তু, জ্যান্তো মানুষ মারা যায় না কেন ঠাকুর ? তবেই তো···

দধীচি ॥···যাবে, তাও যাবে। যেদিন তোমার অত্যাচারের মাত্রা পরিপূর্ণ হবে, সেইদিন···তাও যাবে। যদি মঙ্গল চাও···সূর্য্যাকে মুক্ত কর—

বৃত্রাসুর ॥ মঙ্গলটা কি শুনি !

দধীচি ॥ সূর্য্যের আলোক।···কাকে তুমি শৃঙ্খলিতা করেছ জানো না কি মূর্খ ?

বৃত্রাসুর ॥ সূর্য্যের আলোক কি শুধু অসুরেরই প্রয়োজন ?··· তোমাদের বুঝি ও আলোক অনাবশ্যক ?

দধীচি ॥···সৃষ্টি তবে রসাতলে যাক্—

বৃত্রাসুর ॥···তোমাদেরও তবে সাথী পাব।···এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে !

দধীচি ॥ তবে তুমি সূর্য্যাকে মুক্তি দিতে সম্মত নও ?

বৃত্রাস্থর ॥ সম্পূর্ণ সম্মত।

দধীচি ॥ তবে দাও—

বৃত্রাস্থর ॥ দিচ্ছি।…একটা গল্প শোনো। পুলোমন নামে আমাদের একজন রাজা ছিলেন।

দধীচি ॥…গল্প! ‥তুমি তাকে স্বহস্তে হত্যা করেছ।

বৃত্রাস্থর ॥ করেছি না কি?…তাই তো, কেন করেছিলুম!…শোনো। তার এক মেয়ে ছিল।…অপরূপা রূপসী ছিল সে। কোথা হতে কেমন করে অস্থরের ঘরে 'দেবতার ও চোখ ঝলসে-দেওয়া' ঐ রূপ এল, ভেবেই পাইনি! এমনি ভেবে দেখেছি মদ খেয়ে মাতাল হয়ে ভেবে দেখেছি… তবু বুঝিনি কেন এল অস্থরের আঁধার ঘরে ঐ অপূর্ব্ব আলো!…শুধু মনে হয়েছে সমুদ্রের নীল জলের আভা আছে তার রঙে, জ্যোৎস্নার আভা আছে তার মুখে, তারার দৃষ্টি আছে তার চোখে!…তাকে যখন দেখতুম তখনো স্বপ্ন দেখতুম…তাকে যখন দেখতুম না, তখনো স্বপ্ন দেখতুম!

দধীচি ॥‥ কিন্তু সে স্বপ্ন কি আজো ভাঙে নি?…সে তো সেই দিনই ভাঙবার কথা যেদিন তোমার সেই স্বপ্নসুন্দরীরই পিতাকে…তোমার পিতৃতুল্য সেই বৃদ্ধ রাজাকে রাক্ষসের মতো হত্যা করেছিলে তুমি!

বৃত্রাস্থর ॥ হাঁ…করেছিলুম। একদিন তিনি…আমায় ব্যঙ্গ করে বললেন "আমার মেয়ের দেবতার মতো রূপ। দেবতার সঙ্গে দেব তার বিয়ে।" তিনি ঘটকালি করবার জন্য এক ঋষিকে নিমন্ত্রণ করে তার পুরীতে এনে পূজা করলেন। ঋষির নাম ছিল…হাঁ, মনে আছে…আমি তাকে আপাদমস্তক চিনে রেখেছিলুম…সেইদিনই তার রক্ত পান কত্তুম

…কি তার নাম ? হাঁ…বেশ মনে আছে…তার নাম "দধীচি"!…কি বলো ঋষিবর ?

দধীচি ॥ হাঁ, তার নাম দধীচি।…দেবতা-অসুরের মিলনপ্রার্থী পুলোমন রাজার কন্যার বিবাহে পৌরোহিত্য করা আমি পরম গৌরব মনে করেছিলুম সে কথা আজও তোমার সম্মুখে অকুতোভয়েই বলছি।…সঙ্গে সঙ্গে এও ঘোষণা করছি…পুলোমনকে হত্যা করে দেবতা-অসুরের সেই মিলন-মাল্য ছিন্ন করবার অপকীর্ত্তি যুগে যুগে বহন করবে তুমি !

বৃত্রাসুর ॥ শোনো ঋষিবর, সে অপকীর্ত্তি আমি সাদরে বহন কর্ব্ব ! আরও শোনো ঋষিবর, অসুরের কন্যা দেবতার শুভ্রবর্ণের মোহে কুলত্যাগ করে না।…আপনি তাকে বন্দিনী করে রেখেছেন !

দধীচি ॥ বন্দিনী !…তুমি তার পিতাকে সভামধ্যে নিষ্ঠুর ভাবে রাক্ষসের মতো হত্যা করলে…অন্তঃপুরে বসে আমি সংবাদ পাওয়া মাত্র সেই মাতৃহীনা পৌলমীকে নিয়ে—

বৃত্রাসুর ॥—পালিয়ে গেলেন আপনার আশ্রমে। তার পর…

দধীচি ॥ কন্যানির্ব্বিশেষে আমি তাকে পালন করেছি।…তাকে বেদ শিক্ষা দিয়েছি, ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছি…

বৃত্রাসুর ॥ আর তোমার মধুবিদ্যা ?

দধীচি ॥…প্রয়োজন হয়, তাও দেব।

বৃত্রাসুর ॥ না হয় আমার সঙ্গে তার বিবাহে তার পালক পিতা ঐ বিদ্যাটা যৌতুকই দিলেন ! কি বলো ?…

দধীচি ॥ তোমার সঙ্গে তার বিবাহ ?

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ।…কেন ? কালোয় কালোয় কি মানায় না ?

দধীচি ॥ এ বিবাহে আমি সম্মতি দিতে পারি না—কখনই না···

বৃত্রাসুর ॥ কেন ?

দধীচি ॥ তুমি তার পিতৃহন্তা—

বৃত্রাসুর ॥ সে তা জানে না—

দধীচি ॥ আমি এবার বলব—

বৃত্রাসুর ॥ বলবার পথ রুদ্ধ। হয় সম্মতি দাও···না হয় মৃত্যু বরণ কর।···

দধীচি ॥ আমার সম্মতি পেলেও সে তোমায় বিবাহ কর্ব্বে না দস্যু ! ··তার সে শিক্ষাই নয়—

বৃত্রাসুর ॥ শোনো ঋষিবর ! আমি তার সঙ্গে গোপনে বহুবার দেখা করেছি, বিবাহের প্রস্তাব করিনি শুদ্ধ এই দেখে যে অতি তুচ্ছ কাজেও সে তোমার সম্মতির প্রতীক্ষায় থাকে।·· আজ আমি তোমার সেই সম্মতি চাই।

দধীচি ॥···আমি তোমার প্রলাপ বচন শুনতে আসি নি।···জানতে এসেছি তুমি সূর্য্যাকে মুক্ত করবে কিনা ?

বৃত্রাসুর ॥ শোনো ঋষিরাজ ! আমিও তোমার প্রলাপ বচন শুনতে চাইনে। আমি জানতে চাই তুমি আমার সঙ্গে তার বিবাহে সম্মতি দেবে কি না ? তারই উত্তরের উপর নির্ভর করে দধীচির জীবন আর সূর্য্যার মুক্তি।

দধীচি ॥ [স্তম্ভিত হইলেন।]···বটে !

বৃত্রাসুর ॥ [ব্যঙ্গে] হাঁ !

দধীচি ॥ আমার উত্তর "না।"

সূর্য্যা ॥ ঋষিরাজ! ঋষিরাজ!

দধীচি ॥ না!

বৃত্রাসুর ॥ [সূর্য্যার প্রতি চাহিয়া]·· ভয় নেই সুন্দরী! এখনি উনি বলবেন "হাঁ।"···[দধীচিকে]···বলো "হাঁ"—

দধীচি ॥ "না"!

বৃত্রাসুর ॥ বলাসুর!

বলাসুর ॥ রাজা!

বৃত্রাসুর ॥ তুমি ঐ রূপসী দেবকন্যার মুক্তি চাও?

বলাসুর ॥ [বৃত্রের পদতলে মাথা খুঁড়িয়া] চাই! চাই! চাই!

বৃত্রাসুর ॥ তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হোক্।···ওঠ—

বলাসুর ॥ [উঠিয়া দাঁড়াইল। সূর্য্যার দিকে তাকাইয়া] কেঁদো না! কেঁদো না···আর কেঁদো না তুমি!

বৃত্রাসুর ॥ [বলাসুরকে]···দাঁড়াও।···মুক্তির ক্ষণেক বিলম্ব আছে।···অগ্রে তুমি আমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে বিনাবাক্যব্যয়ে পালন কর। বুঝলে?

বলাসুর ॥ [সোৎসাহে] অবশ্য করব।

বৃত্রাসুর ॥ এই নাও লৌহকীলক। এই নাও মুষল। এই লৌহ-কীলক দিয়ে একজনকে ঐ দুর্গপ্রাচীরে বিঁধতে হবে। প্রথমে তার দক্ষিণ হস্ত। তার পর বাম হস্ত। তার পর···তার পর··তার চরণ দুখানি!

সূর্য্যা ॥ ও—হো—হো!···কে কোথায় আছ বাঁচাও! আমায় বাঁচাও—[মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইয়া বাতায়ন অন্তরালে অদৃশ্য হইলেন।]

দধীচি ॥ ভয় নেই…ভয় নেই · [দুর্গদ্বারের দিকে অগ্রসর হইলেন। বলাসুর বিশেষ চঞ্চল হইয়া উঠিল।]

বৃত্রাসুর ॥ ওকে নয়…ওকে নয়…[বলাসুরের প্রতি] · একে— [দধীচির প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন।]

বলাসুর ॥ [ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতো দধীচিকে ধরিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের তালু দুর্গপ্রাচীরে সংলগ্ন করিয়া লৌহকীলক বিদ্ধ করিল। তীর বেগে রক্ত ছুটিল।]

দধীচি ॥ [ক্ষীণ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ এইবার আমি পৌলমীকে চাই।…পাব ?

দধীচি ॥ না।

বৃত্রাসুর ॥ [বলাসুরের প্রতি]—বাম হস্ত।

বলাসুর ॥ [আদেশ পালন করিল।]

বৃত্রাসুর ॥…পাব ?

দধীচি ॥ না।

বৃত্রাসুর ॥ না ?

দধীচি ॥ না—না—না—!

বৃত্রাসুর ॥ চাই · চাই…তবু আমি চাই!…কিন্তু আমার মাথা ঘুরছে! ··একি দেখলুম! [ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন] একি! একি!…ঐ লৌহ কীলকে কি আমারি হাত বিদ্ধ হয়েছে! আমারি কি বুক কেঁপে উঠছে? ও—হো—হো…দেখতে পারি না! অসহ্য… অসহ্য ··

বিষম ব্যাকুলতায় বলাসুরকে ইঙ্গিত করিলেন…দধীচিকে সরাইয়া তাহার দৃষ্টির অন্তরালে লইয়া যাইতে—বলাসুর তাহাই করিল। সে দধীচিকে কীলকমুক্ত করিয়া দৃশ্যের পার্শ্বস্থ নেপথ্যে রাখিয়া আসিল।

বৃত্রাসুর॥ মহুয়া! মহুয়া! মহুয়া আনো বলাসুর…টাট্‌কা…তাজা… [বলাসুর চলিয়া গেল।]…ঐ ফলমূলাহারী তপস্যা-ক্লিষ্ট ঋষির দেহ কি পাষাণে নির্ম্মিত ?…ঐ শুষ্ক দেহের আবরণে যে অস্থি আছে…তাতেই কি লুকিয়ে আছে সেই তেজ, সেই শক্তি, যা আজ এই কঠিন কঠোর নির্ম্মম হৃদয় কাঁপাল…টলাল…শতধায় চূর্ণ করে দিয়ে গেল!

[অস্থির চিত্তে পাদচারণা।]

বৃত্রাসুর॥ [সহসা উত্তেজিত ভাবে আপনমনে] তবু…চাই…চাই…ঐ নারী আমি চাই—ছলে বলে কৌশলে, যেমন করে পারি তবু ঐ নারী আমি চাই—

[অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রবেশ]

একজনের নাম "দস্র", আর একজনের নাম "নাসত্য"। উভয়ে দেখিতে একরূপ, কারণ উভয়ে যমজ ভ্রাতা।

উভয়ে এক সঙ্গে॥ পাবে না! তুমি পাবে না!

বৃত্রাসুর॥ [চমকিয়া উঠিলেন।] কে তোমরা ?…ও…চিনেছি…অশ্বিনীকুমার যমজ ভাই দুটি ? এসো ভাই, এসো—আমি তোমাদেরই প্রতীক্ষায় ছিলুম,…সূর্য্যাদেবী কুশলেই আছেন।…হয়তো ঘুমিয়ে আছেন।…ডাকো…ডাকো…তার ঘুম ভাঙুক!

অশ্বীদ্বয়॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

বাতায়ন পথে সূর্য্যাকে আবার দেখা গেল।

সূর্য্যা॥ এসেছ! এসেছ! তোমরা এসেছ!···পালাও...পালাও··· ঐ···ও—হো—হো!

অশ্বীদ্বয়॥ [ছুটিয়া দুর্গদ্বারাভিমুখে যাইতেই বৃত্রাসুর দুইজনকে দুইহাতে ধরিয়া আটকাইলেন।] হাত ছাড়ো...হাত ছাড়ো···

বৃত্রাসুর॥ হাঃ হাঃ হাঃ [দৃঢ় মুষ্টিতে সজোরে তাহাদের হাত চাপিয়া ধরিলেন।]

অশ্বীদ্বয়॥ ও—হো—হো···[যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়া পরে যখন অসহ্য মনে হইল তখন শরীর ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা পড়িয়া যাইতেছিলেন এমন সময় বৃত্র তাঁহাদের হাত ছাড়িয়া দিলেন।]

বৃত্রাসুর॥ হাঃ হাঃ হাঃ এই মুষ্টির চাপে পাষাণ চূর্ণ করেছি!.. করিনি!

অশ্বীদ্বয়॥ করেছ!···

বৃত্রাসুর॥ কর ঐ বন্দিনীকে উদ্ধার—

অশ্বীদ্বয়॥ [ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বৃত্রাসুর॥ সত্যই কি চাও ওর উদ্ধার?···সূর্য্যদেব কোথায়?··· তিনি আসুন না! তোমরা এসেছ কেন? তোমরা ওর কে?

দস্র॥ ও আমাদের আলো!

নাসত্য॥ আমাদের জীবন!

বৃত্রাসুর॥ অর্থাৎ তোমরা ওর প্রণয়ী! ভালোবাসো, খু—ব, না?

অশ্বীদ্বয়॥—বাসি।

দস্র॥—বাসি বলেই এসেছি—

বৃত্রাসুর॥ মুক্তি আমি ওকে দিতে পারি, যদি তোমরা…

অশ্বীদ্বয়॥—বল…

বৃত্রাসুর॥ যদি তোমরা তোমাদের গুরুর পালিতা কন্যা পৌলমীকে আমার হাতে তুলে দাও…

অশ্বীদ্বয়॥ শচী ?

বৃত্রাসুর॥ শচী।…প্রতিজ্ঞা কচ্ছি, যে মুহূর্ত্তে তাকে তোমরা আমার হাতে এনে দেবে, সেই মুহূর্ত্তে ঐ সূর্য্যাকে আমি তোমাদের রথে তুলে দেব—

নাসত্য॥ তোর এই হীন প্রস্তাবে পদাঘাত করি—

বৃত্রাসুর॥…বটে।…উত্তম।

বলাসুরের মহুয়া লইয়া প্রবেশ

এই যে ভাই, এনেছ ?…[মহুয়া পান] হাঁ…তাজা! টাট্‌কা!… বলাসুর…ঐ বন্দিনী কন্যাকে আমি খুশী হয়ে তোমায় উপহার দিচ্ছি… তুমি তাকে গ্রহণ কর…

[বলাসুরের আনন্দ ভাষায় প্রকাশ পাইল না, তাহা তাহার চোখে ফুটিয়া উঠিল।…সে ত্বরিৎপদে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।]

বৃত্রাসুর॥ এইবার ?

দস্র॥ [নাসত্যকে] ভাই, প্রাণ যায় যাক্, শেষ চেষ্টা! শেষ চেষ্টা!

[ধনুকে তীর যোজনা করিয়া বৃত্রের প্রতি লক্ষ্য। নাসত্যও তাহাই করিলেন।]

বৃত্রাসুর॥ হাঃ হাঃ হাঃ বৃথা চেষ্টা! ও তীরের ফলক এই পাষাণের বুকে বেঁধে না।...আমি শুধু ভাবছি বলাসুর সূর্য্যাকে না জানি কি লাঞ্ছনাই করছে!

অশ্বীদ্বয়॥ [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] সূর্য্যা! সূর্য্যা!

সূর্য্যা॥ [আকুল আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন] প্রিয়তম! প্রিয়তম! [সেই সময় বলাসুর সূর্য্যার পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন।]

বলাসুর॥ আলোর মেয়ে! [হাত ধরিয়া] তোমার হাতদুখানি কি নরম! ফুলের মত নরম! [পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে] আঃ।

দস্র॥ [বৃত্রের সম্মুখে নতজানু হইয়া] দয়া কর! দয়া কর!

নাসত্য॥ [নতজানু হইয়া] কর দয়া! দয়া কর!

বৃত্রাসুর॥ হাঃ হাঃ হাঃ [অশ্বীদ্বয় ক্রোধে ক্ষোভে উঠিয়া দাঁড়াইলেন]

দস্র॥ নাসত্য! এ দৃশ্য অসহ্য!

নাসত্য॥ এর চাইতে মৃত্যু ভালো।

দস্র॥ মৃত্যু ভালো! মৃত্যু ভালো! এর চাইতে মৃত্যু ভালো!

সূর্য্যা॥ তার আগে আমায় মারো! আমায় মারো!

বলাসুর॥ কেঁদো না আলোর মেয়ে! কেঁদো না! তোমার চোখের জলের চাইতে তোমার মুখের হাসি ভালো!...হাসো! সেই হাসি হাসো!

বৃত্রাসুর॥ [বিরক্ত হইয়া] বলাসুর, তোমার ঐ বন্দিনী প্রণয়িনীকে কক্ষান্তরে নিয়ে গিয়ে প্রেমালাপ কর—এখানে নয়—

সূর্য্যা॥ ওঃ—[বলাসুর অতীব আনন্দে সূর্য্যাকে তৎক্ষণাৎ দুই হাত দিয়া তুলিয়া লইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।]

বৃত্রাসুর। [অশ্বীদের প্রতি]…জীবন দুর্ব্বিষহ বোধ হচ্ছে, না ?

অশ্বীদ্বয়। আমাদের বধ কর দস্যু—

বৃত্রাসুর। তোমরা দুজনেই ওর প্রণয়ী, [হাসিয়া] না…না…দেখচি বলাসুর তৃতীয়।…হাঃ হাঃ হাঃ…মরণের কথা মুখে না আনলে প্রণয়ের কথা ভালো জমে না, না ?…[ব্যঙ্গে] মৃত্যু ভালো ! মৃত্যু !…মর্ত্তে পার ? উত্তম ! হোক্ তবে আমার শত্রুই নিপাত হোক ! যত যায় তত ভালো ! শোন আমার কথা…যদি তোমরা মৃত্যু বরণ কর, সূর্য্যা মুক্তি পাবে। উভয়ে মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াও…পরস্পরে পরস্পরের প্রতি একসঙ্গে তীর নিক্ষেপ কর।…মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে দেখবে ঐ সূর্য্যা মুক্তা।… প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, আমার ধর্ম্মের আমার জাতির নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমি আমার কথা রাখব। (শ্লেষে) মৃত্যু ভালো ! মৃত্যু ভালো ! এইবার মর—

অশ্বীদ্বয়॥ প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছ ?

বৃত্রাসুর॥ [উত্তেজিত ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিয়া] হাঁ, প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি !

অশ্বীদ্বয়॥ মর্ব্ব ! আমরা মর্ব্ব ! তবু সূর্য্যা বাঁচুক !

বৃত্রাসুর॥ বোধ হয় এরই নাম প্রণয়। বেশ, প্রণয়েরই পরীক্ষা হোক্ !

। সূর্য্যা ! সূর্য্যা !

দূর হইতে সূর্য্যার উত্তর আসিল "প্রিয়তম ! প্রিয়তম !"

। আমরা প্রস্তুত। আমরা প্রস্তুত। আমাদের চোখ বেঁধে দাও। ভাই হয়ে ভাইকে হত্যা চোখে দেখতে পারব না।

দস্র ॥ ভাই !

নাসত্য ॥ ভাই ! [উভয়ে আলিঙ্গন ।]

অশ্বীদ্বয় ॥ দাও দস্যু, আমাদের চোখ বেঁধে দাও ।…

দস্র ॥ না, আমরা নিজেরাই বেঁধে নিচ্ছি । [পরস্পরে পরস্পরের চোখ বাঁধিলেন ।]

অশ্বীদ্বয় ॥ আমাদের ধর্ম্ম আমরা রাখলুম, [বৃত্রকে] তোমার ধর্ম্ম তুমি রেখো দস্যু !

বৃত্র ॥ রাখব, অবশ্য রাখব !…বেশ হয়েছে,…এখন·· হাঁ,…ঐ বৃক্ষে দেখছি একটি কাক বসে আছে । যে মুহূর্ত্তে ঐ কাক এবার ডেকে উঠবে, পরস্পরে পরস্পরের প্রতি তীর নিক্ষেপ কর ।…যদি না মর, সূর্য্যার মুক্তি নেই । যদি মর, সেই মৃত্যু-মলিন চোখে দেখে যাবে সূর্য্যা মুক্ত ।

দস্র ॥ ঐ কাকের এক রকম রব ! হাঁ, সেই ভালো, একসঙ্গে, এক মুহূর্ত্তে মর্ব্ব…

নাসত্য ॥ কেউ পিছে মর্ব্ব না, একসঙ্গে…একসঙ্গে…সেই ভালো ।

বৃত্র ॥ উত্তম ! আমি দুর্গে চললুম সূর্য্যাকে পাঠিয়ে দিতে !

[বৃত্রাসুর দুর্গাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন]

দস্র ॥ একটি রব ! ঐ কাকের একটি রব !

নাসত্য ॥ ডাকে না কেন কাক ! ভাই ! এ যে যুগযুগান্তব্যাপী মৃত্যু-যন্ত্রণা…সহ্য হয় না, সহ্য হয় না !

দস্র ॥ চুপ ! চুপ !

উভয়ে নীরব হইলেন, এবং কাকের ডাকের জন্য রুদ্ধনিঃশ্বাসে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে বৃত্রাসুরের ইচ্ছানুসারে সূর্য্যা মুক্তা হইয়া আনন্দের উচ্ছ্বাসে ছুটিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আসিয়াই দেখেন অশ্বীদ্বয় আকর্ণ বিস্তৃত তীর লইয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। সূর্য্যা বুঝিলেন—এ বুঝি তাহারই সহিত কোন প্রণয়-খেলা! ছুটিয়া সূর্য্যা তাহাদের মধ্যস্থলে গিয়া দাঁড়াইলেন। বৃত্রাসুর দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইয়া যে মুহূর্ত্তে সূর্য্যাকে রক্ষার্থে উপস্থিত হইবেন, সেই মুহূর্ত্তেই কাক ডাকিয়া উঠিল। অমনি দুইদিক হইতে দুই তীর ছুটিয়া সূর্য্যার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। সূর্য্যা আর্ত্তনাদ করিয়া পড়িয়া যাইতেই বৃত্রাসুর তাহাকে ধরিলেন। আর্ত্তনাদ শুনিয়া, এবং নিজেরা কেহই আহত হইলেন না কেন, না বুঝিতে পারিয়া, অশ্বীরা তৎক্ষণাৎ চোখের আবরণ খুলিয়া ফেলিলেন।

দস্র॥ একি হ'ল! একি হ'ল!

নাসত্য॥ একি করলুম! এ আমরা কি করলুম! [দুইজনে বৃত্রাসুরের নিকট হইতে সূর্য্যাকে গ্রহণ করিলেন।]

বৃত্রাসুর॥ আমি···আমি কিন্তু এর জন্য প্রস্তুত ছিলুম না—বলাসুর! বলাসুর!

একটী পুষ্পপাত্র পুষ্পে সমাচ্ছন্ন করিয়া ছুটিয়া বলাসুরের প্রবেশ, এবং আসিয়াই সূর্য্যার ঐ অবস্থা দেখামাত্র যেন বাণবিদ্ধ হইল। পুষ্পপাত্র পড়িয়া গেল।

দস্র॥ সূর্য্যা! আদরের সূর্য্যা! কথা কও! কথা কও!

নাসত্য॥ চোখ মেল! চোখ মেল! বলাসুর! বলাসুর!

দস্র॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা! যাদের তুমি প্রাণের চাইতে ভালোবেসেছিলে তাদের হাতেই হ'ল তোমার মৃত্যু! এও ছিল কপালে!

নাসত্য॥ কথা কও! কথা কও! চোখ মেল! অক্ষম আমরা,

অযোগ্য আমরা, তোমার মুক্তি-বিধান কর্ত্তে পারিনি, কিন্তু মৃত্যু-বিধান করেছি···কার মায়াবী চক্রান্তে···? অসুরের···অসুরের···সেই অসুরকে যে বধ করি···তারো শক্তি নাই ··[বৃত্রাসুরের প্রতি] বধ কর···বধ কর··· আমাদেরও বধ কর তুমি !

দস্র ॥ নাও প্রাণ···নাও প্রাণ···দয়া করে ঐ সূর্য্যার সঙ্গে মৃত্যুর পরপারে পথ চলতে দাও !

বলাসুর ॥ [সূর্য্যার প্রতি]·· কথা কও ! কথা কও·· আলোর মেয়ে ! আগুনের মেয়ে ! জাগো ! জাগো ! [হৃদয়ভেদী স্বরে] চোখ মেলে চাও ! চোখ মেলে চাও !

দস্র ॥ মরেছে···মরেছে···জীবনের আলো নিভে গেছে ! আজ যদি দধীচি থাকতেন···বাঁচাতেন ..ওকে বাঁচাতেন !

নাসত্য ॥ কোথায় দধীচি ! কোথায় দধীচি ! নিয়তি ! নিয়তি ! সবই নিয়তি !···আজ দধীচি এখানে নাই · মধুবিদ্যা নিষ্ফল হল ! দেবতার কাজে লাগল না ! আমাদের সূর্য্যা···বাঁচল না ! বাঁচল না ! [বিলাপ]

দস্র ও নাসত্য ॥ [বৃত্রের প্রতি] বধ কর ! বধ কর ! আমাদেরও বধ কর !

বলাসুর ॥ আমায়ও···আমায়ও ! [বৃত্রের পায়ে পড়িয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ দাঁড়াও—

[প্রস্থান।

দস্র ॥ সূর্য্যা ! সূর্য্যা !

নাসত্য ॥ নাই ! নাই ! সূর্য্যা নাই !

বলাসুর ॥ [মরিয়া হইয়া] ওকি কিছুতেই বাঁচে না ?···কিছুতেই কি ঐ আলো আবার জ্বলে না ? ঐ ফুল ফোটে না ?···

মুমূর্ষু দধীচিকে ধরিয়া লইয়া আসিলেন বৃত্রাসুর। হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে নতজানু হইলেন।

বৃত্রাসুর ॥ বাঁচাও ! বাঁচাও ! তোমার মধুবিদ্যায় ঐ নিরপরাধ বালিকাকে বাঁচাও !

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ [ছুটিয়া আসিয়া দধীচির পায়ে পড়িলেন] গুরু ! প্রভু ! তুমি ! বাঁচাও ! আমাদের সূর্য্যাকে বাঁচাও !

বলাসুর ॥ আগুনের আলো নিভে গেছে ! আলোর মেয়ে কথা কয় না·· কথা কয় না ! বাঁচাও ! বাঁচাও !

দধীচি ॥ [কাঁপিতে কাঁপিতে সূর্য্যার সম্মুখে গেলেন, এবং তাহার মাথায় হাত রাখিয়া] আলোর মেয়ে ! জাগো মা জাগো ! আকাশে সূর্য্য উঠুক···পাহাড়ের তুষার গলে যাক্—জাগো মা জাগো !

দূরে সূর্য্যোদয় হইল। তাহার অরুণ আভায় পৃথিবী স্বর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইল। পর্ব্বতশিখরের তুষার ঝিকমিক্ করিয়া গলিয়া পড়িতে লাগিল।

সূর্য্যা ॥ [চোখ মেলিয়া চাহিয়া দধীচির প্রতি] প্রভু !

দধীচি ॥ মা !

সূর্য্যা ॥ [অশ্বীদের প্রতি] প্রিয়তম ! প্রিয়তম !

অশ্বীদ্বয় ॥ প্রিয়া !

বলাসুর ॥ [পাত্র হইতে পুষ্পগুচ্ছ তুলিয়া লইয়া]···আমাকে নয়, আমাকে নয়,...আমি কালো...বড়ই কালো ··কিন্তু আমার এই ফুল··· এও কি তোর ভালো লাগে না—[নতজানু হইয়া সেই পুষ্পগুচ্ছ সূর্য্যাকে নিবেদন করিল।]

সূর্য্যা ॥—না।

বৃত্রাসুর ॥ [সূর্য্যাকে লক্ষ্য করিয়া] উপযুক্ত উত্তর। [বলাসুরকে লক্ষ্য করিয়া] উপযুক্ত শিক্ষা। শিক্ষা শুধু তোর নয়, শিক্ষা হোক্ সকলের, যারা কালো...কালো চামড়ার তলে রক্ত লজ্জায় ঘৃণায় আরো লাল হয়ে উঠুক···টগবগ করে ফুটে উঠুক।...মুক্ত তুমি ঋষি। মুক্ত তোমার শিষ্যদ্বয়। আর মুক্ত ঐ আলোর মেয়ে। এ আমার মহানুভবতা নয়।···কালোর হাতে ফুল উঠেছিল বলে যারা সেই ফুলকেও ঘৃণা করে, তাদের সংস্পর্শে দুষিত বাতাস আমি সইতে পাচ্ছিনে বলেই...তোমরা আজ মুক্ত!

দ্বিতীয় অঙ্ক

দৃশ্য ঃ—

দধীচি ঋষির তপোবন। দূরে সরস্বতী নদী প্রবাহিতা, তদুপরি সেতু। একটি মাত্র কুটীর ··তরুলতার ছায়াতলে ঢাকা। কুটীর সম্মুখে যজ্ঞবেদী।

* * *

দধীচি ও রৈভী। রৈভী দধীচিকে প্রণাম করিয়া উঠিল।

দধীচি ॥ শচী কোথায় ?

রৈভী ॥ যজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ করছে।···সূর্য্যার উদ্ধার হয়েছে প্রভু ?

দধীচি ॥ শুধু উদ্ধার হয়নি, অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের সঙ্গে তার বিবাহ হয়েছে। সূর্য্যদেব স্বয়ং তাকে সম্প্রদান করেছেন।···ঐ তারা এখানে আসছে—

রৈভী অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল। উষা, তাহার পর সূর্য্যাকে মধ্যে লইয়া দুইপার্শ্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয়, তাহার পর সপ্তবর্ণের সূর্য্যরশ্মি দেবীগণ, তাহার পর অগ্নিদেব, তাহার পর ইন্দ্রদেব, বরুণদেব, বায়ুদেব প্রভৃতি দেবগণের প্রবেশ। উষার নেতৃত্বে দেবীগণ বর-বধূকে নৃত্য-গীতে বরণ করিলেন।

—বরণ-গান—

আজি গগনে শুভ লগনে, বাজে সঘনে শঙ্খ সুখছন্দে।
যুগল মধুকর কমল মুখ'পর মগন-মিলনে মন আনন্দে

নিখিল জনচিত মিলন পিপাসিত
উলসী ফুলকুল।
কাননে কুস্থমিতে
সোহাগে শশীতারা, দোঁহার মাঝে হারা
আকুল মলয় মৃদু মৃগমদ গন্ধে।

বরণের পর সূর্য্যাকে লইয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয় দধীচির পাদবন্দনা করিলেন।

দধীচি॥ [আশীর্ব্বাদ করিয়া]...জয়োস্তু!···জয় চাই—জয় চাই··· চাই শুধু জয়।·· দস্যুর হাত থেকে ঐ সূর্য্যাকে যেমন করে আজ উদ্ধার করে নিয়ে এলে, জীবন তুচ্ছ করে মৃত্যুপণ রেখে, তেমনি···তেমনি করে উদ্ধার কর দস্যু-অধিকৃত তোমার আমার সকল দেবতার এই দেবভূমি! যেদিন তোমরা প্রথম আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলে, সেদিনো তোমাদের যে আশীর্ব্বাদ করেছিলুম, আজো সেই আশীর্ব্বাদ করি, যতদিন না দেবভূমি পুনরায় দেবতার হবে, ততদিন শুধু ঐ এক কামনা, এক আশীর্ব্বাদই কর্ব্ব "জয়োস্তু!" জয়লাভ কর! [সূর্য্যার প্রতি] আর তুমি মা "গৃহে গিয়ে গৃহের কর্ত্রী হও···তোমার গৃহের সকলের উপর প্রভু হয়ে প্রভুত্ব কর" আর আমার আশীর্ব্বাদ···"বীর প্রসবিনী হও"! আজ দেশের এই দুর্দ্দিনে মা চাই—যে মা সন্তানকে শুধু আদর দিয়ে স্নেহ-কাতর করে না···—ভালো-বেসে শুধু ভালোবাসা শেখায় না, চাই সেই মা···যে মা দেশের অপমানকে নিজের অপমান মনে করে,···এবং সেই অপমানের গ্লানি দূর কর্‌বার ভার তার সন্তানের হাতে দেয়···—চাই সেই মা, যে মা সন্তানকে বলে "এই যে দেশ,···এ তোমার মাতারও মাতা...পিতারও পিতা···—দেবতারও দেবতা!···সেই পরম দেবতার পূজো কর ··সেই পরম দেবতার জন্য প্রাণ

দিতে হয়—প্রাণবলি দাও··· বংশের মুখোজ্জ্বল হবে, জীবন সফল হবে ... মৃত্যু সার্থক হবে!"— এই শিক্ষা···এই শিক্ষা···এই শিক্ষা··· !···অসুর তোমাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়্‌বে, কারাবন্ধন খসে যাবে—···মুক্ত দেবতার জয়ধ্বনিতে সুরলোক আবার স্বর্গ হবে!···এই আশীর্ব্বাদ! আমার এই আশীর্ব্বাদ!···]

অন্যান্য দেবগণ ॥ আমাদেরও ঐ আশীর্ব্বাদ···ঐ আশীর্ব্বাদ!

ঊষা ॥ [সূর্য্যার প্রতি]—ওগো রাজ্ঞী! "শ্বশুরকে বশ ক'রো, শ্বশ্রূকে বশ ক'রো···রাজ্ঞী আছ,—ননদ আর দেবরদের ওপর সম্রাজ্ঞী হ'য়ো!"—

দধীচি ॥···"বধূ অতি সুলক্ষণযুক্তা,···সকলে এসো···দেখ···একে সৌভাগ্যের আশীর্ব্বাদ করে—নিজ নিজ গৃহে প্রতিগমন কর"—

এমন সময় দেবদূতী সরমা ছুটিয়া প্রবেশ করিল।

সরমা ॥ সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ! আমাদের মহা সর্ব্বনাশ!

ইন্দ্র ॥ [ব্যাকুলচিত্তে] কি সর্ব্বনাশ সরমা?

সরমা ॥ বলাসুর অগণিত পণিদস্যুদের সঙ্গে নিয়ে সূর্য্যদেবের দেওয়া যৌতুক অশ্বীদেবদের সমস্ত গোধন হরণ করে নিচ্ছে। গোরক্ষকগণ প্রায় সকলেই হয় বন্দী, না হয় মৃত!

ইন্দ্রদেব ॥ তবে যুদ্ধ! যুদ্ধ! আবার যুদ্ধ!

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ [সূর্য্যাকে] আসি প্রিয়ে!

ইন্দ্র ॥ [দধীচির প্রতি] গুরু! দেবীদের রক্ষার ভার তোমার—

দধীচি ॥ নিঃশঙ্কচিত্তে যুদ্ধে অগ্রসর হও! রক্ষা কর দেশের মান—

দেবগণ ॥ আমরা কর্ব্ব রক্ষা দেশের মান।

দধীচি ॥ দেবীরাও রক্ষা করবে তাদের মান। দেশের আজ সেদিন নয়, যে দেবীরা অবলা। রমণী নয়, কামিনী নয়, তাঁরা আজ জননী, নির্য্যাতিত শৃঙ্খলিত সন্তানের জয়ার্থিনী শক্তিময়ী জননী! [অগ্রসর হইয়া]...নিঃশঙ্কচিত্তে অগ্রসর হও দেবগণ, ঐ পথ...আজ আমার এই আশ্রমের ঐ বন্ধুর পথে তোমাদের জয়যাত্রা সুরু হোক্—

পথ দেখাইলেন ; দেবগণ তাঁহার অনুবর্ত্তী হইলেন।

উষা ॥ [সূর্য্যা প্রভৃতি দেবীগণকে] ভয় নেই সূর্য্যা! ওরা যাক্। চল আমরা ঐ দূরে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখি।

রৈভী ॥ কিন্তু শচী?

দধীচির পুনঃ প্রবেশ

দধীচি ॥ তার জন্যও ভয় নেই। সে আমার শিষ্যা। যেখানেই সে থাকুক, তার জন্য আমার আশঙ্কা নেই। চল দেবীগণ, আমি তোমাদের নিজ নিজ আশ্রমে রেখে আসি, তোমাদের শিশু সন্তানরা হয়ত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে! রৈভী, আমার শরাসন—

রৈভী ॥ [রৈভী শরাসন আনিয়া দিল।] নিন প্রভু!

দধীচি ॥ এস—

[দেবীগণকে লইয়া দধীচির প্রস্থান।

ক্ষণকাল পর অন্য দিক হইতে পৌলমীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। পৌলমী অরণ্য হইতে যজ্ঞকাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া বেদগান গাহিতে গাহিতে আসিতেছিলেন। পৌলমীর সেই গান ঋগ্বেদের ১ম অষ্টক ১ম মণ্ডল ১ম অধ্যায় ১ম সূক্ত।

"অগ্নিমীড়ে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজং ।
হোতারং রত্নধাতমং ॥ ১ ॥
অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভি রীড্যো নৃত নৈরূত ।
স দেবাঁ এহ বক্ষতি ॥ ২ ॥
অগ্নিনা রবিমশ্নবৎ পোষমেব দিবে দিবে
যশসং বীরবত্তমম ॥ ৩ ॥

কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল···
এদিকে বৃত্রাসুর অতি সন্তর্পণে সেই সেতুপথে নদী পার হইয়া পৌলমীর পশ্চাদ্দিকে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন ;—তখনি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—"এই তোমার সেই আগুন ?"—

বৃত্রাসুর ॥ এই তোমার সেই আগুন ?—

শচী ॥ [বৃত্রাসুরকে দেখিয়াই পরম কৌতুকে হাস্য করিয়া উঠিলেন। চোখে-মুখে কৌতুকের ছটা, সগর্ব্বে এবং সগৌরবে কহিলেন] আজ আবার বুঝি ছল করে শুধু ঐ আগুন দেখতেই এসেছ ?

বৃত্রাসুর ॥...এই আগুনে তোমাদের যজ্ঞ হয় ?

১। অগ্নি যজ্ঞের পুরোহিত এবং দীপ্তিমান্ ; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্ এবং প্রভূত রত্নধারী ; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

২। অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছিলেন, নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন ; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নি দ্বারা ধনলাভ করেন, সে ধন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তদ্দারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

রমেশ দত্তের অনুবাদ

শচী ॥···হাঁ—

বৃত্রাস্থর ॥···তোমার হাতের ঐ আগুনে তোমার মুখখানি লাল হয়ে উঠেছে, ভারী স্থন্দর দেখাচ্ছে তোমায়।···কিন্তু তুমি তো তা দেখ্‌তে পাচ্ছ না!···

শচী ॥···ভারী স্থন্দর দেখাচ্ছে?···সত্যি?···

বৃত্রাস্থর ॥ তবে কি আমি মিথ্যা বল্‌ছি?·· তোমায় দেখ্‌ছি—আর আমার মনে হচ্ছে · —ঐ যে সূর্য্য···তুমি তার চাইতেও স্থন্দর···সেই যে চাঁদ···চাই না তার আলো . যদি তুমি—যদি তুমি···আমার ঘরে ঐ আগুনের মতো চিরকাল জ্বলো!—

শচী ॥ আমি···আমি যে কালো,—

বৃত্রাস্থর ॥ [সাহ্লাদে চীৎকার করিয়া উঠিলেন]—কালো! কালো!·· ঐ কথাটি-ই যে আজ আমি তোমার মুখ থেকে শুন্‌তে চাই! কালো!—তুমি কালো! আমরাও কালো।—সেই আমাদের গর্ব্ব,··· সেই আমাদের গৌরব।···তুষারের মতো দেবতার রং,—পাহাড়ের মতো আমাদের রং। লজ্জার কি আছে?··ওরা গরুর দুধ খেয়ে মানুষ,— আমরা নদীর জল খেয়ে মানুষ। ওরা দুধের রং পেয়েছে, আমরা জলের রং পেয়েছি,···হলোই বা তুষারের দেবতা, আমাদেরও গর্ব্ব আমরা মাটির মানুষ···আর তুমি···তুমি···আমাদের সেই মাটির বুকে নীলমাণিক! তুমি আমাদের পিপাসার জল···কালো জল···শীতল জল!···তোমাকে দেখে আমাদের সকল জ্বালা জুড়িয়ে যায়, তোমাকে পেলে আমাদের বুক ভরে ওঠে···[বলিতে বলিতে শচীকে বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করিতে গেলেন—]

শচী ॥ [সভয়ে তৎক্ষণাৎ সরিয়া যাইয়া]···না—না—না—

বৃত্রাসুর ॥ দয়া কর! দয়া কর!—

শচী ॥···তুমি অসুর—

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ, আমি অসুর।···কিন্তু···তুমি?—

শচী ॥—আমি!

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ,······তুমি পৌলমী!

শচী ॥ আমি···আমি আর পৌলমী নই! আমি শচী—

বৃত্রাসুর ॥ না···না···না···সেদিনো যে পৌলমী ছিলে, আজো সেই পৌলমী তুমি!

শচী ॥ আমি শচী! আমি শচী! [বৃত্র হাসিয়া উঠিলেন] হাসির কথা নয়। হলুম-ই বা দধীচি ঋষির কুড়িয়ে-পাওয়া মেয়ে,···তবু আমি দেবতা! [বিরক্তি সহকারে]···তুমি চলে যাও। তোমার কথা আমি বাবাকে বলেছিলুম। তিনি বলেছেন—তুমি যখন কালো, তখন তুমি দেবতা নও,—তুমি অসুর—

বৃত্রাসুর ॥···আমি কালো;—আর তুমি?—

শচী ॥ নাই বা হ'ল দুধের মতো আমার রং···তবু তবু আমি দেবতা।...কুড়িয়ে পেয়ে আমায় যিনি পালন করেছেন, তিনি দেবতারও দেবতা···আজ আমি তাঁর-ই মেয়ে!—

বৃত্রাসুর ॥ বটে!—ঋষি দধীচিই তবে হলো তোমার পিতা! বেশ! বেশ!···চমৎকার!—তা কোথায় তিনি?

শচী ॥ সূর্য্যার খোঁজে কোথায় গেছেন। এখনি আস্‌বেন। তুমি যাও···তোমরা আমাদের সর্ব্বনাশ করেছ।

বৃত্রাসুর ॥···হাঁ, যাব।···জানি তিনি এখনি আস্‌বেন। আমি সেই

ফাঁকে তোমার এখানে লুকিয়ে চলে এসেছি···শুধু তোমায় বল্‌তে—তুমি কে···

শচী ॥ আমি···আমি···এখনো জানো না ?

বৃত্রাসুর ॥ তুমি পৌলমী।···না ?

শচী ॥ [রাগিয়া]...ঠাট্টা ?—ওর চাইতেও আমার ভালো নাম আছে···যজ্ঞের কাজ করি বলে আমার নাম "শচী।"

বৃত্রাসুর ॥ [শ্লেষে] দেবী,···না ?—

শচী ॥ [সগর্ব্বে]—একশবার—

বৃত্রাসুর ॥ সত্যি ?—

শচী ॥ তোমার সঙ্গে আমি আর কথা কইবো না।

বৃত্রাসুর ॥ কথা না বল্‌লে। · কিন্তু···ঐ যে নদীর জল সে তো কথা বলে না, তবু আমি দেখি শুধু তার জগৎজুড়ানো রং···আমি দেখি সে কি কালো!—

শচী ॥ কালো নয়, নীল—

বৃত্রাসুর ॥ কখনো কালো, কখনো নীল!···কালো তোমার চোখ··· নীল তোমার আলো।...জানো না···দুধের মতো যাদের রং · তারা দেবতা।···আর ঐ জলের মতো যাদের রং—তারা অসুর।—

শচী ॥ [অবিশ্বাসের স্বরে]—সকলেই বুঝি!—

বৃত্রাসুর ॥ দেবতাদের মধ্যে আর কার রং ঠিক্ তোমার মতো ?··· বল·· বল···

শচী ॥ তাই তো!—তবে কি···তবে কি আমি—

বৃত্রাসুর ॥ তুমি দেবতার বন্দিনী,—অসুরের নন্দিনী!—

শচী ॥ অসুরকুলেই যদি আমার জন্ম···আমি এখানে কেমন করে এলুম ?

বৃত্রাসুর ॥ ওরা কুড়িয়ে পায়নি···কুড়িয়ে পায়নি তোমায় !—ওরা তোমায় চুরি করে এনেছে, লুট করে এনেছে !

শচী ॥ [শ্লেষে] তাই যদি হবে···তখন···তোমরা কোথায় ছিলে ?

বৃত্রাসুর ॥ [শিহরিয়া উঠিলেন, বিচলিত ভাবেই কহিলেন]—তখন—তখন—

শচী ॥ বুঝেছি—তবে তোমার সবই মিথ্যা।···তুমি যাও···চলে যাও ..

বৃত্রাসুর ॥ না···না···না···!···মিথ্যা নয় !—সত্যি বল্‌ছি···ঐ দধীচি ঋষি ··ঐ দধীচি ঋষি···তারি জন্য তোমাকেও হারিয়েছি, তোমার পিতাকেও হারিয়েছি !—শোন রাজকন্যা ! তোমার পিতা আমাদের রাজাধিরাজ পুলোমন···তাঁরই কন্যা তুমি "পৌলমী" !"

শচী ॥ বেঁচে নেই ? বেঁচে নেই তিনি ?

বৃত্রাসুর ॥ নেই···নেই···নেই···বেঁচে নেই !

শচী ॥ কে তাঁকে বধ কর্‌ল ?—কেন তাঁকে বধ করল ?

বৃত্রাসুর ॥ [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] কেন তাঁকে বধ করল ?

শচী ॥ তবে কি ··তবে কি···ঐ দধীচি ঋষিই তাঁকে···

বৃত্রাসুর ॥ [শিহরিয়া উঠিলেন ; হঠাৎ যেন অন্য কথা পাড়িবার ছলে]···ঐ কার পদশব্দ···কে আস্‌চে !···তুমি এসো···চলে এসো তোমার

রাজ্যে—। তোমার পিতার সিংহাসন তোমার মুখ চেয়ে আছে, আমরা সকলে তোমার মুখ চেয়ে বসে আছি ··তোমার জন্যে মুকুট তৈরী ক'রে রেখেছি!—কত রংএর ··কত রূপের শত শত গহনা তৈরী করেছি!··· মহুয়ার মধু রেখেছি!···দুধ চাও···তাও আছে, দেবতাদের গরু লুট করে রেখেছি!···তুমি এসো! তুমি এসো!···

শচী। [একটু অগ্রসর হইলেন, বোধ করি বৃত্রাসুরের কথাতে মন ভিজিয়াছিল—]

বৃত্রাসুর॥···এসো···এসো ··আমার হাত ধর···

শচী॥···কিন্তু···[কুটীরের দিকে ফিরিয়া চাহিলেন]

বৃত্রাসুর॥ ওরা তোমার শত্রু;···আমরা অসুর,···অসুরের কন্যা তুমি, ···ওরা তোমাকে লুট করে এনে দাসী করে রেখেছে!···তুমি ওদের বন্দিনী!···হয়তো ওরা তোমাকে খুবই ভালোবাসা দেখায়, কিন্তু ·· রক্তের টান কোথায়?···কোথায় সেই আকর্ষণ—যার জন্য আজ শুধু আমি নই,—সমগ্র অসুরকুল তোমাকে এই কারাগার হ'তে উদ্ধার করে তোমার পিতার সিংহাসনে বসাবার জন্য জীবন-পণ করেছি ··মরণ-পণ করেছি···করেছি কিনা দেখ্‌বে?···আমার হাত ধরে চলে এসো···ঐ কে আসে···আসুক···মর্ত্তে হয় মর্ব্ব···তোমার জন্যেই মর্ব্ব···আমার রাজ-কন্যার জন্য মর্ব্ব···এসো! এসো দেবতার বন্দিনী···অসুরের নন্দিনী! এসো!—

শচী॥ [বিহ্বলার মত তাঁহার হাত বাড়াইয়া দিলেন, বৃত্রাসুর তাঁহার হাত ধরিয়া সেতুপথের দিকে অগ্রসর হইলেন।]

নেপথ্য হইতে দধীচি॥ শচী? শচী?

দধীচির প্রবেশ। তিনি অন্য কোন দিকে না তাকাইয়া সোজা কুটীরে গেলেন এবং পুনরায় বাহিরে আসিয়া হৃদয়-ভেদী স্বরে ডাকিলেন।

দধীচি॥ শচী? শচী?

বৃত্রাসুর॥ [সেতুপথ হইতে] এই যে পৌলমী! অসুরেরই নন্দিনী, দেবতার বন্দিনী নয়!

দধীচি॥ [বৃত্রের পার্শ্বে শচীকে দেখিয়া] শচী, এ কি?

বৃত্রাসুর॥ হাঁ, শেষ দেখা দেখে নাও ঋষি!—অসুর-রাজকন্যা অসুরের রাজসিংহাসন আলো কর্‌বার জন্য আমার সঙ্গে শুভযাত্রা কর্‌ছেন! …হাঃ হাঃ হাঃ…

দধীচি॥ দুর্ব্বৃত্ত দস্যু!…[মুখে আঁর কথা জুটিল না—শচীকে] মা! এর অর্থ? আমাদের ঐ পরম শত্রুর সঙ্গে!……

শচী॥ কে শত্রু?—আমি অসুরকন্যা।—[শ্লেষে] দুধের মতো তো আমার রং নয়!…দধীচি তো আমার পিতা নয়!—[সগর্ব্বে]—আমার পিতা রাজাধিরাজ পুলোমন!——ঋষি! প্রণাম!

[প্রণাম করিয়া উঠিলেন।

…আমি আমার রাজ্যে চল্‌লুম…বিদায়!…

দধীচি॥ ওরে!··ওরে আমার পাগ্‌লি মেয়ে!…তোকে লালন করেছি আমি! পালন করেছি আমি!…ঐ দস্যু তোকে আমার বুক হতে ছিনিয়ে নিতে এসেছে…আয়! আয়!…আমার বুকে আয়!—

ছুটিয়া শচীকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেই বৃত্র মাঝখানে আসিয়া ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া রাখিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ [অট্টহাস্যে]—হাঃ হাঃ হাঃ—

দধীচি ॥ চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ—ওরে মা! চেয়ে দেখ—তোকে চেয়ে পায়নি বলে ঐ দস্যু আমার হাতে লৌহ কীলক বিদ্ধ করেছে···রক্তে আমার সর্ব্বাঙ্গ ভেসে গেছে,···মাটি ভিজে গেছে,—তবু—তবু-ও—[দুঃখে ক্ষোভে স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল]

বৃত্রাসুর ॥···চলে এসো পৌলমী!···আমাদের অসুরসৈন্য দেবতাদের গোধন জয় করেছে—··দেবতাদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ বেধেছে, সে যুদ্ধেও তোমারই অসুরসৈন্য জয়লাভ করেছে···ঐ শোন তাদের জয়ধ্বনি!···তারা তোমার হাতে আজ পুরস্কার পেয়ে ধন্য হবে···চল···চল রাজকন্যা!—

দধীচি ॥···যাবি? যাবি মা? সত্য-ই কি যাবি?—

শচী ॥···আমি যাব। ··কেন যাব না? কেন তোমরা আমায় হরণ করে এনে এখানে বন্দিনী করে রেখেছ?···কেন?···কেন?—

বৃত্রাসুর ॥···হাঃ হাঃ হাঃ—শুন্‌লে ঋষিরাজ!···[শচীর হস্তধারণ করিয়া]···চলে এসো রাজকন্যা!—

শচী বৃত্রের অনুবর্ত্তিনী হইলেন। যাইতে যাইতে দধীচি ঋষিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন।

দধীচি ॥···ওরে, তুই, আমায় ছেড়ে কার সঙ্গে যাস্‌?—

শচী ॥···হাঁ, যাই।···তার সঙ্গে যাই, যে আমায় আমার পিতার সিংহাসন দেবে।···ছেড়ে যাই তাকে···যে আমার পিতাকে হত্যা করেছে—

বৃত্রাসুর ॥ [দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া]···না—না—না!—

দধীচি ॥···আমি! আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি?—

বৃত্রাসুর॥ [নীরব রহিলেন]

শচী॥ [বৃত্রকে]···বল—বল···

দধীচি॥···বলব ? বলব ?···বলব বৃত্রাসুর ?

বৃত্রাসুর॥ [উন্মত্তের মত]—না···না···ব'লো না।···যদি বল··যদি বল··তবে আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌ছি, আমি তার প্রতিশোধ নেব···এমন প্রতিশোধ নেব···[তৎক্ষণাৎ দধীচির পায়ে পড়িয়া]—না···না··ব'লো না···দয়া কর···দয়া কর···

শচী॥ [চীৎকার করিয়া] বল···বল···—

দধীচি॥—···আমি বলব ! আমি বলব !—

বৃত্রাসুর॥ [লম্ফ দিয়া উঠিয়া প্রদীপ্ত রোষে] তবে আমি তোমায় হত্যা কর্ব্ব—

শচী॥ [বৃত্রকে] তবে আমি তোমায় কিছুতেই ক্ষমা কর্ব্ব না !··· বল···বল ঋষিরাজ···বল—

দধীচি॥ —কোন দেবতা তোমার পিতাকে হত্যা করে নি—

শচী॥ [বৃত্রকে] তবে তবে কি তুমি ? সত্য বল—বল ?

বৃত্রাসুর॥ [দারুণ অন্তর্বিপ্লব। সত্য বলিবেন কি মিথ্যা বলিবেন কিছুতেই ঠিক্ করিতে পারিতেছিলেন না। শেষে সত্য বলাই ঠিক করিলেন। তাঁহার বুক ভাঙিয়া গেল। সত্য বলিলেন বটে কিন্তু এই এক সত্য তাহার হৃদয়কে চুরমার করিয়া দিল। অতি করুণ ভাবে বলিলেন···] হাঁ—! আমি ! আমি !

কিন্তু সেখানে আর দাঁড়াইতে পারিলেন না। চলিয়া গেলেন।

শচী ॥ [দধীচির পদতলে পড়িয়া]—বাবা ! আমায় ক্ষমা করুন …ক্ষমা করুন বাবা ! [পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন ।]

দধীচি ॥ …ওঠ মা !…আমি বুঝেছি দুর্ব্বৃত্ত তোমাকে…মিথ্যা মায়ায় প্রলুব্ধ করেছিল ! [তাহাকে তুলিয়া শিরশ্চুম্বন করিয়া কহিতে লাগিলেন] …তুমি অসুরনন্দিনী, কিন্তু, যখন আমি তোমায় পালন করেছি,……তুমি দেবতারও দেবী ! তোমায় যে শিক্ষা দিয়েছি,—স্বয়ং সরস্বতী তা হিংসা করেন ।…তোমার যোগ্য বর একমাত্র দেবরাজ ।…আজ আমি তাঁর-ই হাতে তোমায় সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত হব ।

শচী ॥ আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই ··

দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ॥ আমাদের এই পরাজয়ের, এই উপর্য্যুপরি পরাজয়ের প্রতিশোধ চাই !—

শচী ॥ …দেবরাজ ! আপনিও শুনুন…আমি…আপনাদের আশ্রিতা । আমি আমার পিতৃহত্যার প্রতিশোধ চাই !—

ইন্দ্র ॥ —কে তোমার পিতৃহন্তা ?—

শচী ॥ …বৃত্রাসুর !—

দধীচি ॥ অসুররাজ পুলোমনের এই সেই কন্যা । দেবাসুর মিলনপ্রার্থী সেই অসুররাজ…দেবরাজের হাতেই ওকে সম্প্রদান কর্ব্বে এই ছিল তার অন্তরের পরম কামনা । দেববিদ্বেষী বৃত্রাসুর শুদ্ধ এই কারণে পুলোমনের শির নিয়েছে, কিন্তু আমি তখনি আমার আশ্রমে তার কন্যাকে নিয়ে এসে বৃত্রাসুরের মনস্কামনা ব্যর্থ করেছি । তারপর হতে আমি নিজে ওকে

আমার মানসকন্যার মত শিক্ষা দিয়েছি, দীক্ষা দিয়েছি, প্রতিপালন করেছি। দেবরাজ! ওর পিতার কামনা ছিল শচী ইন্দ্রাণী হয়। গ্রহণ কর দেবরাজ! আমি আমার শ্রেষ্ঠ শিষ্যাকে তোমার প্রতিশোধ গ্রহণ-স্পৃহাকে চিরজাগ্রত রাখবার ভার দিয়ে আজ এই জাতীয় জীবনের সঙ্কট মুহূর্ত্তে তোমার করে সম্প্রদান কর্চ্ছি! আমার অন্তরের অন্তরতম আশীর্ব্বাদে আমার শচীই হবে তোমার জয় শ্রী!

ইন্দ্র॥ তথাস্তু!

দধীচি দুই কর যুক্ত করিয়া দিলেন। উষা প্রভৃতি দেবীগণ ছুটিয়া আসিয়া উলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিলেন। এমন সময় ধীরে ধীরে বৃত্রাসুরের প্রবেশ। বৃত্রাসুর যেন এই এক রাত্রিতেই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন।

বৃত্রাসুর॥ [ধীরে, অতি ধীরে]···এ যে বিবাহ বাসর!···বর কে? ···এ কি! স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্র?···আর বধূ? [মুখ দেখিয়াই ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] এ কি!···এ আমি কি দেখলাম! [বাণাহতের মতো দুই হাতে বুক চাপিয়া ধরিলেন।]

ইন্দ্র॥ পেয়েছি···এইবার তোমায় পেয়েছি অসুর!

বৃত্রাসুর॥ [রুদ্ধ আক্রোশ মুক্ত হইল] আমিও তোমায় পেয়েছি ইন্দ্র!

পরস্পরকে পরস্পরের আক্রমণ। ইন্দ্রের অসি ভঙ্গ হইয়া পড়িয়া গেল। বৃত্র তাহার অসি ইন্দ্রের বক্ষে বিদ্ধ করিতে যাইবেন—এমন সময় শচী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল "ও—হো—হো!" বৃত্রাসুর চমকিত হইলেন। অসি সরাইয়া লইলেন।

কাঁদে! কাঁদে! অসুরের মেয়ে দেবতার জন্য কাঁদে! [শচীকে] কেন কাঁদ? কেন কাঁদ?

শচী ॥ আমার স্বামী! আমার স্বামী!

বৃত্রাসুর ॥ আর অসুর?…কেউ নয়…কেউ নয়…অসুর তোমার কেউ নয়! কিন্তু তুমি?—অসুরের সর্ব্বস্ব! অসুরের মণি! অসুরের মাণিক!··বাঁচুক…তোমার স্বামী বাঁচুক। [ইঙ্গিত]

অসুরসৈন্যগণ প্রবেশ করিল।

বন্দী কর—

ইন্দ্র ॥ একদিন না একদিন নেবই এর প্রতিশোধ!

বৃত্রাসুর ॥ প্রতিশোধ! হাঃ হাঃ হাঃ [করুণ স্বরে] প্রতিশোধ নিয়ে কি কর্ব্বে…আজ তুমি যা নিয়েছ, যা নিলে…যাকে পেলে…তার চাইতে কি বেশী নেবে? কি বেশী আছে? অসুরের কুলপ্রদীপ কেড়ে নিলে! চোখের আলো আঁধার হল…বুকের আলো নিভে গেল! ও—হো—হো!

ইন্দ্র ॥ আর তুমি? তুমি যে আমাদের দেবভূমি কেড়ে নিয়েছ! যজ্ঞের অগ্নি নিভিয়ে দিয়েছ! দেবতার রক্তে দেবভূমি ভাসিয়ে দিয়েছ!

বৃত্রাসুর ॥ অধিকার দাও! দেবভূমিতে অসুরকে দেবতার সমান অধিকার দাও··দেবে?…দেবে?

ইন্দ্র ॥ সমান অধিকার? অসুরকে দেবতার সমান অধিকার? তাড়িয়ে দেবে··তাড়িয়ে দেবে··দেবগণ দেবভূমি হতে অসুরকে একদিন পদাঘাতে তাড়িয়ে দেবেই দেবে—জেনো…মনে রেখো…দেখো—

বৃত্রাসুর ॥ কিন্তু দেখ···সে দেবগণও যে আজ আমার বন্দী ! [ইঙ্গিত]

অসুরসৈন্যগণ দেবগণকে বন্দী অবস্থায় আনয়ন করিল।

দেখ··· চেয়ে দেখ···

ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবগণ ॥ প্রতিশোধ ! প্রতিশোধ ! এরও প্রতিশোধ তুমি একদিন না একদিন পাবেই পাবে।

বৃত্রাসুর ॥ [রুখিয়া উঠিলেন] প্রতিশোধ ? উত্তম ! প্রতিশোধ··· প্রতিশোধ নেব আজ আমি ! কিন্তু কার ওপর ?·· বল···বল···কে বলবে বল···কার ওপর আজ আমি প্রতিশোধ নেব ! কে আমার বুকে সব চাইতে শেলাঘাত করেছে ?

দধীচি ॥ আমি জানি। আমার ওপরই আজ তোমার ক্রোধ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কিন্তু সে তোমার অন্যায় ক্রোধ। পিতৃহন্তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ হয় না···আমি তা হতে না দিয়ে উচিত কার্য্যই করেছি। তাতে আমি ক্ষুব্ধ নই। নাও কি প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর নাও—, যে শাস্তি তোমার অভিপ্রেত···আঘাত···হত্যা যা তোমার অভিলাষ··· দাও, আমায় দাও···পুঞ্জীকৃত হোক্ তোমার অন্যায়, অত্যাচার, অনিয়ম। ক্ষেপে উঠুক দেবতা-মণ্ডল। যে দেবতা এখনো ঘুমিয়ে আছে, জেগে উঠবে সে। যে দেবতা এখনো সন্দেহে দোদুল্যমান, সকল সন্দেহ দূরে ঝেড়ে ফেলে দেবে সে ! সকলে চোখ মেলে চেয়ে দেখবে, মনে প্রাণে অনুভব করবে অত্যাচারীর অত্যাচার। সার্থক হবে তোমার শাস্তি, ধন্য হবে আমার ক্লেশ।

দেবগণ ॥ [সমস্বরে] ঐ ঋষির প্রতি অত্যাচার আমরা কেউ সহ্য কর্ব্ব না।

বৃত্রাসুর॥ বটে! [যেন মুহূর্ত্তের জন্য স্তম্ভিত হইলেন।] উত্তম! [কি ভাবিতে লাগিলেন।] নির্য্যাতনের নূতন অর্থ শুনলুম আজ তোমার কাছে ঋষি! নির্য্যাতনে তবে বিপক্ষের ঘুম ভাঙে, ঘুমন্ত শক্তি জেগে ওঠে, সত্যই কি তাই? উত্তম, মুক্ত তুমি ঋষি···[কি ভাবিতে লাগিলেন, সহসা] হাঁ, মুক্ত তুমি—

ইন্দ্র॥ তোমার এই সুবুদ্ধির জন্য তোমাকে অভিনন্দিত কর্চ্ছি অসুর!

বৃত্রাসুর॥...[যেন ঘুম হইতে সহসা জাগিয়া উঠিলেন]·· কে? কে আমায় ব্যঙ্গ কর্ল?···ইন্দ্র?···তুমি?···কিন্তু···তোমাদের জন্য তো আমি মুক্তির আদেশ দেই নি!···মৃত্যুবরণের জন্য প্রস্তুত হও দেবগণ!···অসুর সেনানী, উত্তোলন কর তোমাদের অসি···অবিলম্বে শিরশ্ছেদ কর প্রতি দেবতার!

শচী॥ [ইন্দ্রের বুকে লুটাইয়া পড়িয়া] ওগো দেবতা! আমার জন্য···আমার জন্য···আমার জন্য আজ তোমাদের সকলের এই দশা! [স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইল]

বৃত্রাসুর॥ [ব্যঙ্গে] চমৎকার! কিন্তু পৌলমী! সকল দেবতার দুর্দ্দশার জন্য ঐ মিথ্যা বিলাপ না ক'রে, মধুযামিনী যাপনের জন্য ঐ এক ইন্দ্রের মুক্তি লাভের জন্য যদি তোমার ঐ কাতরতা সত্য হয়, তাই মুখ ফুটে বল না! না হয় ইন্দ্রদেবকে তোমার সঙ্গে বাসরঘরেই দিচ্ছি পাঠিয়ে—

শচী॥ রসনা সংযত কর অসুর!

বৃত্রাসুর॥ বটে! আমি যদি বলি আমি শুধু এক দেবতাকে আজ

মুক্তি দেব, এবং সে দেবতা হবেন তিনি তুমি যার মুক্তি চাইবে, কার নাম নির্গত হবে তোমার মুখ হতে পৌলমী ?

শচী ॥ উত্তর সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন।

বৃত্রাসুর ॥ নিষ্প্রয়োজন হবে না। শোন পৌলমী, আমি বৃত্রাসুর, প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি···

দধীচি ॥ সূর্য্যাস্ত সমাগত। সন্ধ্যা কর্ব্বার জন্য আমাকে স্নান কর্ত্তে হবে, তোমাদের বাকযুদ্ধের জন্য আমি আর অপেক্ষা কর্ত্তে পারি না, আমি নদীতে চললুম—

বৃত্রাসুর ॥ উত্তম, আপনি স্নান করুন। কিন্তু, তার পূর্ব্বে আমার প্রতিজ্ঞা শুনে যান, আমি বৃত্রাসুর প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি [মুহূর্ত্তকাল কি ভাবিলেন। পরে সহসা] ঐ দধীচি ঋষি তাঁর ধর্ম্মরক্ষার্থে স্নান কর্ত্তে যাচ্ছেন, উনি না গিয়েই পারেন না, পারেন ?

দধীচি ॥ স্নান আমাকে কর্ত্তেই হবে— !

বৃত্রাসুর ॥ স্নান যখন আপনাকে কর্ত্তেই হবে, তবে ঐ স্নানের মধ্য দিয়েই আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হোক্, পৌলমীরও পরীক্ষা হোক্। সে হবে পরম কৌতুক, কি বলেন দেবগণ ?

দধীচি ॥ আমি চললুম—

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ যান। কিন্তু শুনে যান, ঐ পৌলমী যে দেবতার মুক্তি চেয়ে তার নাম উচ্চারণ কর্ব্বেন, তিনি যদি, আপনি যতটুকু সময় ডুব দিয়ে থাকবেন, সেই সময়টুকুর মধ্যে ঐ সেতুপথে নদীর পরপারে চলে যেতে পারেন, মুক্ত হবেন তিনি। আপনি ডুব দিয়ে ওঠার পর আমাদের এপারে যে দেবতাকে পাব, তৎক্ষণাৎ হত্যা কর্ব্ব তাকে, সে ইন্দ্রই হোন্

আর যেই হোন্! এই আমার প্রতিজ্ঞা, পৌলমী, না—না, ইন্দ্রাণী, এই আমার প্রতিজ্ঞা!…আমারো পরীক্ষা হোক্, তোমারো পরীক্ষা হোক্—যান ঋষি, যান আপনি—

দধীচি॥ আমি ডুব দেব, যত দীর্ঘকাল পারি ডুব দিয়েই রইব।

বৃত্রাসুর॥ কোন আপত্তি নাই। ঐ সেতু অতি দীর্ঘ। আমি শুদ্ধ দেখতে চাই ঐ কপট ইন্দ্রাণী কার মুক্তি কামনা করেন সর্ব্বাগ্রে!

দধীচি॥ তুমি যা খুশী, দেখো।…কিন্তু তোমার প্রতিজ্ঞা,…সত্য?

বৃত্রাসুর॥ প্রতিজ্ঞা হোক্, আর প্রতিজ্ঞা নাই হোক্, অসুর কখনও মিথ্যা বলেনা ঋষি!

দধীচি॥ উত্তম!…[নদীতীরে গেলেন ও জলে নামিলেন] আমি ডুব দিলাম, শচী, তুমি নাম উচ্চারণ কর, যদি পার অন্ততঃ একজন দেবতারও জীবন রক্ষা কর। আজ না হয়, একযুগ পরে সেই এক দেবতার ভবিষ্যৎ বংশধরগণ অসুরের অত্যাচার হতে দেবভূমিকে রক্ষা করে দেবভূমির শৃঙ্খলপাশ ছিন্ন কর্ব্বে!…সেই আশাতে,…সেই আশাতে আমি ডুব দিলুম!…আমার জাতি অক্ষয় হোক্, আমার জাতি অমর হোক্, আমার জাতি জয়লাভ করুক! জয় সরস্বতীর জয়! [ডুব দিলেন।]

বৃত্রাসুর॥ নাম উচ্চারণ কর ইন্দ্রাণী—

শচী॥ [কনিষ্ঠতম দেবতার কাছে গিয়া] তরুণ! তুমি—! অত্যাচারীর ধ্বংসের জন্য তুমি অমর হও, এই হোক্ তোমারো প্রতিজ্ঞা,—ঐ প্রতিজ্ঞা বাণী উচ্চারণ কর্ত্তে কর্ত্তে সেতুর অপর পারে চলে যাও—

দেবতাগণ॥ এখনো ঋষি ওঠেন নি!

শচী॥ [একে একে ছোট হইতে ক্রমে ক্রমে বড় বড় দেবতাদিগকে

সেতু অতিক্রম করিতে পাঠাইয়া দিলেন।] তুমি—তুমি—আপনি—এখন ওঠেননি! [ইত্যাদি—অবশেষে শুদ্ধ অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেবতাদিগকে পাঠাইতে লাগিলেন এবং জলের পানে পরম ব্যাকুলতায় তাকাইতে লাগিলেন। বৃত্রাসুরও অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন।] ঐ জলে বুদ্‌বুদ্ উঠছে, তবু মাথা দেখা যাচ্ছে না, এখনো ওঠেন নি, এখনো সময় আছে, [তখন শুধু ইন্দ্রদেব বাকী] তবে স্বামী, এইবার তুমিও—

ইন্দ্রদেব সেতুপথে অগ্রসর হইলেন।

বৃত্রাসুর॥ একি মায়া? না ইন্দ্রজাল?

শচী॥ হাঁ, ইন্দ্রজাল, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী ইন্দ্রকে এমনি করেই রক্ষা করে অসুর! প্রথমে জাতি! তারপর স্বামী!

বৃত্রাসুর॥ কিন্তু, ঐ দধীচি?…জীবিত, না মৃত?

[নদীর দিকে অগ্রসর]

ইন্দ্র॥ [বৃত্রাসুরের কথাতে চমকিয়া উঠিয়া অর্দ্ধপথ হইতেই ফিরিয়া] ঋষিরাজ! ঋষিরাজ!

শচী॥ বাবা! বাবা!

ছুটিয়া নদীকূলে গেলেন। ইন্দ্রদেব জলে ঝাঁপ দিলেন।

ইন্দ্রদেব॥ [ডুব দিয়া উঠিয়া] পেয়েছি! পেয়েছি! কিন্তু—কিন্তু—[কপালে করাঘাত করিলেন।]

শচী॥ তবে কি বেঁচে নেই? তবে কি—বেঁচে নেই?

ইন্দ্র॥ তীরের ঐ গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরে রয়েছেন ঋষি! কিন্তু জীবনের কোন সাড়াই যে পাইনে ইন্দ্রাণী!

শচী ॥ তবে কি শেষ ?···তবে কি সব শেষ ?

ইন্দ্র ॥ সব শেষ ! হৃদয়ে স্পন্দন নেই। শরীর তুষার শীতল ! ঋষি আমার···ঋষিরাজ আমার—দেবতার জীবন রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে নিজের জীবন দান করেছেন !

বৃত্রাসুর ॥ [আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন]—এঁ্যা—

শচী ॥ বাবা—[মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন]

ইন্দ্র ॥ আশা নেই, আশা নেই, আজ ঐ ঋষিবিহনে জাতির আশা নেই, দেশের আশা নেই !

বৃত্রাসুর ॥ ভুল ! ভুল ! ভুল ! [কাঁপিতে কাঁপিতে] আশা নেই আমার ! আমি বুঝেছি, আমি বুঝলুম—ঐ ঋষি দেবতার হয়ে আজ যে আগুন জ্বেলে গেল, যুগে যুগে যেখানে যত অসুর···সব···ঐ আগুনে ভস্ম হয়ে যাবে ! [মূর্চ্ছা।]

তৃতীয় অঙ্ক

দ্বিতীয় অঙ্ক-উল্লিখিত দৃশ্য

তন্মধ্যে বৃক্ষতলে বেদী। বেদীর উপর সূর্য্যা এবং উভয় পার্শ্বে অশ্বিনীকুমারদ্বয় নিদ্রিত। মৃদু অন্ধকার। সেই মৃদু অন্ধকার ভেদ করিয়া দূর হইতে একটি করুণ সুর ভাসিয়া আসিতে লাগিল। সে সুর উষার। কৃষ্ণ বস্ত্র পরিহিতা উষা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিলেন। উষার গানে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় জাগিয়া উঠিলেন।

উষার গান

আঁধার ধরণী, তিমির বরণী, আঁধারে আকাশ গিয়েছে ছেয়ে !
বিমলিনী উষা হারায়েছে ভূষা, কাঙ্গালিনী আজি জ্যোতির মেয়ে !
দাও দাও ওগো, ফিরে দাও আলো
অরুণ প্রদীপ অন্তরে জ্বালো
ভুবন আমারে বেসে পুনঃ ভাল
এ মুখের পানে দেখুক চেয়ে !
ওগো নাই, নাই, আলো মোর নাই
কোথা গেলে বল আলো ফিরে পাই
কাঁদি কারাগারে হাহাকারে, তাই—
ঝরে বারিধারা দু আঁখি বেয়ে ॥

দস্র ॥ উষা ! তুমি ?

নাসত্য ॥ একি উষা ! তোমার ঐ কালো-রূপ তো আর কখনো দেখিনি ! কোথায় আলো ?

দস্র ॥ কোথায় তোমার হাসি ?

উষা ॥ আমায় বাঁচাও ! আমার মাকে বাঁচাও !

দস্র ॥ তোমার কি হ'য়েছে উষা ?

নাসত্য ॥ তোমার মা···কে ? কি হয়েছে তাঁর ?

উষা ॥ তারা আমাদের সব কেড়ে নিয়েছে। ক্ষেতের ধান কেড়ে নিয়েছে, গরু লুট করেছে, গাছের ফল নষ্ট করেছে, নদীর জলে বিষ ঢেলেছে !···তবু···তবু··তোমরা ঘুমিয়ে আছ···তবু···তোমরা জাগো না !

দস্র ॥ যুদ্ধের পর আমরা বিশ্রাম করছি !

নাসত্য ॥ শুধু বিশ্রাম নয়, ইন্দ্রদেব কাল যুদ্ধে বন্দী হয়েছেন, তাঁর ইচ্ছানুসারে আমরা ইন্দ্রাণীকে এই কুটীরে রেখে রক্ষা কর্ব্বার ভার নিয়েছি !

দস্র ॥ তোমার কি হয়েছে বল।

নাসত্য ॥ তোমার মা কোথায় ? দেখিনি কখনো তাঁকে। কি হয়েছে তাঁর ?

দস্র ॥ ওকি উষা ! চুপ করে রইলে যে ?

নাসত্য ॥ উষা ! তুমি কি কাঁদ্‌ছ ?

দস্র ॥ কেন কাঁদ ? তুমি কেন কাঁদ ?

উষা ॥ [কাঁদিয়া] কেন ঘুমিয়ে থাক তোমরা ? কেন জাগো না ?

দস্র ॥ রাত্রেও কি ঘুমাবো না উষা ?

উষা ॥ দিনের কি আর মুখ দেখেছ যে রাত্রির কথা বলছ ভাই ? কোথায় তোমাদের দিন ? কোথায় তোমাদের সূর্য্য ?—তোমাদের স্বাধীন আকাশ কই ? কোথায় তোমাদের স্বাধীন সূর্য্য ! কোথায় তোমাদের স্বাধীন আলো ?—তোমাদের প্রতিটি ক্ষণ অন্ধকার রাত্রি ! ঘুমিয়েছিলে, ঘুমিয়েই

রইবে ·· আর সেই রাত্রির অন্ধকারে আমাদের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিয়ে মা ভাই বোনদের ওপর অত্যাচার করে, ধান গরু লুট করে নিয়ে, আমাদের সবাইকে কারাগারে ধরে নিয়ে যায় সেই দস্যু—!··· ঘুমিয়েছিলে, ঘুমিয়েই থাকো !

দস্র ॥ ক্ষোভ ক'রোনা উষা ! যারা ঘুমিয়ে আছে, তাদের জাগাও ! যারা অচেতন তাদের সচেতন কর ! দেবতাদের বুকে আশা দাও, প্রাণে ভরসা দাও ! বাহুতে শক্তি দাও !

নাসত্য ॥ সৃষ্টির সেই প্রথম দিনটিতে যেমন তুমি তোমার নূপুরের তালে তালে তুচ্ছতম তৃণটিরও ঘুম ভাঙিয়েছিলে, অন্ধকার দেবভূমিতে আলো এনেছিলে, প্রকৃতিকে ফলে ফুলে ভরে দিয়েছিলে, ওগো দেবতার আদরিণী মেয়ে, আজো তেমনি, রূপে রসে গানে গন্ধে, আশা দাও ! ভরসা দাও ! শক্তি দাও !

উষা ॥ সে উষা নেই ! সে উষা নেই !

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ তবে ?

উষা ॥ বাঁচাও ! আমায় বাঁচাও ! আমার মাকে বাঁচাও !

এই বলিয়া উষা তাহার বসনাস্তরাল হইতে ধীরে ধীরে তাহার হাতদুখানি বাহির করিয়া অশ্বীদ্বয়কে দেখাইলেন। সে হাত দুখানি শৃঙ্খলিত। সেই শৃঙ্খলিত হাত দুখানি দেখাইতে গিয়া উষা বেতসপত্রের মতো কাঁপিতে কাঁপিতে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। উষার সেই নৃত্য বন্দিনীর মুক্তি-প্রয়াস। নৃত্য যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন উষা নতজানু হইয়া সেই শৃঙ্খলিত হাত দুখানি অশ্বীদ্বয়ে সম্মুখের ভিক্ষাপাত্রের মতো প্রসারিত করিয়া দিলেন, তাহার অর্থ "আমায় মুক্তি এনে দাও !"

অশ্বীদ্বয় শিহরিয়া উঠিলেন।

দস্র ॥ তোমার হাতে শেকল? সে কি উষা? সে কি?

উষা ॥ মায়ের হাতের শেকল মেয়ের হাতে উঠেছে!—ছিন্ন কর—চূর্ণ কর! বোনের হাতের এই শেকল চূরমার কর!

নাসত্য ॥ কে তোমায় বন্দী করেছে উষা?

উষা ॥ যে আমার মাকে বন্দী করেছে!

দস্র ॥ কে তোমার মা?

উষা ॥ আমার দেশ। আমার দেবভূমি! পারিনে ভাই, শেকলের ভার আর বইতে পারি নে, এ আঁধার আর সইতে পারি নে, তবু তোমরা ঘুমিয়েই থাকবে? তবু কি জাগবে না? তবু কি শেকল ভাঙবে না?

দস্র ॥ ভাঙব! ঐ পাশ ছিন্ন কর্ব্ব!

নাসত্য ॥ ঐ বন্ধন এমনি করে চূর্ণ কর্ব্ব · চূরমার কর্ব্ব!

উষার শৃঙ্খল টানিয়া খুলিয়া সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন। এবং দুইজনে উষাকে হাত ধরিয়া তুলিলেন···উষার মুখে তৃপ্তির আলো ফুটিল।—সঙ্গে সঙ্গে আলোতে চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত হইয়া সত্য সত্যই প্রভাতের সূচনা করিল। নূতন সুর বাজিয়া উঠিল। উষা সেই প্রথম দিনের (প্রথম অঙ্কের) নৃত্যগীতের অবতারণা করিয়া অদৃশ্য হইলেন।

নাসত্য ॥ কোথায় লুকালো উষা!—তবে কি সত্য সত্যই আমরা স্বপ্ন দেখলাম!

দস্র ॥ স্বপ্ন হোক্, কিম্বা স্বপ্ন নাই হোক্, সব চেয়ে বড় সত্য এই যে আমরা পরাধীন, আমাদের দেশজননী শৃঙ্খলিতা, নির্য্যাতিতা। সেই

অধীনতাপাশ আমরা ছিন্ন কর্ব্ব প্রতিজ্ঞা করে, এই নূতন প্রভাতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ব আজ।···ওঠ সূর্য্যা, ওঠ—

নাসত্য॥ জাগো সূর্য্যা জাগো!

সূর্য্যার ঘুম ভাঙিল।

দস্র॥ সূর্য্যা, আমরা আবার যুদ্ধে চললাম!···কুটীরাভ্যন্তরে ইন্দ্রাণী নিদ্রিতা, তুমি তাঁর কাছে যাও—

সূর্য্যা॥ যুদ্ধ? আবার যুদ্ধ?

দস্র॥ হাঁ, যুদ্ধ। দধীচি দেবের আশীর্ব্বাদ স্মরণ কর। জয় চাই, চাই জয়। তোমার··আমার দেবভূমির সকলের সেই এক কামনা হোক্···"জয়"! "জয়"! "জয়"!

নাসত্য॥ কিন্তু ওদের নিঃসহায় রেখে আমরা দুজনে কেমন করে যাই ভাই?

দস্র॥ ঐ দধীচি ঋষির চিতা, এখনো নির্ব্বাপিত হয় নি, এরই মধ্যে তাঁর সকল কথা ভুলে যাওয়া লজ্জার কথা ভাই। যুগে যুগে সেই বাণী সত্য হোক্;—নারী অবলা নয়, কামী পুরুষই তাকে কামিনী নাম দিয়েছে, রমণী করেছে, নইলে সে সকল শক্তির উৎস। এসো ভাই—

অশ্বিনীকুমারদ্বয়॥ আসি প্রিয়ে।

সূর্য্যা বিস্ময় বিহ্বলার মতো কুটীরাভ্যন্তরে চলিয়া গেলেন। অশ্বিনীকুমারদ্বয় শরাসন গ্রহণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কিন্তু ব্যাকুলচিত্তে কুটীরাভ্যন্তর হইতে তখনি সূর্য্যা বাহির হইয়া আসিলেন। আসিয়াই ডাকিলেন "রৈভী" "রৈভী"—রৈভী কুটীরের পেছন হইতে সদ্য নিদ্রোত্থিতার মত বাহির হইয়া আসিল।

রৈভী ॥ কি দিদি ?

সূর্য্যা ॥ ইন্দ্রাণী কই রৈভী ?

রৈভী ॥ কুটীরে ঘুমিয়ে আছেন—

সূর্য্যা ॥ কুটীরে কেউ নেই—

রৈভী ॥ নেই ?

সূর্য্যা ॥ না—

রৈভী ॥ দেখি—

উভয়ে কুটীরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ইতিমধ্যে সেখানে বলাসুরের আবির্ভাব হইল। বলাসুর কাহাকে যেন অন্বেষণ করিতে লাগিল। রৈভী এবং সূর্য্যা বাহির হইয়া আসিলেই বলাসুর আনন্দের উচ্ছ্বাসে চীৎকার করিয়া উঠিল।

বলাসুর ॥ "আগুনের মেয়ে! আলোর মেয়ে !!" [এবং তৎক্ষণাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে বলিল] "দাঁড়াও···অমনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি শুধু দেখব, এই চোখ দুটি দিয়ে শুধু চেয়ে দেখব !

রৈভী ॥ অসুর যে—দাঁড়াও—

চকিতে কুটীর হইতে শরাসন আনিয়া তাহাতে তীর যোজনা করিয়া বলাসুরের প্রতি লক্ষ্য করিল—

বলাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ—ও একটা তীরে আমার কিছু হয় না, দশটা তীরেও আমার কিছু হয় না, যদি···ঐ আলোর মেয়ে আমার দিকে দয়া করে একটিবার ভালোবেসে চায় !

সূর্য্যা ॥ [রৈভীকে] প্রয়োজন নেই। [রৈভী শরাসন নামাইল।]

অসুর! তোমায় আমি চিনেছি! তুমি আমায় সেদিন ফুল দিয়েছিলে। ভারীসুন্দর সে ফুল।...আর আছে?

বলাসুর॥ [আনন্দে চীৎকার করিয়া উঠিল] আছে। আছে···

সূর্য্যা॥ তবে থাক্। গাছেই থাক্...

বলাসুর॥ গাছ আমি উপড়ে এনে তোমার পায়ে রাখছি, যদি তুমি চাও, বল···বল···তুমি কি আমার ফুল চাও?

সূর্য্যা॥ ফুল কে না চায়?

বলাসুর॥ আমার হাতের ফুল? এই কালো হাতের ফুল?

সূর্য্যা॥ কালো বুঝি ভালো নয়? আমার এই চোখের তারা দুটি? এই চুলগুলি?

বলাসুর॥ কালো! কালো! আমার চাইতেও কালো! তাইতো ওতে এত আলো! আলোর মেয়ে, আমি চললুম···ফুল আনতে চললুম···

[ছুটিয়া প্রস্থান]

সূর্য্যা॥ হাঃ হাঃ হাঃ—[হাসিয়া রৈভীর গায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। [এদিকে বলাসুর পুনরায় প্রবেশ করিয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল।]

রৈভী॥ ঐ আবার এসেছে!

সূর্য্যা॥ তাই তো!···[সম্মুখে গিয়া] ফিরে এলে যে?

বলাসুর॥ [কোন কথা কহিতে পারিল না।]

সূর্য্যা॥ তুমি কাঁপছ কেন?

বলাসুর॥ রাজা আমায় আদেশ দিয়েছে ..[বলিতে বলিতে তাহার স্বর অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল।] রাজা আমায় আদেশ দিয়েছে···

সূর্য্যা ॥ কি আদেশ দিয়েছে ?

বলাসুর ॥ দধীচি ঋষির শবদেহটা লুট করে নিয়ে যেতে। বলেছে সব কাজের আগে ঐ কাজ। আমাকে যে ঐ মরাটা লুটে নিয়ে যেতে হবে, এখনি—! যদি তোমায় ফুল তারপরে এনেদি ?…গন্ধ তাতে একটুও কমবে না।…তুমি দেখো—

সূর্য্যা ॥ ও, তুমি আমাদের সঙ্গে লড়াই কর্ত্তে এসেছে ?…

বলাসুর ॥ লড়াই নয়, চুরী কর্ত্তে এসেছি।

সূর্য্যা ॥ তুমি তো খুব বাহাদুর চোর! চুরী কর্ত্তে এসে চোর বুঝি তার চুরীর কথা বলে ?

বলাসুর ॥ বলে।…যাকে ভালোবাসে তাকে বলে।

সূর্য্যা ॥ রৈভী, তুইও কি আমায় একটা ফুল এনে দিতে পার্লিনে, খোঁপায় আমি পরব কি ? কবরীতে আমি বাঁধবো কি ?

বলাসুর ॥ [রৈভীকে] ওগো, দাওনা, তুমি এনে দাও না— [বিশেষ মিনতি জানাইল।]

রৈভী ॥ বনে কি আর ফুল ফোটে ? তোমরা যে দেশটা শ্মশান করে দিয়েছ !

বলাসুর। শ্মশান! শ্মশান! [হঠাৎ ঐ কথাতে তাহার মনে পড়িয়া গেল যে শ্মশান হইতে শবদেহ চুরি করিয়া,—অবিলম্বে লইয়া যাইতে হইবে। মনে পড়িতেই] বড় দেরী হয়ে গেল আমার ঐ শ্মশানে যেতে, ঝট্ করে আমি সেখান থেকে মড়াটা নিয়ে ফিরে আসছি—

[চকিতে শ্মশানের দিকে প্রস্থান।]

রৈভী ॥ সর্ব্বনাশ! এখন উপায়!

সূর্য্যা ॥ শবদেহে অসুরের কি প্রয়োজন রৈভী ?

রৈভী ॥ কেমন করে তা বলব দিদি! কিন্তু যখন ওরা নিতে এসেছে, তখন দেবতার অমঙ্গলের জন্যই নিতে এসেছে।…ওকে এখন বাধা দেবে কে ?

সূর্য্যা ॥ কেউ নেই ?

রৈভী ॥ ঋষিরা শবদেহ দাহ কর্ছেন। কোন দেবসৈন্যকে তো সেখানে দেখি নি দিদি !

সূর্য্যা ॥ [বলাসুরের উদ্দেশে ছুটিয়া গিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন] বলাসুর ! বলাসুর !

রৈভী ॥ সে কি আর শোনে ?

সূর্য্যা ॥ [আকুলস্বরে] বলাসুর ! বলাসুর !

ছুটিয়া বলাসুরের প্রবেশ

বলাসুর ॥ আলোর মেয়ে ; আলোর মেয়ে, তুমি আমায় ডাকছ ? হাওয়ায় ভেসে তোমার ডাক আমার কাণে গেল সেই শ্মশানে, যায় নি ?

সূর্য্যা ॥ গেছে।…আজ একটা কথা তোমায় জিজ্ঞেস করি। তুমি কি আমার ভালো চাও ?

বলাসুর ॥ আমি ?—আমি চাইব না তোমার ভালো ?

সূর্য্যা ॥ চাও ?

বলাসুর ॥ [রাগিয়া উঠিয়া] আমি তোমার ভালো চাই না ? কে বলেছে ?

রৈভীর দিকে কটমট করিয়া তাকাইল।

সূর্য্যা ॥ তুমি আমার চোখে চোখে চাও, চেয়ে বল, আমায় বল, তুমি আমার ভালো চাও ?

বলাসুর ॥ [দৃঢ়স্বরে] চাই। চাই। চাই।

সূর্য্যা ॥ তবে···তুমি এখনি তোমার ঘরে ফিরে যাও—

বলাসুর ॥ কিন্তু ঐ মড়াটা—

সূর্য্যা ॥ [দৃঢ়স্বরে, বলাসুরের চোখে চোখে চাহিয়া যাদুকরীর মতো] যা—ও—

[হস্ত নির্দ্দেশ করিলেন।

বলাসুর ॥ চললুম—

বৃত্রাসুরের প্রবেশ

বৃত্রাসুর ॥ দাঁড়াও—[বলাসুর দাঁড়াইল।] দধীচির মৃতদেহ ?

বলাসুর ॥ [সূর্য্যার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল।]

বৃত্রাসুর ॥ দধীচির মৃতদেহ ?

সূর্য্যা ॥ যাও বলাসুর—

বলাসুর একবার সূর্য্যা, আর একবার বৃত্রাসুরের মুখের দিকে চাহিতে চাহিতে এবং কাঁপিতে কাঁপিতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বৃত্রাসুর ॥ এর অর্থ ?

সূর্য্যা ॥ এর অর্থ, ও সেই অসুর—যে শুধু অসুরকেই ভালোবাসে না, দেবতাকেও ভালোবাসে !

বৃত্রাসুর ॥ ঐ মৃতদেহ আমি ওকে দিয়েই লুণ্ঠন করাবো। বলাসুর—বলাসুর—

কোন উত্তর পাইলেন না।

সূর্য্যা ॥ পরাজয় স্বীকার কর অস্থররাজ !

বৃত্রাস্থর ॥ ওকে দিয়ে কেন, আমি ঐ মৃতদেহ পৌলমীকে দিয়ে, তোমাদের ইন্দ্রাণীকে দিয়ে ইন্দ্রের সম্মুখে হরণ করাবো।···দেখবে, দেখ। পিপ্রু—কোথায় ইন্দ্র ?

পিপ্রুর প্রবেশ

পিপ্রু ॥ ঐ বৃক্ষতলে—

বৃত্রাস্থর ॥ নিয়ে এস।

সূর্য্যা ॥ আর শচী ?

বৃত্রাস্থর ॥ আমার কথায় সে শ্মশানে গেছে সেই মৃতদেহ সেখান হতে এনে আমার হাতে তুলে দিতে—তোমাদের সম্মুখেই তুলে দেবে, দেখ—

সূর্য্যা ॥ [ক্রুদ্ধ হইয়া] বটে ! রৈভী - আয়—

[রৈভীকে লইয়া শ্মশানের দিকে প্রস্থান।

বৃত্রাস্থর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ

রক্ষী পরিবেষ্টিত শৃঙ্খলিত ইন্দ্রের প্রবেশ

ইন্দ্র ॥ এ যে দধীচির আশ্রম! এইখানে ইন্দ্রাণী রয়েছে।···তারি সম্মুখে কি আমায় অপমান কর্ব্বার জন্য কিম্বা আমার সম্মুখে তার অপমান কর্ব্বার জন্য আমায় এখানে নিয়ে এলে! আমার সেই রুদ্র শক্তি যা দিয়ে আমি শম্বরের শতাধিক পাষাণদুর্গ চূর্ণ করেছিলুম! কোথায় সেই শক্তি

যা দিয়ে শত সহস্র দৈত্য বধ করেছি!…এককণা! সেই শক্তির এককণা!
[শৃঙ্খল ছেদনের প্রয়াস।]

বৃত্রাসুর॥ এককণা কেন, সেই শক্তি পরিপূর্ণভাবে তুমি পুনরায় লাভ কর…আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই। বরং আমি তাতে সুখী হব, খুশী হব।·· তোমার শক্তির শোচনীয় অধঃপতন দেখে আমি সত্যই লজ্জিত হচ্ছি, শুধু এই ভেবে, যে তুমি…তুমিই হচ্ছ আমাদের অসুর-কুল-বর-বর্ণিনী পৌলমীর স্বামী!…সে যাক্। আজ আমি বিশেষ প্রয়োজনেই এই আশ্রমে এসেছি। কাল সারাটি রাত আমি ঘুমুতে পারি নি।…আমি একটি গুরুতর অন্যায় করেছি। আমার কর্ত্তব্যের বিশেষ ত্রুটি হয়েছে।…আজ আমি আমার সেই অসম্পূর্ণ কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ কর্ব্ব।·· দধীচির মৃতদেহ আমি চাই। আমি ঐ ত্যাগীশ্রেষ্ঠ…না—না…ঐ দুঃসাহসী ঋষির কঙ্কাল আমার প্রাসাদে সযত্নে রক্ষা করব, বিশ্বের বিস্ময় হয়ে রইবে চিরকাল ঐ কঙ্কাল!…

ইন্দ্রদেব॥ বটে!

বৃত্রাসুর॥ হাঁ!…

ইন্দ্রদেব॥ [সোল্লাসে] আমি বুঝেছি! আমি বুঝেছি!

বৃত্রাসুর॥ [ভয়ে] কি বুঝেছ?

ইন্দ্রদেব॥ তুমি…তুমি দধীচির মৃত্যু দেখে কেঁপে উঠেছিলে·· ওঠ নি?

বৃত্রাসুর॥ চুপ! চুপ!

ইন্দ্রদেব॥ তোমার পাষাণ হৃদয়ও যে কাঁপে, সে আমি সেই দিন প্রথম, তোমার জীবনে প্রথম লক্ষ্য করেছি, হাঁ · বুঝেছি, আমি বুঝেছি ·· পেয়েছি, আমি পেয়েছি তোমার মৃত্যু-বাণ!

বৃত্রাসুর॥ সাবধান সাবধান—, যে মরেছে, তাকে আমি ভয় করিনে,

[শিহরিয়া উঠিলেন।] আর তুমি যে বেঁচে আছ, তোমাকেও আমি তুচ্ছ করি! তা নয়···তা নয়···সেই ত্যাগীশ্রেষ্ঠ···না···না···সেই দুঃসাহসী ঋষির স্মৃতি রক্ষা কর্ব্ব আমি···তাই তাই [ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন।] আর শোন, আমি একেবারে অনুদার বা অকৃতজ্ঞ নই।···পৌলমীকে আমি কি বলেছি জানো?

ইন্দ্রদেব॥ কোথায় সে?

বৃত্রাসুর॥ তোমার কারাগারের লৌহদ্বারে মাথা খুঁড়ে কাঁদছিল। আমি তাকে তোমার মুক্তির উপায় জানিয়েছি। ঋষিদের কাছে আমি তাকে দিয়ে এই বলে পাঠিয়েছি যে তাঁরা যদি তাঁদের দেবরাজের মুক্তি চান, তবে দধীচির মৃতদেহ আমাকে দিতে হবে।

ইন্দ্রদেব॥ অসুর! সে মৃতদেহে তোমার প্রয়োজন?

বৃত্রাসুর॥ আমি আগে বুঝিনি।···রাত্রে বুঝলাম।···যখন স্বপ্ন দেখলাম—তখন বুঝলাম।···আতঙ্কে আমি কেঁপে উঠলাম···না—না—না —আমার আর কোন উদ্দেশ্য নয়, আমি ঐ মৃতদেহ চাই···শুধু ঐ দুঃসাহসী ঋষির স্মৃতি উপযুক্ত ভাবে রক্ষা কর্ব্ব বলে! আমি সম্রাট···তা আমারি কর্ত্তব্য!···জীবিত দধীচির হস্তপদ লৌহ-কীলকে বিদ্ধ করে দেখেছি, সে বিন্দুমাত্র কাতর হয়নি···আমি বিস্মিত হয়েছি...

ইন্দ্রদেব॥ আর মৃত দধীচিকে দেখে ভীত হয়েছ। আমি বুঝেছি, আমি বুঝেছি। জীবিত দধীচি অপেক্ষা মৃত দধীচি অসুরের পক্ষে সহস্রগুণ দুর্দ্ধর্ষ!···দধীচির দগ্ধীকৃত মৃতদেহের প্রতি ভস্ম-বিন্দু সহস্র দধীচি সৃষ্টি কর্ব্বে।···পাবে না··পাবে না তুমি তার মৃতদেহ। আমাদের ঋষিরা তা পুড়িয়ে তার ভস্ম দেবতার ঘরে ঘরে বিতরণ কর্ব্বে···

বৃত্রাসুর ॥ দেব না, আমি তা দেব না। আমি কেড়ে নিয়ে যাব সেই মৃতদেহ। পৌলমী, ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, স্বয়ং এনে তুলে দেবেন সেই মৃতদেহ আমার হাতে।…দেখ স্বচক্ষে দেখ—

ইন্দ্রদেব ॥ শচী !…কখনো না—কখনো না…

বৃত্রাসুর ॥ দেবে…দেবে…সে দেবে। নিশ্চয় দেবে। নবপরিণীতা সে…সে যদি তোমায় ভালোবেসে থাকে, তোমাকে মুক্ত কর্ত্তে সেই মৃতদেহ সে আমায় অবশ্য ডালি দেবে—আর হোক্ সে দেবতার বন্দিনী, হোক্ সে ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, তবু··তবু সে অসুরের নন্দিনী…মাতৃকুলকে সে অবশ্য রক্ষা করবে !

ইন্দ্রদেব ॥ [চীৎকার করিয়া উঠিলেন।] কখনো না—শচী ! শচী !…কখনো না—

[দূর হইতে শচীর আকুল স্বর ভাসিয়া আসিল "দেবরাজ ! দেবরাজ !"]

বৃত্রাসুর ॥ [রুদ্র উল্লাসে] হাঃ হাঃ হাঃ অবশ্য দেবে।…ঐ…সে এসেছে। ঋষিরা নিশ্চয় মৃতদেহ দিয়েছে। ঋষিরা নিশ্চয় তাদের ইন্দ্রদেবের মুক্তি চায় !

ইন্দ্রদেব ॥ না—না—না—আমার মুক্তির প্রয়োজন নেই, তারা তোমার মৃত্যু চায় !

[ছুটিয়া শচীর প্রবেশ]

শচী ॥ [সোজা বৃত্রের সম্মুখে গিয়া] মুক্তি চাই, আমি ওঁর মুক্তি চাই !

বৃত্রাসুর ॥ মৃতদেহ ? মৃতদেহ ?

শচী ॥ মৃতদেহ সৎকার হচ্ছিল। আমি ছুটে গিয়ে সব বললাম। তখনি ঋষিরা সম্মত হলেন। চিতা নিভিয়ে দিলেন!

বৃত্রাসুর ॥ মৃতদেহ ? কঙ্কাল ?

শচী ॥ ঐ—

ঋষিগণ দধীচির সম্পূর্ণ কঙ্কাল সহ উপস্থিত হইলেন।

ইন্দ্রদেব ॥ শচী! ঋষিগণ! দিয়োনা···দিয়োনা···ঐ কঙ্কাল ঐ অসুরের হাতে দিয়োনা···ঐ দেখ ঐ কঙ্কালের দর্শনমাত্র দেবজয়ী বৃত্রাসুর আতঙ্কে শিউরে উঠছে!

বৃত্রাসুর ॥ [শচীকে] স্বামীর মুক্তি ? স্বামীর মুক্তি ? স্বামীর মুক্তি ?

ইন্দ্রদেব ॥—স্বামীর আদেশ—!!!

শচী ॥ [বৃত্রের সম্মুখে স্বামীপরায়ণা দেবীর মতো সগর্বে দাঁড়াইয়া] —তবে দেব না।

বৃত্রাসুর ॥ দাও! দাও! ওগো দেবতার বন্দিনী; অসুরের নন্দিনী, দাও! ভিক্ষা দাও!

ইন্দ্রদেব ॥ কখনো না—

শচী ॥ কখনো না।···অসুরের নন্দিনী হলেও সে যখন ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী, তখন সে পৌলমী নয়, সে ইন্দ্রাণী।···আমি দেব না, পার তো আমায় বধ করে নাও···!

বৃত্রাসুর ॥ [জোর করিয়া ইন্দ্রাণীকে সরাইয়া দিয়া] আমি নেব… আমি নেব…

[কিন্তু কঙ্কালের সম্মুখীন হইয়াই ভয়ে আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করিলেন]

ইন্দ্রদেব ॥ [আনন্দে অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।] হাঃ হাঃ হাঃ দেবগণ! ঋষিগণ! ত্যাগীশ্রেষ্ঠের ঐ অস্থিই বৃত্রাসুরের মৃত্যুবাণ। নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত মনে আজ আমি কারাবরণ কর্লাম। দেবগণ! ঋষিগণ, ইন্দ্রাণী, প্রস্তুত কর ঐ নরকঙ্কাল দিয়ে সেই অস্ত্র যা—অসুরের হৃদয় বিদীর্ণ করে, যা আমার দেবভূমির ঐ নীল আকাশের কালো মেঘ ছিন্নভিন্ন করে, যা এমন এক আলো জ্বালে, যা যুগে যুগে সৃষ্টির চোখ ঝলসে দেয়!… ত্যাগীর সেই ত্যাগ অস্ত্রে আমার কারাগার চূর্ণ হবে, কারাবন্ধন ছিন্ন হবে, আমার স্বর্গ আমারই হবে।

চতুর্থ অঙ্ক

দৃশ্য ঃ—

দেব শিল্পী ত্বষ্টার শিল্প-শালা।*

ত্বষ্টা পর্ব্বতের সানুদেশে এই শিল্প-শালা গড়িয়া তুলিয়াছেন। দেবশিল্পীর এই শিল্পশালায় নানাবিধ অস্ত্রাদি, নানারূপ পোষাক পরিচ্ছদ এবং বহুবিধ চারুশিল্প সম্পূর্ণ অর্দ্ধ-সম্পূর্ণ বা অসম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রহিয়াছে। শিল্পশালাটি তিনটি ভাগে বিভক্ত। অন্তরতম কক্ষে ত্বষ্টা গোপনে এবং নির্জ্জনে শিল্পসাধনা করেন। সেই কক্ষের বিশাল দরজা খুলিয়া তবে শিল্পশালার মধ্যভাগে আসিতে হয়। এই মধ্যভাগই দেবশিল্পের প্রদর্শনী। তাহার সম্মুখে অঙ্গন। অঙ্গনের মধ্যস্থলে একটি জল-নির্ঝর•(ফোয়ারা) এবং সম্পূর্ণ অঙ্গনটি লতাপাতা ফুলেফলে সুসজ্জিত। জলনির্ঝরের পশ্চাতেই একটি বিশাল সোমপাত্র (চমস) একটি বেদীর উপর রক্ষিত।

* ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনিই ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করেন। (ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৩২ সূক্ত)।

ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য। (সায়ন)।

Wilson বলেন—ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি।

রমেশদত্তও তাহাই বলেন।

ত্বষ্টার কন্যা সরন্যুর সহিত বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যের বিবাহ হয়।

"সোম" পর্ব্বতজাত মাদকগুণবিশিষ্ট লতাবিশেষ। (মহেন্দ্ররায়)

সোমলতা পেষণ করিলে দুগ্ধের ন্যায় শ্বেতবর্ণ ও ঈষৎ অম্লরস নির্গত হয়। তাহাই মাদক অবস্থায় পরিণত করিয়া পূর্ব্বকালে যজ্ঞে ব্যবহৃত হইত। (রমেশদত্ত)

সোমকলসকক্ষে ঋভুবালাগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত।

কোন্ পাহাড়ের কোন্ গহনে
লুকিয়ে থাকো কোন খানে।
আমরা তোমায় বেড়াই খুঁজে
তাকিয়ে থাকি বন পানে ॥
আঁখির তারা, নিমেষহারা,
পড়েনা তায় পল্লব গো।
নয়ন জলে, হই যে সারা,
তোমার আশে বল্লভ গো ॥
তবু নিঠুর! নেই কি দয়া ;
লুকিয়ে থাকো কোন প্রাণে।
এসো এসো দাও দেখা দাও,
তোমার দ্বারে আজ ডেকে নাও,
শুষ্ক তালু তৃষ্ণার্ত্তদের,
তৃপ্ত কর সোম দানে ॥

নবমমণ্ডলের ১১৪টি সূক্ত সমস্ত সোমস্তুতিপূর্ণ। ইহাতে সোমলতার, সোমপীড়ন প্রস্তুত সোমরস ছাঁকনি মেষলোম ও প্রস্তুতকারীর অঙ্গুলী সকল, সোমাধার কলস সোমরসের গুণাবলী প্রভৃতি নানারূপে চিত্রিত হইয়াছে। যথা, নবমমণ্ডল ১৮ সূক্ত দেখ।

সোমরস প্রস্তুত প্রণালী সম্বন্ধে মহেন্দ্ররায় কৃত ঋগ্বেদসংহিতার প্রথম মণ্ডলস্থ ২৮ সূক্তের টীকা দেখ। (শুনঃ শেপ ঋষি, ইন্দ্র এবং উদূখল দেবতা)। "স্থূল নিম্নভাগ বিশিষ্ট উদূখলে মুষলদ্বারা সোমলতার কণ্ডন করা হইত। তৎপর দুই অভিষবন পাত্রে উহা স্থাপিত হইত। যজমান পত্নী রজ্জুদ্বারা মন্থনদণ্ড সংযত করিয়া সোমমন্থন করিতেন। সোমরস চালনি দ্বারা ছাঁকা হইলে চমস পাত্রে স্থাপন্ করা হইত। তৎপর উহা গোচর্ম্মের উপর রাখা হইত।"

সোমরসের পিপাসায় আকুল ত্বষ্টা পানপাত্র হস্তে ব্যাকুলভাবে তাঁহার
অন্তরতম কক্ষ হইতে বাহির হইয়া ঋভুবালাদের সম্মুখে
আসিয়া পানপাত্র ধরিলেন। ত্বষ্টা বৃদ্ধ, কিন্তু
তাঁহার দেহ বিরাট বলবীর্য্যের পরিচায়ক।

ত্বষ্টা ॥ দাও! দাও! একফোঁটা দাও!

ঋভুবালাগণ ॥ কি?—জল?

ত্বষ্টা ॥ জল নয়, জল নয়।...

ঋভুবালাগণ ॥ তবে?

ত্বষ্টা ॥ রস! রস! সোমরস।

ঋভুবালাগণ ॥ [একে একে সোমকলস সমূহ সেই চমসের উপর উজাড় করিয়া ঢালিয়া দেখাইলেন।···শূন্যকলস।]···

ত্বষ্টা ॥ তবে? তবে?

ঋভুবালাগণ ॥ [নিরাশার ভঙ্গী করিলেন।]

ত্বষ্টা ॥ [ছটফট্ করিতে লাগিলেন।]

১ম বালা ॥ ওগো বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুর!···আমার গলার হার তৈরী করে দেবে বলেছিলে,···হয়েছে?

২য় বালা ॥ আমার সেই সোণার বালা?···খুব দিলে!

৩য় বালা ॥ আমার চরণ-পদ্ম?

৪র্থ বালা ॥ আমার মালা?

৫ম বালা ॥ কেয়ুর? কেয়ুর? আমার কেয়ুর?

ত্বষ্টা ॥ [রাগিয়া উঠিতেছিলেন।] দূর হ··দূর হ···

ঋভুবালাগণ ॥ "পালারে পালা!" [বলিয়া দূরে পলাইলেন।]

ত্বষ্টা ॥ একফোঁটা সোমরস পাইনে আজ কতদিন! সেদিকে কারো নজর নেই, নজর আছে গয়নার বেলা।…

ঋভুগণের প্রবেশ

ঋভুগণ ॥ কি বিশ্বকর্ম্মা ঠাকুর! কি হয়েছে?

ত্বষ্টা ॥ মেয়েগুলোর কথা শোন।…বিয়ে দাও…বিয়ে দাও…নইলে আমি আর ওদের জ্বালাতন সইতে পারি না। আজ কত কাল একফোঁটা সোমরস না পেয়ে জড়থব হয়ে বসে আছি,…তবু ওদের জ্বালাতন দেখ! এটা দাও…সেটা দাও ‥আমি একা…বুড়োমানুষ…কেমন করে অতগুলি সামলাই!…

ঋভুবালাগণ ॥ মর বুড়ো মর ‥

[সোমকলস লইয়া প্রস্থান।

ঋভুগণ ॥ সোমরস নেই, কিন্তু, সোমাধার ঐ চমসটি গড়েছেন খুব! ওটায় চড়ে সমুদ্রে পাড়ি দেবেন নাকি?

ত্বষ্টা। আবার তোমরা লাগলে!…ওরে, আমি না তোদের গুরু? ‥এই বুঝি তোদের শিক্ষা?…দে বেটা…দক্ষিণা দে…এই যে এত করে সব শেখালাম—এক একজন তো বিখ্যাত কারীকর হয়েছিস্ খুব—এইবার দক্ষিণা দে—

ঋভুগণ ॥ কি দক্ষিণা দেব?

ত্বষ্টা ॥ ঠাট্টা নয়।—আমার গলা শুকিয়ে আসছে, ঠাট্টা নয়। আজ আমি তোদের দক্ষিণা চাই।

ঋভুগণ ॥ কি দক্ষিণা বলুন—

ত্বষ্টা ॥ দিতে হবে কিন্তু, আজই, এক্ষণি—নইলে—

ঋভুগণ ॥ নইলে ?

ত্বষ্টা ॥ আমি গিয়ে বৃত্রাসুরের কারীকর হব। প্রাসাদ বানাচ্ছে সে। নতুন প্রাসাদ। দেব আমি তা এমন করে গড়ে—যে ইন্দ্রের প্রাসাদ লজ্জায় মাটির ভেতর সেঁধিয়ে যাবে! আরে—সে যে আমায় রোজ সাধাসাধি করবার জন্য একটা অসুর পাঠাচ্ছে।—জানিস ?

১ম ঋভু ॥ তা যান না কেন ?

ত্বষ্টা ॥ সোমরস! সোমরস! সোমরস!—এখানেই পাইনে, সেখানে গেলে তো খেতে হবে শুধু জল!—আরে, জলে কি মাথা খোলে? —মাথা খুলে যায় ঐ একফোঁটা সোমরসে!—দাও একবাটি সোমরস—দেখ—আমি কি কর্ত্তে পারি—[যেন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন]

২য় ঋভু ॥ সোমরস তো আমরাও আর পাই নে! ইন্দ্রদেবের দয়া না হলে তা পাওয়া যায় না। ইন্দ্রদেব রয়েছেন বন্দী হয়ে।—সোমরসের আশাও মিটে গেছে!

ত্বষ্টা ॥ আশা মিটেছে তোদের, যত অকর্ম্মা এসে জুটেছে আমার শিষ্য হয়ে!—ওরে, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকলে কোন আশাই মেটে না।—অশ্বীরা দুটি ভাই—সূর্য্যের মেয়ে বিয়ে করে বৌ এনেছিল আমায় দেখাতে, আটকে রেখেছি বৌ, বলেছি বাপুহে, সোমরস এনে দাও, বৌ খালাস করে নিয়ে যাও—

ঋভুগণ ॥ সত্যি ?

ত্বষ্টা ॥ সত্যি নয় তো কি ঠাট্টা?—ভারী ভালো ভাই দুটি।—তখনি ছুটে বের হয়ে গেল—

ঋভুগণ॥ আর সূর্য্যা দেবী?

ত্বষ্টা॥ আরে সে যে সম্পর্কে আমার নাতনী! আমার পাকাচুল তুলে দিতে এসেছিল, আমি দেইনি!—বল্লাম "চুল কি আমার পেকেছে?" ছুঁড়ি হেসেই খুন।—গান গেয়ে গেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।—আরে তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন?—দেখনা অশ্বারা দুটি ভাই কতদুর?—আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।—হাতে কাজ রয়েছে বিস্তর, কিন্তু, সোমরস পেটে না গেলে বুদ্ধি খেলছে না, হাত এগোয় না, পা চলে না।

১ম ঋভু॥ যাচ্ছি।—আমাদেরও যে তাই, বুদ্ধি খুলছে না।

২য় ঋভু॥ হাত এগোয় না!

৩য় ঋভু॥ পা চলে না।

তিনজন একত্রে॥ আমরা ভাগ পাব তো?

ত্বষ্টা॥ তোদের ভাগ আমায় দক্ষিণা দিবি। ব্যস্।—যা—এইবার যা—

[ঋভুগণের মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে প্রস্থান।

ত্বষ্টা নিজের কক্ষের দিকে যাইতেছিল, হঠাৎ এমন সময় দুইজন অসুর চোরের মত সেখানে প্রবেশ করিয়া হাততালি দিল। ত্বষ্টা ফিরিয়া তাকাইয়া দেখেন তাহারা তাহার দিকে অগ্রসর হইতেছে। তিনি হাত দ্বারা তাহাদিগকে বুঝাইলেন "না—না—", এবং চলিয়া যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। তাহারা গেল না। এবং সম্মুখে আসিয়া তাহাদের প্রস্তাব নিবেদন করিল।

১ম অসুর॥ আপনাকে যেতে হবে। আমাদের প্রকাণ্ড সেই রাজা আপনাকে এক হাজার প্রকাণ্ড গরু দেবেন। আপনি তাঁর জন্য প্রকাণ্ড

একটা বাড়ী তৈরী করে দেবেন, যা ছোট্ট রাজা সেই ইন্দ্রের ঐ ইঁদুরের মতো ন্যাংটা বাড়ীকে হার মানায়।

ত্বষ্টা ॥ কতবার বলব আমি যাব না? আমি যাব না।

২য় অসুর ॥ তিনি বলে পাঠালেন যে জোর করেও আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু তা তিনি নেন না কেবল এই জন্য যে জোর কর্লে নাকি ভালো জিনিষ তৈরী হয় না। ভালো জিনিষ তৈরী কর্ত্তে হলে খুশী মন চাই। তাই তাঁর এত অনুরোধ। আপনি চলুন। আপনাকে তিনি খুব খাতির করেন।

ত্বষ্টা ॥ আমি যাব না।

১ম অসুর ॥ তবে তাঁর আর এক কথা শুনুন। সেই প্রকাণ্ড রাজার জয় হোক্। তিনি বললেন যে আপনি দয়া করে যদি দেবতাদের আর কোন অস্ত্র তৈরী করে না দেন, তবে, আমাদের সেই প্রকাণ্ড দেশের প্রকাণ্ড রাজা, অবশ্য তার চাইতে একটু কম প্রকাণ্ড, একটা রাজ্য দেবেন। আমাদের প্রকাণ্ড রাজার জয় হোক্।

ত্বষ্টা ॥ না—না—না—।

অসুরদ্বয় ॥ না?

ত্বষ্টা ॥ [বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইতেছিলেন।]

অসুরদ্বয় ॥ শুনুন।

ত্বষ্টা ॥ [সম্মুখস্থ বিরাট সেই সোমপাত্র চমসটি উঠাইয়া তাহাদিগের প্রতি নিক্ষেপোদ্যত হইলেন।]

অসুরদ্বয় ॥ [পলাইয়া গেল, কিন্তু, একেবারে চলিয়া গেল না। অদৃশ্য হইয়া রহিল।]

সদ্যনিদ্রোত্থিতা সূর্য্যার ছুটিয়া প্রবেশ। তখন অসুরদ্বয় অদৃশ্য, কিন্তু ত্বষ্টা সেই সোমপাত্র শূন্যে তুলিয়াই রহিয়াছেন। এদিকে অন্যের দ্বারা পরিলক্ষিত না হইয়া অসুরদ্বয় সূর্য্যাকে উঁকি দিয়া দেখিয়াই তাহাকে হরণের মতলব আঁটিতে লাগিল।

সূর্য্যা ॥···সোমরস বুঝি এসেছে ?

ত্বষ্টা ॥ [ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন] ঘুম বুঝি ভেঙেছে ?

সূর্য্য ॥ ঘুম আর হয় কই ?···সোমরস আসে কি···না আসে···এলো ···কি এল না তুমিও যেমন ভাবছ, আমিও তেমনি ভেবে মরছি !

ত্বষ্টা ॥ পিপাসায় গলা বুঝি শুকিয়ে গেছে, না নাতনী ?

সূর্য্যা ॥ গেছেই তো !···যাবে না ?

ত্বষ্টা ॥ বটে !···[সোমপাত্র যথাস্থানে রক্ষা করিয়া] জলের পিপাসা, নিজেই বুঝেছি ; সোমরসের তেষ্টা, সে তো এখনও বুঝছি ; কিন্তু তোর যে পিপাসা···না জলের না সোমরসের···অর্থাৎ···মনের মানুষের ··ঐ পিপাসার কথাটাই ভুলে গেছি, বল দেখি একবার···দেখি মনে পড়ে কিনা !

সূর্য্যা ॥···বলব ?

ত্বষ্টা ॥ বল···দেখি এই বুড়োবয়সে আবার মনে করতে পারি কিনা !

সূর্য্যা ॥

গান

এ কি প্রণয় পিপাসা,
মরি মিলন দুরাশ
ব্যাকুল আজি এ বুকে।

দাও বার বার
অধর সুধাসার
তৃষিত এ মুখে।
পরশ রস আশে
আকুল হৃদি মম,
বাঁধিয়া বাহুপাশে
লহগো প্রিয়তম
তোমারে বুকে নিয়া
ভুলিয়া র'বে হিয়া
সকল দুখে॥

ত্বষ্টা॥ [সোল্লাসে]···মনে পড়েছে! মনে পড়েছে!···ওরে, গলা শুকিয়ে গেছে···গলা শুকিয়ে গেছে—[সূর্য্যার দিকে অগ্রসর হইলেন]

সূর্য্যা॥ তা আমি কি কর্ব্ব?

ত্বষ্টা॥ খাব···আমি খাব...

সূর্য্যা॥ কি খাবে?

ত্বষ্টা॥ সেই বুড়ীকে যা খেতাম···

সূর্য্যা॥ দাঁড়াও···তোমায় মজা দেখাচ্ছি!

[ছুটিয়া ত্বষ্টার কক্ষের পার্শ্ববর্ত্তী এক কক্ষে প্রস্থান।

ত্বষ্টা বসিয়া পড়িয়া আপন মনে রসিকতার হাসি হাসিতে লাগিলেন। এই অবসরে অসুরদ্বয় তাঁহার পশ্চাদভাগে আসিয়া সূর্য্যার খোঁজে অন্যত্র চলিয়া গেল। অপর দিকে, শচীকে সম্মুখে রাখিয়া দধীচির নরকঙ্কালসহ ঋষিগণের প্রবেশ। তাহাদের গতি অতি লঘু অতি সাবধান। তাহারা নিঃশব্দে আসিয়া ত্বষ্টার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ত্বষ্টা চমকিয়া উঠিলেন। ঋষিগণ কোন কথা কহিতে নিষেধ করিলেন। ইঙ্গিতে ত্বষ্টার অন্তরতম কক্ষ দেখাইলেন, উদ্দেশ্য সকলে সেইখানে গিয়া সমস্ত ব্যাপার বিবৃত করেন। ত্বষ্টা সম্মত হইয়া

তাহাদিগকে লইয়া তাঁহার অন্তরতম কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার বন্ধ করিলেন। ঋষিদের অনুসরণ করিয়াছিল বলাসুর। সে এই সুযোগে অন্তরতম কক্ষের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। উদ্দেশ্য বৃত্রাসুরের আদেশে দধীচির নরকঙ্কাল অপহরণ। বলাসুর দুয়ারে কাণ পাতিয়া ভেতরের কথাবার্ত্তা শুনিবার চেষ্টা করিল, এবং তাহাতে সুবিধা না হওয়ায়, ভেতরে ঢোকা যায় কিনা দেখিবার জন্য, পূর্ব্ববর্ণিত অসুরদ্বয় যেদিকে গিয়াছিল, দৈবাৎ সেই দিকে গেল, এবং তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়াই হাততালিতে তাহাদিগকে ডাকিল। তিনজনে রুদ্ধ দুয়ারের সম্মুখে আসিল। বলাসুর তাহাদের কাণে কাণে দধীচির নরকঙ্কাল অপহরণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া দিল। সে কক্ষের অপর দিকে গেল, অপর অসুরদ্বয় নিজেদের যায়গায় ফিরিয়া গেল। এদিকে সূর্য্যা একটি পিচকারীতে জল ভরিয়া কক্ষের বাহিরে আসিলেন।

সূর্য্যা॥ পিপাসার জল এনেছি, নাও—[পিচকারী ছুঁড়িলেন।] কই গো দাদামশাই, কই?…তাই তো!…পালিয়েছ বুঝি! বসো, পিচকারি দিয়ে শুধু তোমার পিপাসা মেটাচ্ছি না, স্নান করিয়ে দিচ্ছি—

অনুসন্ধান করিতে করিতে সূর্য্যা যেই পূর্ব্ববর্ণিত অসুরদ্বয়ের লুক্কায়িত স্থানের দিকে গিয়াছেন, বলাসুর অমনি বাহির হইয়া আনন্দে উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিলেন "আলোর মেয়ে!"

বলাসুর॥ আলোর মেয়ে! [আনন্দে হাততালি!] আগুনের মেয়ে! [আনন্দে হাততালি!] সোণার মেয়ে! [আনন্দে হাততালি!]

সূর্য্যা সেই শব্দ শুনিয়া যেই ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছেন, অমনি পূর্ব্ববর্ণিত অসুরদ্বয় উঠিয়া আসিয়া পশ্চাৎ হইতে তাহার মুখ কাপড় দিয়া বাঁধিয়া ফেলিল, এবং একজন তাহাকে ঘাড়ে ফেলিয়া পলাইল। অপরজন তাহার অনুসরণ করিতে গেলেই বলাসুর ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

বলাসুর॥ ওকে কেন? ওকে কেন?

২য় অসুর ॥ ওকেই···ওকেই···

বলাসুর ॥ ও যে আগুনের ফুলকি ! আলোর চকমকি ! ওকে কেন ? ও যে সাদা ! আমরা যে কালো, ওকে কেন ?···ওকে শুধু চেয়ে দেখতে হয়, ওকে কেন ?

২য় অসুর ॥ আমরা চেয়েই দেখব !

বলাসুর ॥ তা ওকে জোর করে ধরে নিয়ে যাও কেন ?

২য় অসুর ॥—রাজার আদেশ !

বলাসুর ॥—রাজার আদেশ [হতাশ হইয়া পড়িল।]···উপায় ! উপায় ! তবে উপায় !···[সহসা মনে পড়িল।] আছে উপায়।···ঐ নরকঙ্কাল যদি আমি লুট করে নিয়ে যেতে পারি···রাজা বলেছে রাজা আমায় পুরস্কার দেবে···নেব···নেব · লুটে নেব···চুরী করে নেব···যেমন করে পারি নিয়ে যাব ··ঐ নরকঙ্কাল···আর তারি পুরস্কার নেবার সময় বলব "দাও···দাও ··ওকে ছেড়ে দাও !"···যাও—আলোর মেয়ে যাও !··· আমিও যাচ্ছি···তোমায় এখানে ফিরিয়ে আনতেই যাচ্ছি !···কেঁদো না··· তুমি কেঁদো না···আনবো···তোমায় আমি ফিরিয়ে আনবো ! [অসুরের প্রতি]···যাও···তুমি যাও—

হাত ছাড়িয়া দিলেন। অসুর ছুটিয়া পলাইতেছিল—বলাসুর তাহাকে আবার ডাক দিল।

বলাসুর ॥ শোন—ওকে কাঁদিয়ো না কিন্তু—

২য় অসুর ॥ [জীব কাটিল] তাই কি পারি ?

বলাসুর ॥ যাও—

বিচলিত চিত্তে নিতান্ত অস্থিরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিল—কিন্তু তখনি তাহার নিজের কর্ত্তব্যের কথা মনে হইল। সে দ্বারে কান পাতিয়া বুঝিল লোক এখনি বাহির হইবে। সে অন্তরালে চলিয়া গেল।

*   *   *   *

দ্বার খুলিয়া ত্বষ্টা, শচী এবং নরকঙ্কাল সহ ঋষিগণ প্রবেশ করিলেন।

ত্বষ্টা॥ দেব, দেব, আমি ঐ অস্থি দিয়ে এমন এক অস্ত্র তৈরী করে দেব যাতে পাহাড় চূর্ণ হয়, আকাশ বিদীর্ণ হয়, সৃষ্টি ধ্বংস হয়!…আমি পার্ব্ব! আমি পার্ব্ব!

ঋষিগণ॥ অস্ত্রের নাম?

ত্বষ্টা॥ "বজ্র।"

ঋষিগণ॥ বজ্র?

ত্বষ্টা॥ বজ্র।

ঋষিগণ॥ জয় বজ্র! জয় বজ্র! জয় বজ্র!

ত্বষ্টা॥ সে আমাকে প্রলোভন দেখায়!…জানেনা আমি বজ্রের মতো কঠোর! বজ্রের মতো কঠিন! এইবার জানবে! এইবার বুঝবে!

ঋষিগণ॥ জয় দেবশিল্পী ত্বষ্টার জয়!

ত্বষ্টা॥ আমার জয় নয়। জয় দধীচির।‥জয় তার…যার ত্যাগ। জয় দধীচির জয়!

ঋষিগণ॥ জয় দধীচির জয়!

ত্বষ্টা॥…কিন্তু…সোমরস চাই! সোমরস চাই!…সোমরস না পেলে আমার হাত ওঠে না, পা চলে না!

ঋষিগণ॥ কোথায় সোমরস? কোথায় সোমরস?

অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের প্রবেশ।

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥—আমাদের হাতে। [অজস্র সোমলতা ত্বষ্টার সম্মুখে ধরিলেন।]···এইবার কোথায় "সে?"

ত্বষ্টা ॥ ভেতরে। ভেতরে চল সব। [অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া ত্বষ্টার কক্ষে গেলেন।] ঋষিগণ, শীঘ্র সোমরস প্রস্তুত কর···এস—

দমন ॥ নরকঙ্কাল?

ত্বষ্টা ॥ ওর আর প্রয়োজন নেই। আমি বাহুর অস্থি কেটে রেখেছি! ·· এইবার শুধু সোমরস চাই! সোমরস চাই!

কক্ষাভিমুখে প্রস্থান। ঋষিগণ সোমলতাগুলি কুড়াইয়া লইয়া শচীকে কহিলেন "আসুন দেবী!"

শচী ॥ [নরকঙ্কালটি একটি স্তম্ভগাত্রে বিন্যস্ত ছিল। শচী তাহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। ক্ষণকাল তাহার দিকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিলেন। ঐ অস্থিতে যে বজ্র প্রস্তুত হইবে তদ্দ্বারা তাহার পিতৃকুল ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, বোধ করি এই বেদনায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। নরকঙ্কালের কপাল ধরিয়া আবেগে বলিয়া উঠিলেন] বাবা! বাবা! তুমি কি সত্যই এতই কঠোর? এতই কঠিন?···তবে আমাকে এত ভালোবেসেছিলে কেমন করে? আমিও তো অসুরের নন্দিনী · আমাকে দিলে ভালোবাসা, আর অসুরকে দিচ্ছ মৃত্যু···কেন···?···কেন? তাকে কেন ভালোবেসে জয় কর্লে না···তাকে কেন ভালোবেসে জয় কর্লে না!

ঋষিগণ ॥ [এই কথা শুনিয়া পরস্পর মুখ-চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। কথাটা তাঁহাদের ভালো লাগিল না। একটু বিরক্তই হইলেন।] আসুন দেবী!

শচী নিঃশব্দে তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। সকলে ত্বষ্টার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বলাসুর নরকঙ্কালের পাশে ছুটিয়া আসিল। নর-কঙ্কালটি তুলিয়া লইল। এবং তৎক্ষণাৎ ছুটিয়া পলাইল।]

* * *

এদিকে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহারা সূর্য্যাকে খুঁজিয়া পান নাই, আকুলভাবে ডাকিতে লাগিলেন "সূর্য্যা! সূর্য্যা!" কোন উত্তর মিলিল না।

দস্র ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

নাসত্য ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

আশে পাশে খুঁজিয়াও যখন পাইলেন না, তখন দুইজনে বক্ষে কপালে করাঘাত করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। পরে, উঠিয়া পাহাড়ের দিকে গেলেন। এবং "সূর্য্যা" "সূর্য্যা" রূপে গগনভেদী চীৎকারে ডাকিতে ডাকিতে পাহাড়ের বুকে অদৃশ্য হইলেন

* * *

হঠাৎ বৃত্রাসুরের প্রবেশ।

বৃত্রাসুর ॥ নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত আমি আজ আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। ঋষিগণ! দেবগণ! এইবার কোথায় তোমাদের সেই নরকঙ্কাল? হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাস্য]

দ্বার খুলিয়া শচীর প্রবেশ

শচী ॥ [নরকঙ্কাল উদ্দেশে] বাবা!

ছুটিয়া সেই স্তম্ভের সম্মুখে গেলেন, গিয়া দেখেন নরকঙ্কাল নাই। সম্মুখে তাকাইয়া দেখেন বৃত্রাসুর, তাহার দিকে অপলক চোখে তাকাইয়া রহিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়াই শচী শিহরিয়া উঠিয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন।

বৃত্রাসুর॥ [নির্ভয়ে শচীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন] পৌলমী!

শচী॥ [নীরব রহিলেন]

বৃত্রাসুর॥ উত্তম!...ইন্দ্রাণী?

শচী॥ পালাও! পালাও!

বৃত্রাসুর॥ পালাতে আসিনি।...শুধু জানতে এসেছি, তুমি তোমার স্বামীকে ভালোবাস কিনা।

শচী॥ জানা নিষ্প্রয়োজন।

বৃত্রাসুর॥ কেন?

শচী॥ স্ত্রী মাত্রেই স্বামীকে ভালোবাসে।

বৃত্রাসুর॥ শুনে সুখী হলুম।...তুমি অসুরের নন্দিনী। অসুর-নন্দিনীর যোগ্য কথাই তোমার মুখে শুনলুম। শুনে গর্ব্বে গৌরবে আমার বুক ভরে উঠল।...কিন্তু, আর একটি প্রশ্ন। আর তার ছোট্ট একটি উত্তর...শুধু হাঁ...কি...না...। বলবে? অতি সামান্য প্রশ্ন...অতি সাধারণ প্রশ্ন...শুধু এই...যে পৌলমী, তুমি কি তোমার পিতৃকুল মাতৃকুল...এতটুকু ভালোবাসো না?...বল...বল...

শচী॥ বাসি।

বৃত্রাসুর॥ সত্য বটে আমি তোমার পিতাকে হত্যা করেছি, জগতের সব চাইতে অমার্জ্জনীয় অপরাধ করেছি, কিন্তু, পৌলমী, অপরাধ করেছি সত্য, কিন্তু, অপরাধ করেছি আমার জাতির সম্মান অটুট রাখবার জন্য, অসুরের কন্যা দেবতার স্পর্শে কলঙ্কিত না হয় সেই জন্য,...শুধু তাও নয়, এই বুকে হাত দিয়েই বলছি, শুধু তাও নয়, তোমায় পাগল হয়ে ভালোবেসেছিলাম, সেইজন্য। জানি, জানি পৌলমী, জানি...তোমার পিতৃহন্তা

করে তোমার নিকট সব চাইতে অমার্জ্জনীয় অপরাধে অপরাধী আমি।… কিন্তু সে শুধু আমি-ই।…আর কেউ নয়। লক্ষ লক্ষ অসুরের আর কেউ নয়।…আমার সেই অপরাধে লক্ষ লক্ষ অসুরকেও তুমি ঘৃণা কর, এ কথা অসুরের রক্ত যার শিরায় রয়েছে, ধমনীতে রয়েছে, সেই তুমি…বলবে না, বলতে পার না, আমি জানি।…পার?

শচী॥ না।

বৃত্রাসুর॥ তবে এস।…এস তোমার পিতার প্রাসাদে।…আমি তাতে প্রবেশও করি নি।…একটি দিন তুমি তোমার…পিতৃভবনে এস। আমি তোমার রাজ্য তোমার হাতে তুলে দি আমি তোমার স্বামীকে তোমার হাতে তুলে দি তারপর তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, সমগ্র অসুরকুল তাদের রাজকন্যাকে আশীর্ব্বাদ করুক,…উৎসব হোক্, প্রীতির ডোরে অসুর দেবতা বাধা পড়ুক।…তারপর…তুমি অসুরকুল বরবর্ণিনী…জগতের কল্যাণীর মতো তোমার স্বামিগৃহে আবার ফিরে এস! পৌলমী! পৌলমী! পারি না…আমি আর পারি না…তোমার পিতার রক্তে রঞ্জিত তোমার পিতৃরাজ্যের ভার বইতে!…নিশিদিন, প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্ত্তে কি যে মর্ম্মবেদনার তুষানলে আমি জ্বলে মর্ছি, যদি বুঝতে…যদি বুঝতে…

[কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার এই ক্রন্দনে শচী বিচলিত হইয়া উঠিলেন। দ্বার খুলিয়া ঋষিগণ কখন যে বাহির হইয়াছেন, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। নরকঙ্কাল ওখানে নাই তাহা ঋষিগণ লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। নিজেরা পরামর্শ করিয়া সশব্দে দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই শব্দে শচী চমকিত হইয়া উঠিলেন।]

শচী ॥ [বৃত্রকে] তুমি যাও—তুমি যাও—। আমি ভেবে দেখি !···আমি ঋষিদের বলে দেখি—[ছুটিয়া দ্বারে আসিলেন। দ্বারে করাঘাত করিলেন। দ্বার খুলিল না। শেষে মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন] দ্বার খোল ! দ্বার খোল ! [একটি বাতায়ন খুলিয়া গেল। সেই বাতায়ন সম্মুখে কয়েক জন ঋষি উপস্থিত হইলেন]

শচী ॥ খোল দ্বার···দ্বার খোল—

ঋষিগণ ॥ স্বয়ং ইন্দ্রদেব এসে দ্বার খুলবেন। আমরা পার্ব্ব না।

শচী ॥ পার্ব্বে না ?

ঋষিগণ ॥ না।

শচী ॥ না ?

ঋষিগণ ॥ না। [বাতায়নও বন্ধ করিলেন]

শচী ॥ হায় ! হায় ! ঋষিগণ আমায় ত্যাগ কর্লেন ! আমি তবে কোথায় যাব ? স্বামীও কারাগারে ! কোথায় যাব ! আমি কোথায় যাব ?

সোপান শ্রেণীর উপর লুটাইয়া পড়িলেন।

বৃত্রাসুর ॥ [সম্মুখে আসিয়া নতজানু হইয়া]—আমার সঙ্গে।··· এসো···এসো···!

শচী ॥ না···না···না···তাও পারি না···তাও পার্ব্ব না !

বৃত্রাসুর ॥ পৌলমী ! পৌলমী ! তবে আমায় তুমি বিশ্বাস কর্লে না ? [স্তম্ভিত হইলেন] অসুরের মেয়ে হয়ে অসুরকে বিশ্বাস কর্তে পার্লে না ! ···তবে আর আমার দোষ নেই।···আমার শেষ কথা—···যদি আমার

সঙ্গে আস···স্বামীকে ফিরে পাবে, আর যদি না আস···স্বামীকে জন্মের মতো হারাবে। [শচী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন] কার মুখ চেয়ে অসুরের পরম শত্রু ঐ ইন্দ্রকে আমি আজো হত্যা করিনি?···সে তুমি।··· কিন্তু অসুর-নন্দিনী! অসুর-নন্দিনী হয়েও যদি তুমি অসুরের ব্যথা, অসুরের মর্ম্মবেদনা না বোঝ···কেন··কেন আমি দেবতাকে ক্ষমা কর্ব্ব?··· সে আমার কে? তুমি···তুমি·· তুমিই যখন কেউ হলে না,···দেবতা আমার কে? [স্বর বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আসিল] তুমি···তুমি···তুমি··· অসুরের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা · অসুরের স্বপ্ন···অসুরের আলো··· অসুরের মণি···অসুরের মাণিক···ফিরেও তাকালে না তুমি অসুরের পানে·· তবে···তবে [সহসা রুদ্রমূর্ত্তিতে] আমি কেন ইন্দ্রের তপ্তরক্তধারা আনন্দে, উল্লাসে,···আকণ্ঠপুরে পান কর্ব্ব না?···করব···করব···অবশ্য করব···! আমি অসুর···আমি দস্যু···আমি রাক্ষস!

[প্রস্থান।

শচী॥ [স্বামীর জীবনের আশঙ্কায় উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। শেষে, আকুল আবেগে] আমি যাব! আমি যাব! মেরো না···আমার স্বামীকে মেরো না ··আমি যাব! [বৃত্রাসুরের পথ অনুসরণ করিলেন]

* * *

ঋষিগণ দুয়ার খুলিয়া বাহির হইয়া আসিলেন এবং সকলেই শচীর অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাকে না পাইয়া সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন "অনুমান মিথ্যা নয়।"

দমন ॥ বৃত্রাসুর তবে শুধু কঙ্কাল নিতে আসে নি…

মেধাতিথি ॥ কঙ্কাল ঐ ইন্দ্রাণীই দিয়েছে সেই অসুরকে…; অসুরবধ হবে শুনে শোননি ইন্দ্রাণীর বিলাপ ?

দমন ॥ কিন্তু ইন্দ্রাণীই বা গেলেন কোথায় ?

মেধাতিথি ॥—বৃত্রাসুর নিয়ে গেছে।

শঙ্খ ॥—অসুর কেড়ে নিয়ে গেছে অসুরের মেয়ে।…

দমন ॥ তবে অসুরের পাপ এইবার ষোলকলায় পূর্ণ হ'ল !…হতে পারেন ইন্দ্রাণী অসুর-নন্দিনী, কিন্তু তিনি দেবতার ঘরণী! দেবতার রাজরাণী, আমাদের মা! এবার অসুর আমাদের সেই মাকে হরণ করেছে !

নেপথ্যে ইন্দ্রের স্বর শ্রুত হইল—শচী ! শচী !

ঋষিগণ ॥ কার ঐ আকুল কণ্ঠস্বর! কে ডাকে…ইন্দ্রাণীকে কে ডাকে ?

বৃত্রের বিপরীত পথে ইন্দ্রদেবের প্রবেশ। দেখা গেল তাঁহার শৃঙ্খল ছিন্ন।

ঋষিগণ ॥ দেবরাজ ! দেবরাজ !

ইন্দ্র ॥ শচী কই ? শচী কোথায় ?

ঋষিগণ ॥ নাই—নাই—নাই—

ইন্দ্র ॥ কোথায় ? কোথায় ? কোথায় ইন্দ্রাণী ?

ঋষিগণ ॥ বৃত্রাসুর লুণ্ঠন করেছে !

ইন্দ্র ॥ করেছে ? করেছে ? ও—হো—হো ! তবে আমার দুঃস্বপ্নই সত্য হল ! আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার জন্য ব্যাকুল তার মুখখানি ! শেষে দেখলাম সে ভয়ে কাঁপছে ! তারপর দেখলাম পাশে বৃত্রাসুর।

সে ইন্দ্রাণীকে আকর্ষণ করছে! শচী আর্ত্তনাদ করে উঠল! আমার দুঃস্বপ্ন ভেঙে গেল। শিরায় শিরায় রক্ত টগবগ্ করে ফুটে উঠ্ল! কি সাধ্য শৃঙ্খলের যে আমায় বেঁধে রাখে···যখন আমার শচী আর্ত্তস্বরে আমায় ডাকে!···আমি ভেঙে ফেললাম···চূর্ণ করলাম লৌহশৃঙ্খল···ছুটে এলাম এখানে··কিন্তু···এখানে এসে কি দেখছি! নাই···নাই···সে আমার নাই···এতদিন অসুর শুধু দেবগণের ওপরই অত্যাচার করেছে। এবার সে দেবীর, নারীর···উপর অত্যাচার সূচনা কর্ল! এইবারই তার পাপ পরিপূর্ণ হল! দেবভূমি কেড়ে নিয়েছে সহ্য করেছি, দেবতার রক্তে মাটি ভাসিয়ে দিয়েছে, সহ্য করেছি, কিন্তু নারীর ওপর অত্যাচার— [সহসা রুদ্রমূর্ত্তিতে] কোথায় ঋষি দধীচির নরকঙ্কাল, ত্যাগীর ত্যাগ-অস্ত্র, বৃত্রাসুরের মৃত্যু-বাণ?

ত্বষ্টার বজ্রহস্তে প্রবেশ

ত্বষ্টা॥ বাণ নয়,·· বজ্র।···নাও দেবরাজ!

ইন্দ্রদেব॥ এই অস্ত্র?

ত্বষ্টা॥ হাঁ, এই অস্ত্র। বজ্র! জগতের শ্রেষ্ঠ অস্ত্র···অত্যাচারীর যম।··বিশ্বকর্ম্মার দান নয়···ত্যাগীর দান···জগতের অত্যাচার দমনার্থ ত্যাগীর দান!

ইন্দ্রদেব॥ [অস্ত্র গ্রহণ করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া] বৃত্রাসুর! দেবতার ভাগ্য-আকাশের জ্বালাময় কালো মেঘ!···চূর্ণ···দীর্ণ···বিদীর্ণ কর্ব্ব আজ তোমায় আমি!

[প্রস্থান।

ঋষিগণ॥ জয় দধীচির জয়! জয় ইন্দ্রদেবের জয়!

পাহাড়ের উপর হইতে অশ্বিনীকুমারদ্বয় ছুটিয়া সেখানে নামিয়া আসিলেন।

দস্র ॥ জয় নয়, জয় নয়।

নাসত্য ॥ পরাজয়! পরাজয়!

ঋষিগণ ॥ সে কি? সে কি?

দস্র ॥ কোথায় সূর্য্যা? কোথায় আমাদের সূর্য্যা?

নাসত্য ॥ অসুরে আবার তাকে হরণ করেছে!

ঋষিগণ ॥ সর্ব্বনাশ! [বিষম চাঞ্চল্য]

ত্বষ্টা ॥ [আকুল ভাবে অনুসন্ধান] সূর্য্যা! সূর্য্যা!

দস্র ॥ নাই! নাই! সূর্য্যা নাই!

নাসত্য ॥ প্রতি কক্ষে খুঁজেছি, পাহাড়ে খুঁজেছি, বনে খুঁজেছি, সে নাই…নাই…!

ত্বষ্টা ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা! [গগনভেদী স্বরে ডাকিতে লাগিলেন]

নেপথ্য হইতে সূর্য্যা উত্তর দিল—আমি এসেছি! আমি এসেছি!

সকলে ॥ ঐ বুঝি তার কণ্ঠস্বর—

অশ্বিনীকুমারদ্বয় ॥ সূর্য্যা! সূর্য্যা!

রক্তাক্ত-দেহ মুমূর্ষু বলাসুর সূর্য্যাকে বহন করিয়া আনিয়া নামাইল।

সূর্য্যা ॥ আমি এসেছি—

বলাসুর ॥ এনেছি…আলোর মেয়ে…আমি…ফিরিয়ে এনেছি! [নামাইয়া দিয়াই মাটিতে পড়িয়া গেল। আবার উঠিল] আমি দুই অসুরকেই বধ করেছি…বলেনি…রাজা তাদের বলেনি…ওকে ধরে নিয়ে যেতে তবু মিথ্যা ব'লে আমায় ফাঁকি দিয়ে ওকে তারা নিয়ে গিয়েছিল।

আমি তাদের শির নিয়েছি···আমিও মর্ত্তে বসেছি···কিন্তু তবু···তবু তো —ফিরিয়ে এনেছি আমার আলোর মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছি!

মাটিতে পড়িয়া যাইতেই সূর্য্যা তাহার মাথা কোলে লইয়া বসিলেন।

সূর্য্যা॥ একি হোল!—ও বুঝি আর বাঁচে না!···[সকলের প্রতি] বাঁচাও···বাঁচাও···ওকে বাঁচাও···আমাকে বাঁচাতে গিয়ে ও মরছে—ওকে বাঁচাও—

বলাসুর॥ আলোর মেয়ে! আগুনের মেয়ে! বাঁচব না···আমি বাঁচব না! আমার হয়ে এসেছে। দুঃখ নাই···তাতে দুঃখ নাই···দেখি··· তোমায় আমি আর একটিবার দেখে নি—[উঠিতে চেষ্টা করিল]··· সুন্দর! কি সুন্দর তুমি!—আর আমি! [নিজের দিকে তাকাইয়া শিহরিয়া উঠিতেই পড়িয়া গেল] কালো! উঃ কি কালো!···তোমার জন্য এত রক্ত মাখলাম···তবু···তবু—সেই কালো! এখনও—এখনও কি তুমি আমায় ঘেন্না কর?

সূর্য্যা॥ তোমায় ঘৃণা?···তুমি আমায় পিতার মত রক্ষা করেছ··· ভাইএর মতো স্নেহ করেছ···অসহায়া নারীকে দেবতার মতো রক্ষা কর্ত্তে প্রাণ দিয়েছ!···অসুর নও···তুমি অসুর নও···তুমি দেবতা···দেবতারও দেবতা!

বলাসুর॥—না···না···না ··আমি অসুর—সেই অসুর···যে দেবতাকে ভালো—বা—সে—! সেই অসুর যে দেবতার ভালোবাসা পায়!— আজ দেখছি আ—লো! আ—লো! আঃ [মৃত্যু]

সূর্য্যা চোখ মুছিতে লাগিলেন। অন্যান্য সকলে পাথরের মত নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

পঞ্চম অঙ্ক

দৃশ্য ঃ—

বৃত্রাসুরের রাজপ্রাসাদমধ্যস্থ "বিলাস ভবন"।

বিলাস-ভবনের পশ্চাতে একটি অতিবিস্তৃত দরজা। সেই দরজা খুলিলে আকাশ দেখা যায়, সে আকাশ আজ ঘনকৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন। দরজার ওপারে অলিন্দ, এপারে বর্ত্তমান দৃশ্যের বিলাসভবন। দরজা পার হইয়া সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিলেই এই বিলাসভবনে প্রবেশ করা যায়। বিলাসভবনের কারুকার্য্য অতুলনীয়। দেবশিল্প এবং অসুরশিল্পের সমন্বয়ে এই বিলাসভবন রূপ পাইয়াছে। বৃত্রাসুরের তিনজন বিশ্বস্ততম অনুচর ছিল, তাহাদের নাম পিপ্রু, উরণ এবং কুযব। তাহারা একটি অদ্ভুত আকৃতি পানপাত্র সহ পূর্ব্বোল্লিখিত দরজাপথে বিলাসভবনে প্রবেশ করিল, এবং তিনজন একত্র হইয়া সেই পানপাত্রটি অতি যত্নে, কিন্তু নীরবে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে লাগিল। পানপাত্রটি রৌপ্যপাতে মণ্ডিত। পরীক্ষার পর যখন তাহারা বুঝিল যে হাঁ, জিনিষটি বেশ ভালই হইয়াছে, তখন সেটি তাহারা মদ্যাধারের পার্শ্বে অতি সন্তর্পণে রাখিয়া দিল। তাহার পরই তিনজনে উল্লাসে হাততালি দিয়া উঠিল, অমনি অসুরবালাগণ নৃত্য করিতে করিতে প্রবেশ করিল।

অসুরত্রয়॥ নাচো···গাও···স্ফূর্ত্তি···কর! মদে আজ মেদিনী ভাসিয়ে দাও! সাঁতরাও···ডুব দাও···হাঃ হাঃ হাঃ [ইত্যাদি প্রকার চটুলতা।]

অসুরবালাগণের নৃত্যগীত। অসুরগণের মদ্যপান।

গান

নাচে মহুয়া নাচে প্রাণ,
কথা নীরবে নয়নে নয়ান
আকুল অধরে করিতে চুম্বন দান।
শোণিতে আগুন ছুটে,
সঞ্চিত সুধা যত তোমারি তরে।
নাও গো লুটে ওগো নাও গো লুটে ॥
বৃথা কি ফুটে, (ফুল) বৃথা কি ফুটে।
পিও পিও তুমি পিও কেন এত অভিমান ॥

নৃত্যগীত শেষে অসুরবালাগণ যখন অন্তর্হিতা, তখন ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া গেল। দেখা গেল দরজা-পথে বৃত্রাসুর দণ্ডায়মান। অসুরগণ ছুটিয়া গিয়া সোপানপ্রান্তে মস্তক স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল। বৃত্রাসুর বিলাসভবনে নামিয়া আসিলেন।

বৃত্রাসুর ॥ প্রস্তুত ? [অসুরত্রয় ইঙ্গিতে জানাইল "হাঁ", কোন কথা না বলিয়া সেই পানপাত্রটি বৃত্রাসুরের সম্মুখে ধরিল। বৃত্রাসুর নির্নিমেষ-নেত্রে পানপাত্রটি তাকাইয়া দেখিলেন। অসুরত্রয় উহা তাঁহার হাতে দিতে গেলেন। বৃত্রাসুর সভয়ে একটু পশ্চাদপদ হইয়া বলিলেন]···না··· না···না···থাক্···ঐখানেই থাক্।···আর···শোন···শোন···[অস্ফুটস্বরে কি বলিলেন, শুধু অসুরত্রয়ই তাহা বুঝিল···তাহারা পার্শ্বস্থ কক্ষের একটি পরদা সরাইয়া দিল···দেখা গেল সেখানে দধীচির সেই নরকঙ্কাল, বলাসুর যাহা অপহরণ করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, দধীচির সেই কঙ্কাল দাঁড় করানো

রহিয়াছে, কিন্তু, তাহাতে নরকপাল নাই। বৃত্রাসুর নিজে অগ্রসর হইয়া তাহা দেখিয়াই আবার পরদা টানিয়া দিলেন এবং সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। অসুরত্রয়কে পুনরায় বলিলেন···] ইন্দ্র পালিয়েছে, পালাক্, আমাদের পৌলমী এসেছে। অসুরের ঘরে আজ অসুরের মেয়ে এসেছে। তার যেন কোন অসম্মান না হয়···অসুর-নন্দিনীকে অসুরের আজ শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য নিবেদন কর, সে না গ্রহণ করে, ক্ষতি নাই, কিন্তু তার চোখ ঝলসে দাও—অসুরের ঐশ্বর্য্যে, অসুরের শৌর্য্যে, অসুরের মহত্ত্বে। কোথায় সে ?

অসুরত্রয়॥ সম্রাট-জননীর কাছে।

বৃত্রাসুর॥ সে এখন কি বলে ?

পিপ্রু॥ অতি দাম্ভিকা ঐ পৌলমী। যে মুহূর্ত্তে শুনেছেন ইন্দ্র লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করে পলায়ন করেছে, সেই মুহূর্ত্তে তিনি বলেছেন তবে আর ভয় নেই। তিনি নিশ্চিন্ত।

বৃত্রাসুর॥ বটে!—ফিরে যেতে চায় নি ?

পিপ্রু॥ না। বলেছেন রাত্রি প্রভাতে তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করে তবে যাবেন—

বৃত্রাসুর॥ প্রভাতের আর কত বিলম্ব ?

পিপ্রু॥ আর অতি সামান্য।

বৃত্রাসুর॥ আমি আজ সারাটি রাত ঘুমুতে পারিনি। যখনি ঘুমোবার চেষ্টা করেছি, দারুণ দুঃস্বপ্ন দেখে চীৎকার করে উঠেছি, নিদারুণ বিভীষিকায় আর্ত্তনাদ করেছি!···কাল প্রভাতেই ইন্দ্রকে পুনরায় বন্দী করা চাই, তারপর চাই তার ছিন্নশিরের তপ্ত রক্ত···তখন দেখে নেব কোথায় থাকে ঐ পৌলমীর দর্প!···ঐ দর্পিতার দর্প যতক্ষণ

না চূর্ণ করতে পার্চ্ছি···ততক্ষণ···ততক্ষণ আমার চোখে ঘুম নাই।·· দাও মহুয়া—

পিপ্রু॥ মহুয়া কেন? সোমরসই তো আছে আজ!

বৃত্রাসুর॥ মূর্খ!···সোমরস অসুর পান করে না···সোমরস অসুরের অস্পৃশ্য ··তার ধর্ম্মের নিষেধ। * ধর্ম্মও কি ভুলে গেছ অসুর?···সোমরস পান করে দেবতা।

পিপ্রু॥ [একটি সোমকলসে সোমরস রক্ষিত ছিল। সেই কলস দূরে নিক্ষেপে উদ্যত হইল—]

বৃত্রাসুর॥ [বৃত্রাসুর হস্তের ইঙ্গিতে নিক্ষেপ করিতে নিষেধ করিলেন।]···না—। আজ ওর প্রয়োজন আছে বলেই আমি ঐ সোমরস সংগ্রহের আদেশ দিয়েছি।—ঐ সোমরসেই পরীক্ষা হবে পৌলমীর দেহে সত্যসত্যই কি অসুরের রক্ত···না···সে রক্ত মিথ্যা!···তুমি দাও পিপ্রু··· আমায় মহুয়া দাও।···আজ কি রাত্রি আর প্রভাত হবে না?—আমার চোখে যে ঘুম আসে না। ঘুম আসে না! [আসনে যেন অবসাদে ভাঙিয়া পড়িলেন।] পিপ্রু! দেবতার নারী···এসে নাচুক···দেখব!

পিপ্রুর ইঙ্গিত। সমুজ্জলবেশে দেবনর্ত্তকীগণ আলোর বন্যার মতো প্রবেশ করিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। বৃত্রাসুর ঘন ঘন মহুয়া পান করিতে করিতে বুঝি ঘুমাইয়া পড়িলেন।

* * * *

[সম্রাট নিদ্রামগ্ন বুঝিয়া নর্ত্তকীরা ও অসুররা ধীরে অতি ধীরে চলিয়া গেল।]

---

* অসুরদের নিকট সোমরসের অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্বেদ সংহিতার ১ম মণ্ডলের ২য় সূক্তের টীকা দ্রষ্টব্য।

বৃত্রাসুর॥ [ঠিক্ ঘুমান নাই, তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন মাত্র। এমন সময় কি একটা শব্দ শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন] ওকি? [চীৎকার করিয়া উঠিলেন] ওকি?

ছুটিয়া পিপ্রুর প্রবেশ

বৃত্রাসুর॥ ও কিসের শব্দ?

পিপ্রু॥ ঝড় উঠেছে।···বিষম ঝড়।

বৃত্রাসুর॥ সত্যি?—[ইঙ্গিতে দরজা খুলিতে আদেশ দিলেন।] দেখি! [দরজা খুলিলে] আকাশে মেঘ—! কি কালো! কি নিবিড় কালো!···হাঃ হাঃ হাঃ ও যে আমি! আমারি বুকের ঝড়···ঐ ওখানে—ঐ আকাশে—! [ইঙ্গিতে দরজা বন্ধের আদেশ দিলেন। দরজা বন্ধ করিয়া পিপ্রু অতি ধীরে চলিয়া গেল। বৃত্রাসুর অর্দ্ধশয়ান ভাবে আবার চোখ বুজিলেন। * * * * * * * * * * * এবার দরজায় এক ঝলক শুভ্র আলোক পড়িল। সেই দরজায় ছায়া পড়িল। সে ছায়া দধীচি ঋষির। প্রথম অঙ্কে বর্ণিত দধীচির হস্তদ্বয় লৌহকীলকে বিদ্ধ করার দৃশ্য। বৃত্রাসুর চমকিয়া উঠিলেন। সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন···] কে ও?···ও কি? ও কি? দধীচি?···লৌহকীলক? রক্ত-উৎস? কিন্তু তবু তার মুখে চীৎকার কই—আর্ত্তনাদ কই?—উঃ উঃ উঃ [দুই হাতে মুখ চোখ ঢাকিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।]···বলাসুর—[ইঙ্গিত করিতে লাগিলেন ঐ দধীচিকে ওখান হইতে সরাইয়া ফেলিতে। পরে চোঁখ মেলিয়া] গেছে। আঃ [স্বস্তি ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলিতে গিয়াই আবার দেখেন সেই দৃশ্য যে দৃশ্যে—দধীচি জলে ডুব দিয়া গাছের শিকড় সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া

রহিয়াছেন। জলে ডুবিয়া মরার সেই দৃশ্য দেখিয়া বৃত্রাসুর আর থাকিতে পারিলেন না—প্রাণপণ চীৎকারে ডাক দিলেন "পিপ্রু"। পিপ্রু ছুটিয়া আসিল। ছায়া মূর্ত্তি অন্তর্হিত হইল।]···সেই মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তি। সেই দধীচি। জলে ডুব দিয়ে দুই হাতে গাছের শেকড় আঁকড়ে ধরে আমার উদ্দেশে হাসছে! ও হো-হো! আমায় বাঁচাও! আমায় বাঁচাও! [লুটাইয়া পড়িলেন।]

পিপ্রু॥ কোথায় কি দেখলেন সম্রাট!

বৃত্রাসুর॥ [শুধু, ইঙ্গিতে দরজা দেখাইয়া দিলেন।]

পিপ্রু॥ [দরজা খুলিয়া দেখিল] কই? এখানে তো কিছু নেই! হাঁ, বাইরে ঝড় উঠেছে বটে! উঃ কি বিষম ঝড়! [দরজা বন্ধ করিলেন।]

বৃত্রাসুর॥ সে আমি বুঝছি...পিপ্রু...পিপ্রু···সে আমি আমার এই বুকে হাত দিয়েই বুঝছি!···কিন্তু···তবে আমি কি দেখলাম?

পিপ্রু॥ হয়ত স্বপ্ন দেখেছেন!

বৃত্রাসুর॥ স্বপ্ন নয়···স্বপ্ন নয়···[ধীরে অতি ধীরে সেই কঙ্কালের কক্ষের সম্মুখে গেলেন। কিন্তু পর্দ্দা সরাইতে সাহস হইল না, সরিয়া আসিয়া পিপ্রুর মুখের দিকে চাহিতেই পিপ্রু ঐ কক্ষের সম্মুখে যাইয়া পর্দ্দা সরাইল—বৃত্র দূরে সরিয়া মুখ ঘুরাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন]···আছে?

পিপ্রু॥ আছে।

বৃত্রাসুর॥ ঢাকো। কাল ঐ কঙ্কাল চূর্ণ বিচূর্ণ করে সমুদ্রে নিক্ষেপ ক'রো···না···না···সমুদ্র হতে তবে উঠে আসবে···মাটিতে পুঁতে ফেলো—না—না—তাও না—কি কর্ব্ব! আমি ঐ কঙ্কাল নিয়ে কি কর্ব্ব? [হতাশ হইয়া পড়িলেন]

পিপ্রু॥ আপনি একটু ঘুমাতে চেষ্টা করুন সম্রাট!

বৃত্রাসুর॥ ঘুম! হাঃ হাঃ হাঃ ঘুম? [অতি করুণ ভাবে] কতকাল ঘুমুইনে…ঘুমুতে পারিনে!…রাত্রি কি আজ শেষ হবে না?—শেষ হবে না কি আজ এই কালরাত্রি?*

পিপ্রু॥ রাত্রি ভোর হয়েছে। কিন্তু ঝড় উঠেছে।

বৃত্রাসুর॥ [আশান্বিত হইয়া] ভোর হয়েছে? রাত্রি ভোর হয়েছে? [ত্বরিৎপদে দরজার কাছে গিয়া প্রথমে দরজা ঈষৎ ফাঁক করিয়া দেখিলেন, পরে ধীরে ধীরে…একেবারে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করিলেন। ভোরের আলো বিলাসভবনে প্রবেশ করিল। বৃত্রাসুর ত্বরিৎপদেই আবার কক্ষমধ্যে আসিলেন।] পিপ্রু…রাত্রি প্রভাত হয়েছে। নিয়ে এস দেবতার রাণী পৌলমী—[পিপ্রু চলিয়া গেল। বৃত্রাসুর ইঙ্গিতে আর একজন অনুচরকে আহ্বান করিলেন। এবার "উরণ" আসিল।]—দেবতার রাণীকে সমুচিত অভ্যর্থনায় অভিনন্দিত কর উরণ! [উরণ চলিয়া গেল। বৃত্রাসুর আবার আর এক ইঙ্গিতে অনুচর "কুযব"কে আহ্বান করিলেন। কুযব আসিলে]—মহুয়া! [কুযব চলিয়া গেল। বাদ্য মৃদুভাবে বাজিয়া উঠিল। একে একে এক এক নর্ত্তকী সুরাপাত্র সহ নাচিতে নাচিতে আসিল। বৃত্রাসুর সুরাপান করিতে লাগিলেন। সকল নর্ত্তকী আসিলে…] অসুরের নৃত্যে অসুরের মেয়েকে বরণ কর…দেখি তার রক্ত তার তালে তালে নাচে…কি বিদ্রোহ করে!…আজ আমি দেখব—শুধু দেখব—তার শিরায় ধমনীতে কার রক্ত?…অসুরের না দেবতার!

দ্বারপথে শচী আসিয়া দাঁড়াইলেন। নর্ত্তকীরা নৃত্য আরম্ভ করিল। এ নৃত্য অসুরের জাতীয় নৃত্য।…সেই সঙ্গে অসুরের মেয়েকে অসুরের ঘরে বরণ করিবার গান গাহিল।

গান

এ নব নবীন নূতন পাত্রে
ঢালো আজি সুধা ঢালো।
শ্রান্ত ক্লান্ত অন্তর পুরে
আনন্দ দীপ জ্বালো॥
দূর করে দাও সব সন্তাপ,
ধুয়ে মুছে দাও মলিনতা পাপ।
যাক থেমে যাক রোদন বিলাপ
ফুটাও হাসির আলো॥
প্রণয় উদাসী যেবা উন্মনা,
মিলন মেলায় মিলুক সে জনা
বিসরি বিষাদ বিরহ বেদনা
সবারে বাসগো ভাল॥

নাচিতে নাচিতে গায়িতে গায়িতে নর্ত্তকীরা শচীকে বরণ করিল। শচী ও বৃত্রাসুর পরস্পরের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। শচীকে দেখিয়া মনে হইল মহামহিমান্বিতা স্বামী-গর্ব্বে-গর্ব্বিতা সম্রাজ্ঞীর মতো। চোখেমুখে তাহার দৃঢ়তা বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিল।…সে তুলনায় বৃত্রাসুরকে বিশেষ দুর্ব্বল মনে হইতে লাগিল। বৃত্রাসুর মুখ নামাইলেন। অন্যদিকে চাহিয়া রহিলেন। শচী, ধীরে ধীরে, কক্ষমধ্যস্থ সিংহাসনে হেলান দিয়া দাঁড়াইলেন। নৃত্যগীত শেষ হইল।

বৃত্রাসুর॥ পৌলমীর জয় হোক্।
শচী॥ ইন্দ্রের জয় হোক্।

বৃত্রাসুর শিহরিয়া উঠিলেন।

বৃত্রাসুর॥ তবে কি সত্য সত্যই তুমি আমার মৃত্যু কামনা কর পৌলমী! বল! বল!

শচী॥ আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি অসুর-সম্রাট!—

বৃত্রাসুর॥ তার অর্থ?

শচী॥ তার অর্থ এই···তুমি দেবভূমি দেবতার হাতে ফিরিয়ে দাও। ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার দেশে যাও—

বৃত্রাসুর॥ সে দেশ কি শুধু আমারি? তোমার নয়?

শচী॥ হাঁ, সে দেশ আমার।···আমার পিতার।···কিন্তু···আমি তো আমার পিতার রাজ্য ফিরে চাই নি! আমি তার সকল দাবী সেই দিনই তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছি, যেদিন দেখেছি তুমি আমার দেশের আমার জাতির শ্রেষ্ঠ পুরুষ · রূপে···গুণে·· তেজে··· মহত্ত্বে!

বৃত্রাসুর॥ বৃথা এ তর্ক পৌলমী! দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চিরকাল চলেছে··· চিরকাল চলবে···তর্কে তার মীমাংসা হবে না···মীমাংসা হবে অস্ত্রে,··· আবেদনে নয়, নিবেদনে নয়, মীমাংসা হবে শ্রেষ্ঠতর শক্তি-সাধনায়। ও কথা থাক্। অসুরের মেয়ে তুমি···অসুরের গৃহে এসেছ·· অসুরের আজ পরম ভাগ্য, চরম আনন্দ!—যদি সত্য সত্যই অসুরকন্যা বলে নিজের জন্মের ওপর তোমার ঘৃণা না এসে থাকে···তবে অসুরের অভ্যর্থনা সাদরে গ্রহণ কর্ত্তে পার্ব্বে বলেই মনে করি।

তাহার ইঙ্গিতে এক অসুরকন্যা একপাত্র সুরা ঢালিয়া শচীর সম্মুখে ধরিল।

শচী॥ আমি এখানে মাতাল হতে আসিনি সম্রাট!

বৃত্রাসুর॥ মহুয়ার মধু—

শচী॥ ঘৃণা করি!

বৃত্রাসুর॥ বটে! সত্যি?

শচী॥ [ঘৃণায় নির্ব্বাক রহিলেন]

বৃত্রাসুর॥ অসুর কন্যা!·· মহুয়ার মধু···অপমান করো না ওকে···

শচী॥ তুমি আমায় অপমান করো না সম্রাট!

বৃত্রাসুর॥ উত্তম—[তাঁহার ইঙ্গিতে এক দেবদাসী সোমরসের কলস হইতে সোমরস এক সুরাপাত্রে ঢালিতে গেলেই—] ও পাত্র নয়···ও পুরানো পাত্র নয়, [ইঙ্গিতে, দৃশ্যের প্রথমেই বর্ণিত সেই অদ্ভুত সুরাপাত্র দেখাইয়া দিলেন] ঐ নূতন—[দেবদাসী সেই নূতন পাত্রে সোমরস ঢালিয়া শচীর সম্মুখে ধরিল]···

শচী॥ [প্রচণ্ড বিরক্তিতে] না—না—না—

বৃত্রাসুর॥ কেন?

শচী॥ মহুয়া আমি পান করিনা···এ কথা আমাকে কতবার বলতে হবে সম্রাট?

বৃত্রাসুর॥ ও মহুয়া নয়! মহুয়া নয়···!

শচী॥ তবে?

বৃত্রাসুর॥ সোমরস। দেখছ না ও লাল নয়, দুগ্ধ-শুভ্র!

শচী॥ হোক···

বৃত্রাসুর॥ সোমরস দেবরমণীদের অতি পরম প্রিয় পানীয়, অসুর হলেও আমি তা জানি···অসুর-সম্রাট ইন্দ্রাণীকে সেই সোমরস দিয়েই অভ্যর্থনা করছে।...তবে কি সোমরস পান না করে তোমার দেবত্বের দাবী পরিত্যাগ কর্লে পৌলমী?

শচী ॥ কখনো নয়।...[দেবদাসীর হাত হইতে পানপাত্র লইয়া পান করিতে যাইয়াই পানপাত্রটির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া পান স্থগিত রাখিয়া উহার বিশেষত্বই নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ কি দেখছ পৌলমী?

শচী ॥ কিন্তু এ তো দেবতার পানপাত্র নয়!

বৃত্রাসুর ॥ হাঃ হাঃ হাঃ দেবতার! দেবতার!...ঐ পানপাত্রটির প্রতিটি রেণু-পরমাণু দেবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ দিয়ে প্রস্তুত।...তোমার অভ্যর্থনায় আজ ঐ পানপাত্রটিই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য!

শচী ॥ বটে! বেশ। [সোমপান।]

বৃত্রাসুর ॥ [তিনিও মহুয়া পান করিলেন।] এ অতি চমৎকার ব্যাপার।...দেবতা পান করে সোমরস, অসুর পান করে মহুয়া।...কোনটি বেশী মিষ্টি কেউ বলতে পারে না। কারণ দেবতা কখনো মহুয়া পান করে না, আর অসুরের রক্ত যার শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত সে কখনো সোমরস পান করে না...করে?

শচী ॥ [এই ব্যঙ্গে একেবারে ছাইএর মতো সাদা হইয়া গেলেন।]

বৃত্রাসুর ॥—করে?

শচী ॥ [তথাপি নীরব রহিলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ [উত্তেজিত ভাবে]...বল অসুর-নন্দিনী! অসুরের রক্ত যার শিরায় ধমনীতে প্রবাহিত, সে কি কখনো সোমরস পান করে?... করে? করে?

শচী ॥ [চেষ্টা করিয়া উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।]

বৃত্রাসুর ॥ সোমরসেও মাদকতা আছে শুনেছি, এখন দেখছি,

সত্য সত্যই আছে। তুমি মাতালের মতো একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে রয়েছ যে পৌলমী!...আমার প্রশ্নের উত্তরটুকুও দিতে পাচ্ছ না! অদ্ভুত!

শচী॥ কি বলব আজ আমার স্বামী এখানে উপস্থিত নাই।...যদি থাকতেন—

বৃত্রাসুর॥ [ব্যঙ্গময় তীব্র দৃষ্টিতে] হাঁ, নাই-ই বটে···সত্যই তো বড়ই দুঃখের বিষয়!···আমি ভেবেছিলাম তিনি যে আমার কারাগার হতে পলায়ন করেছেন, সে তোমার বিশেষ আনন্দেরই কারণ হয়েছে··· কিন্তু সে কি তবে আমার ভুল?·· যাক্···সে কথাও যাক্।···তা···তিনি কি করতেন, যদি এখানে বন্দী হয়েই হাজির থাকতেন?

শচী॥···উত্তর দিতেন!···সেই আর্য্য তোমার ঐ অনার্য্য প্রশ্নের উত্তর দিতেন।·· কিন্তু যখন তিনি নাই, তাঁর সহধর্ম্মিণীই ওর উত্তর দেবে। আর্য্যের বিবাহ পতিপত্নীর এক অপূর্ব্ব সমন্বয়। সে বিবাহে পতির ধর্ম্মে পত্নীর ধর্ম্ম ডুবে যায়, পতির কুলাচারে পত্নীর কুলাচার লুপ্ত হয়, পতির অস্তিত্বের মাঝে পত্নীর অস্তিত্ব আত্মবিসর্জ্জন দেয়।···হই না কেন আমি অসুর-নন্দিনী, তবু···যখন আমি আর্য্যপত্নী, তখন আমার ধর্ম্ম আর্য্যধর্ম্ম, আমার শিক্ষা আর্য্যের শিক্ষা, আমার দীক্ষা আর্য্যের দীক্ষা।···আর আজ তাই · ঐ···ঐ সুরা আমার অস্পৃশ্য···এই সোম আমার দেবতা! * কই সোমরস? দাও সোমরস! [সোমপান]

বৃত্রাসুর॥ স্তম্ভিত হলাম, তোমার উত্তর শুনে আজ স্তম্ভিত হলাম। [ক্ষণকাল থামিয়া] তবে তোমায় সত্যসত্যই আমরা হারিয়েছি পৌলমী?

* বেদে সোম দেবতা রূপে পূজিত হইত।

—না, মূর্খ আমি ··তাই আবার এ প্রশ্ন করছি।···যে উত্তর এর মধ্যেই পেয়েছি, তা অতি বিশদ অতি প্রাঞ্জল।···তোমার আর্য্য এখানে উপস্থিত থাকলে ওর চাইতে কখনই ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না। তিনি শুধু এক বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ··সে···পলায়নে, হাঃ হাঃ হাঃ!

শচী॥ পলায়নে?—[সগর্ব্বে] শুষ্ণ দৈত্যকে বধ করেছে কে? নমুচিকে বধ করেছে কে? শম্বরের নবনবতি দুর্গ ধ্বংস করেছে কে?

বৃত্রাসুর॥ ইন্দ্র।···হাঁ সেই ইন্দ্র···যিনি কৃষ্ণাসুরকে বধ করে, যাতে তার আর পুত্র না হয়, এই জন্য তার গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকেও হত্যা করেছিলেন। * বীর বটে!—

শচী॥ শতবার! সহস্রবার!·· অত্যাচারী যে·· মদগর্ব্বিত যে·· তিনি তাকে সবংশে নিধন করেছেন।···কিন্তু তিনি নিজের পিতৃতুল্য বৃদ্ধ রাজাকে তার কন্যার লোভে হত্যা করেন নি·· সেই কাপুরুষোচিত হত্যার গর্ব্ব···সেই লালসাপ্রণোদিত হত্যার গৌরব · শুধু তোমার · আর কারো নয়! শুধু তোমার!

বৃত্রাসুর॥ হাঁ, আমার।···চিরকাল এই গর্ব্ব এই গৌরব আমার অক্ষয় হয়ে থাক্। যুগে যুগে লোকে জানুক পৌলমী নামে অসুরের ঘরে ছিল এক নীলমাণিক।···সেই নীলমাণিকে দেবতারও চোখ ঝলসে যেত। সেই নীলমাণিক ছিল অসুরের কুলপ্রদীপ।···পুলোমন নামে একজন রাজা অসুরের ঘর আঁধার করে অসুরের সেই মাণিক দেবতার মুকুটে বসিয়ে দিতে গিয়েছিল · অসুরের শাণিত ছুরিকা ক্ষেপে উঠ্‌ল···পুলোমন

---

* এ সম্বন্ধে ১ম মণ্ডল ১০১ সূক্ত দ্রষ্টব্য।

শির দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করল!—সেই পুলোমন পৌলমীর পিতা। আর কুলকলঙ্ক সেই পুলোমনের হত্যাকারী অসুর···আমি।···লজ্জা কার? তোমার পিতার না আমার? আর লালসা? লালসাই বটে!··· লালসাই যদি হ'ত· [বলিতে বলিতে বৃত্রাসুর বিষম উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন] তাহলে দধীচির সাধ্য ছিল না তোমায় আমার গ্রাস হতে রক্ষা করে, দধীচির সাধ্য ছিল না ইন্দ্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেয়, ইন্দ্রের সাধ্য ছিল না তোমায় রক্ষা করে, তোমার সাধ্য ছিল না আজো সীমন্তে তুমি সিন্দুর পর, দেবতার ··ঋষির · সাধ্য ছিল না ··আমায় বাধা দেয় আজ যদি তোমার অঙ্গ স্পর্শ করি!···এতদিন কে তোমায় রক্ষা করেছে? কে তোমার স্বামীকে রক্ষা করেছে?··[গলার স্বর কাঁপিতে লাগিল···] সে আমার···সে আমার প্রেম—তোমার প্রতি আমার অক্ষয় অনন্ত প্রেম! আমি তোমায় চেয়েছিলাম···চিরদিন চেয়েছি··· আজো চাই···

শচী॥ আজো চাও?

বৃত্রাসুর॥ আজো চাই, চিরকাল চাইব, জীবনের প্রতিমুহূর্তে চেয়েছি, মরণের শেষ মুহূর্তেও চাইব ··কেন চাইব না?···কেন তুমি অসুরের ঘরে এসেছিলে? আমার শৌর্য্য আছে, শক্তি আছে, প্রতিভা আছে, আর সে ছিল প্রথম যৌবন,···তাই তোমায় জীবনের সাথীরূপে পত্নীরূপে চেয়েছিলাম, কিন্তু পাইনি,···বান্ধবীরূপে চেয়েছিলাম, শত্রুতা পেয়েছি, কেন···কেন তুমি অসুরের ঘরে এসেছিলে···যদি এসেছিলে কেন তুমি আমার স্ত্রী হও নি, বান্ধবী হও নি···ভালোবাস নি। কোন ভাবেই যখন আমায় ধরা দিলিনে, তখন তুই আমার মা হয়ে জন্মালি না কেন পাষাণী?

তোর স্নেহ পেতাম তোর শাসন পেতাম, তোর আদর পেতাম,—জীবন ধন্য হোত, সার্থক হোত!

শচী॥ আজ এই ক্রন্দন...এই প্রলাপবচন নিবর্থক · আজ যদি কোন কাম্য থাকে সে সর্ব্বলোকের মঙ্গল, . দেবতার অসুরেব উভয়ের। আর সে মঙ্গল নির্ভর কর্ছে তোমার ওপর। তুমি দেবভূমি দেবতার হাতে ফিরিয়ে দাও...ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার নিজের দেশে যাও—

বৃত্রাসুর॥ চাই না মঙ্গল পৌলমী! আমি কোন মঙ্গল চাই না।··· এই যদি তোমার কথা হয়, সে কথা থাক্। তুমি সানন্দে সোমপান কর, আমি সানন্দে মহুয়া পান করি!

শচী॥ আজ তবে তোমার মৃত্যু . বৃত্রাসুর! অসুর-সম্রাট! আজ তবে তোমার মৃত্যু...! তোমার সেই দুর্নিবার নিয়তি আমার চক্ষুর সম্মুখে ভেসে উঠ্ছে! [যেন স্বপ্ন দেখিয়া] সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!

বৃত্রাসুর॥ হাঃ হাঃ হাঃ [অট্টহাস্য]

শচী॥ [বৃত্রের পরিণাম ভাবিয়া তখনি তাহার সম্মুখে নতজানু হইলেন] দাও! দাও! দেবভূমি দেবতাকে ফিরিয়ে দাও! ফিরিয়ে দিয়ে তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও!

বৃত্রাসুর॥ সে হবে আমার পরাজয়।...বৃত্রাসুর চায় জয়, জয়ের পর জয়! চিরকাল জয়!···আর মৃত্যু?···হাঃ হাঃ হাঃ ঐ দেখ—[ছুটিয়া গিয়া পর্দ্দা সরাইলেন। নরকঙ্কাল দেখা গেল]···মৃত্যুবাণ হরণ করেছি! মৃত্যুবাণ হরণ করেছি!·· করি নি?

শচী॥ তবে তুমিই সেদিন চুরি করে এনেছ সেই নরকঙ্কাল?

বৃত্রাসুর॥ চুরি নয়, ওর নাম আত্মরক্ষা! হাঃ হাঃ হাঃ···

শচী ॥ বৃত্রাসুর! বৃত্রাসুর! সত্যই কি এ দধীচি ঋষির কঙ্কাল?

বৃত্রাসুর ॥ [চাপা আনন্দে] হাঁ—

শচী ॥ তবে ওতে নরকপাল কই?

বৃত্রাসুর ॥—মস্তক? মুণ্ডু?

শচী ॥ হাঁ—

বৃত্রাসুর ॥ তাও আছে। তবে প্রচ্ছন্ন!

শচী ॥ কোথায়? কোথায়? দাও! আমায় দাও! আমি পূজা কর্ব্ব। ঐ ঋষি আমার গুরু, আমার অভিভাবক…আমার পিতা!…জীবনের শিক্ষা ওঁর হাতে, দীক্ষা ওঁর হাতে…ওঁর কাছেই মানুষ হয়েছি, অসুরের কন্যা হলেও নিজের কন্যার মতো আমায় লালন করেছেন পালন করেছেন ভালোবেসেছেন!…দাও! দাও! সেটি আমায় দাও!

বৃত্রাসুর ॥ দেব…কিন্তু…তার জন্য তুমি অত অস্থির হচ্ছ কেন পৌলমী?

শচী ॥ আমি দেখব! আমি দেখব! যখন তিনি বেঁচেছিলেন, তাঁর সেই শান্ত সৌম্য মুখখানি দেখে আশ মিটত না।…দেবতার জীবন রক্ষার্থে যখন প্রাণবলি দিলেন, তখনো তাঁর মুখে সেই যে ত্যাগের মহিমাময় জ্যোতি দেখেছিলাম, তা অপূর্ব্ব! অভূতপূর্ব্ব!…ঐ নরকঙ্কাল তাঁর সেই পুণ্যমহিমার শেষ স্মৃতি!…আমি দেখব! আমি পূজা কর্ব্ব!

বৃত্রাসুর ॥ [দেবদাসীকে ইঙ্গিত…দেবদাসী সেই অদ্ভুত সোমপাত্রে সোমরস ঢালিয়া পৌলমীর সম্মুখে ধরিল] সোমরস পান কর…তুমি বড়ই পরিশ্রান্ত হয়েছ মনে হচ্ছে…সোমরস পান করে সুস্থির হও তারপর দেখ—

শচী ॥ [দ্বিরুক্তি না করিয়া সেই অদ্ভুত সোমপাত্রে সোমপান করিয়া] …দেখাও !

বৃত্রাসুর ॥ [কঙ্কাল দেখাইয়া [ঐ তার কঙ্কাল—ঐ যে সেই পাঁজরার হাড় ! সবকটি অক্ষুণ্ণ রয়েছে !…ঐ যে দক্ষিণ হস্ত…ঐ যে…তাই তো বাম হস্ত কই ? [চমকিয়া উঠিলেন !]

শচী ॥ [আতঙ্কে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন—] ও-হো-হো !

বৃত্রাসুর ॥ ওকি ? আর্ত্তনাদ কর্চ্ছ কেন পৌলমী ?

শচী ॥ বামহস্ত কোথায় আমি জানি।…কিন্তু মস্তক কই ?

বৃত্রাসুর ॥ জানো ? তুমি জানো ? কোথায় ? তাই তো…দেখছি না তো ! কোথায় ? কোথায় ? বামহস্ত কোথায় ?

শচী ॥ বামহস্ত কোথায় আমি জানি—কিন্তু মস্তক কই ?

বৃত্রাসুর ॥ [সেই অদ্ভুত সোমপাত্রটির রৌপ্যাবরণ উন্মোচন করিয়া] এই যে !

শচী ॥ দস্যু ! রাক্ষস !…আমার পরম পূজ্য পিতৃপ্রতিম ঋষির মস্তকের ঐ অবমাননা ?

বৃত্রাসুর ॥ হাঁ—! শুধু তাই নয়…অসুর-কন্যা যখন সোমরস পান করে, তখন সে পিতার মুণ্ডু-পাত্রেই পান করে ইন্দ্রাণী !—হাঃ হাঃ হাঃ…

শচী ॥ ও—হো—হো—!

সিংহাসনে লুটাইয়া পড়িলেন।

বৃত্রাসুর ॥ পিপ্রু !—বামহস্ত অনুসন্ধান কর—দেখ—দেখ—বাম হস্ত কোথায় ?

শচী ॥ আমি জানি···আমি জানি !

বৃত্রাসুর ॥ বল—বল—

আকাশে মেঘগর্জ্জন হইতে লাগিল।

শচী ॥ আমি বলব না—

বৃত্রাসুর ॥ তোমাকে বলতেই হবে—

দৃঢ় মুষ্টিতে শচীর হাত ধরিলেন।

শচী ॥ স্বামি ! ওগো ইন্দ্রদেব। কোথায় তুমি ! দেখে যাও ত্যাগীশ্রেষ্ঠ ঋষিবরের অবমাননা···দেখে যাও ইন্দ্রাণীর অবমাননা—

বৃত্রাসুর ॥ [পাগলের মতো] বামহস্ত কই ? বামহস্ত কোথায় ?

দরজায় ইন্দ্রদেবের আবির্ভাব। হাতে বজ্র।

বৃত্রাসুর ॥ [শচীকে] বল···বল, নারী · দধীচি ঋষির বামহস্তের অস্থি কই ?

ইন্দ্র ॥ আমার হাতে।···চাও ?

বৃত্রাসুর ॥ [উন্মাদের মতো] চাই—চাই—[শিহরিয়া উঠিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে] না—না—না !

ইন্দ্রদেব ॥ না বললে শোনে না—এর নাম বজ্র ! অত্যাচারী "না" বললে "বজ্র" শোনে না—ত্যাগী-শ্রেষ্ঠের ত্যাগসাধনায় লব্ধ এই অস্ত্র তোমার বক্ষ বিদীর্ণ করে জগতে মেঘগর্জ্জনে ঘোষণা করুক অত্যাচারী ! সাবধান !—

বজ্র নিক্ষেপ। নিক্ষেপ মাত্র বৃত্রাসুরের বক্ষ বিদীর্ণ হইল। আকাশের মেঘও বিদীর্ণ হইয়া বিদ্যুৎঝলক প্রকাশ পাইল।



প্রথম অভিনয় রজনীর অভিনেতৃ ঃ—

পরিচালক—দি আর্ট থিয়েটার লিমিটেড

শিক্ষক—শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সহঃ শিক্ষক—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
নৃত্য শিক্ষক—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
হারমোনিয়াম বাদক—শ্রীসন্তোষকুমার দাস
বংশীবাদক—শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গতী—শ্রীহরিপদ দাস
স্মারক—শ্রীকালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রদেব—শ্রীমণীন্দ্রনাথ ঘোষ
দধীচি—শ্রীনরেশচন্দ্র ঘোষ
অশ্বিনীকুমারদ্বয়—শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায় ও
শ্রীসুশীলচন্দ্র ঘোষ
ত্বষ্টা—শ্রীপ্রফুল্লকুমার সেনগুপ্ত
বৃত্রাসুর—শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী
বলাসুর—শ্রীসন্তোষকুমার দাস
পিপ্রু—শ্রীখগেন্দ্রনাথ দাস
উরণ—শ্রীসন্তোষকুমার শীল
কুযব—শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

দেবগণ ও ঋভুগণ } শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীশরৎচন্দ্র সুর প্রভৃতি

ঋষিগণ—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র দত্ত, শ্রীকুঞ্জলাল সেন
কুমার কনক নারায়ণ ভূপ প্রভৃতি

অসুরগণ—শ্রীতুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
শ্রীনীলকণ্ঠ রায় চৌধুরী প্রভৃতি

শচী—শ্রীমতী নিভাননী

উষা—শ্রীমতী নীহারবালা

সূর্য্যা—শ্রীমতী সুশীলাবালা

রৈভী—শ্রীমতী তারকবালা

সরমা—শ্রীমতী রেণুবালা

দেবীগণ ও অসুরবালাগণ—শ্রীমতী তারকবালা, রেণুবালা, কমলা, উষা, পটল, সত্য, মণিবালা, সুবাসিনী প্রভৃতি।

চাঁদ-সদাগর

পঞ্চাঙ্ক নাটক—মূল্য এক টাকা

আর্ট থিয়েটার লিঃ পরিচালিত মনোমোহন থিয়েটারে অভিনীত

নাচঘর, (৬ই আশ্বিন ১৩৩৪)—"নাটকখানি শুধু 'মনোমোহনে'ই নতুন নয়, নাট্যসাহিত্যেও নতুন।...পঞ্চাঙ্ক নাটক রচনায় তাঁর এই প্রথম চেষ্টাই এতটা জয়যুক্ত ও সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে, দেখে আশা হচ্ছে যে, বাঙলা দেশে অন্ততঃ একজন এমন নাট্যকার জন্মেছেন যিনি ভবিষ্যতের রঙ্গমঞ্চকে কুনাটক অভিনয়ের দায় হতে রক্ষা করতে পারবেন।"

কল্লোল, (অগ্রহায়ণ ১৩৩৪)—"বাঙলার নাট্য-সাহিত্যের অত্যন্ত দৈন্য।...নাট্যসাহিত্যে নতুন প্রতিভার অত্যন্ত প্রয়োজন। সে প্রতিভা শ্রীযুক্ত মন্মথ রায়ের কাছে আশা করা যেতে পারে।...তাঁর কলমের কাজ শুধু সূক্ষ্ম নয়, জোরালো ও রঙদার।...নাটকটিতে শক্তির ছাপ আছে। ভবিষ্যতে তাঁর হাত থেকে অনেক কিছু আশা করা যায়।"

আত্মশক্তি, (৪ঠা কার্ত্তিক ১৩৩৪)—"নাটকখানি আমাদের ভালো লেগেচে নাট্যকারের চরিত্রাঙ্কন ও ঘটনা-সংস্থাপনের প্রশংসনীয় দক্ষতায়। আর আমাদের মুগ্ধ করেছে তাঁর সৃষ্ট বেহুলার চারু চিত্রটি। পুরাণোল্লিখিত চরিত্রের ওপর কল্পনার তুলিতে তিনি যে রঙ ফলিয়েছেন, তা বাস্তবিকই অনিন্দনীয়।"

আনন্দবাজার পত্রিকা, (২৬।৯।২৭)—"কি ভাষার দিক দিয়া কি চরিত্রাঙ্কণে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের বহু পরিচয় তিনি দিয়াছেন।... বাঙলার প্রাণের বেদনা করুণা ও অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই "চাঁদ-সদাগর" শত শত দর্শককে পরিতৃপ্ত করিবে সন্দেহ নাই।"

সেমিরেমিস (নাট্যগ্রন্থ)—১৲

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা